সংক্ষিপ্ত তত্ত্বনির্দেশ

পুরুষ = চিন্মাত্র = স্বরূপদ্রষ্টা = ভোগ এবং অপবর্গ

প্রকৃতি = সত্ত্ব + রজঃ + তম = (সত্ত্ব = রজঃ = তমঃ) = অব্যক্ত (কোথাও বা

পুরুষ ও প্রকৃতির অবিকৃত অনাদি সংযোগ হইতে গুণ

[illegible] মহত্তত্ত্ব = 'আমি এই প্রত্যয়মাত্র, পুরুষ অভিন্ন। হেতু—

তৎপরে অহংকার, উহা আমির [illegible] এবং প্রকাশিতের

[illegible] মন — সঙ্কল্পবিকল্পাদি, [illegible] হেতু—

এই তিনটি অন্তঃকরণ। উহাদিগের [illegible] যথা—

মহত্তত্ত্ব	= [illegible]	= বিষয়গ্রহ,
অহংকারের	= অভিমান	= বিষয়চা[illegible]
মনের	= আবরণ	= বিষয়ধারণ

[illegible] বিষয় যোগে অন্তঃকরণের যে পরিণাম হয়, তাহা

নাম অবস্থাবৃত্তি। অবান্তর ভেদ সহিত শক্তিবৃত্তি যথা—

	সাত্ত্বিক (প্রখ্যা হইতে)	সাত্ত্বিক রাজস (প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি হইতে)	রাজস (প্রবৃত্তি হইতে)
	প্রমাণ ২৪	অনুভব ২৮	চেষ্টা ৩০
সাত্ত্বিক	প্রত্যক্ষ ২৫	বোধসংস্কার (স্মৃত্যাদি)	সঙ্কল্প ৩০
রাজস	অনুমান ২৫	চেষ্টাসংস্কার ২৯	কল্পনা ৩১
তামস	আগম ২৬	স্থিতিসংস্কার ২৯	অনবধানচেষ্টা

নবটী অবস্থাবৃত্তি ১৫ যথা—

	সাত্ত্বিক	রাজস
বোধগত	= সুখ [illegible]	দুঃখ
চেষ্টাগত	= রাগ	দ্বেষ
ধারণগত	= [illegible] ৩০	মূঢ়

[illegible] = সদ্ব্যবসায় [illegible], অনুব্যবসায় [illegible]

[illegible] বাহ্যভাবের সম্পর্ক হেতু অন্তঃকরণের যে পরিণাম হয়, তা[illegible]

	সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক রাজস	রাজস
জ্ঞানেন্দ্রিয় [illegible] ২৭ — শ্রবণ	ত্বক্	চক্ষু
কর্মেন্দ্রিয় [illegible] — বাক্	পাণি	পাদ

র ভোক্তা = অবিকারী হেতু। ১-১০।১২০

ক্তভাবে, কোথাও অব্যক্তভাবে বর্তমান) ১০ ১২

াকলের ব্যক্ততা হয়। ১৫।১৬।৬৪

সাত্ত্বিক। ১৬।১২৪

বিবরণকারক, ক্রিয়াশীল হেতু রাজস। ১৮।১২৫

তামস। ১৮।১২৬

াশ = প্রখ্যা ১৯

ান = প্রবৃত্তি ২০

ণ = স্থিতি ২০

বিরূপদ্রষ্টা = অন্তঃকরণের চৈতন্যের উপলব্ধি
= দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য
= গ্রহীতা

া চিত্ত। তাহার পাঁচটি শক্তিবৃত্তি ও

রাজস তামস	তামস
(প্রবৃত্তি ও স্থিতি হইতে)	(স্থিতি হইতে)
বিকল্প ৩২	স্মৃতি ৩৪
॥	।
বস্তুবিকল্প ৩৩	বোধ্যস্মৃতি ৬৪
ক্রিয়াবিকল্প ৩৩	কার্য্যস্মৃতি ৩৫
অভাববিকল্প ৩৩	বদ্ধভাবস্মৃতি

তামস
মোহ
অভিনিবেশ
নিদ্রা

অপবিদৃষ্টব্যবসায় (স্মরণ)।

হা বাহ্যকরণ। উহারা যথা—

রাজস তামস	তামস
রসনা	নাসা ৩০
পায়ু	উপস্থ
অপান ৪৭	সমান ৪৮

অস্মিতাত্মক—অস্মিতা = চিত্ত ও ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত অন্তঃকরণ। উহার দ্বিবিধ পরিণাম
প্রবাহ—উর্দ্ধস্রোতস্বিনী বিদ্যা + অর্বাক্‌স্রোতস্বিনী অবিদ্যা
= গ্রহণ



सांख्ययोगाचार्य-श्रीमत्-हरिहरानन्द-स्वामि-कृतः

सांख्यतत्त्वालोकः

तत्त्वनिदिध्यासनगाथा-महायोगेश्वरस्तोत्रादि-समेतः

कापिलाश्रमात् वितरणार्थं

श्रीमत् स्वामि-सच्चिदानन्द-आरण्येन प्रकाशितः ।

শ্রী ______________________________

______________________________ কে উপহৃত হইল।

সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীমৎ-হরিহরানন্দ-স্বামি-বিরচিত

সানুবাদ সাংখ্যতত্ত্বালোক

তত্ত্বনিদিধ্যাসনগাথা, মহাযোগেশ্বরস্তোত্র, সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকার, তত্ত্বসাধনের সমবায় ও বিশ্লেষ-
প্রণালী, কর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমেত

সুধী-সমাজে বিতরণার্থ কাপিলাশ্রম হইতে
শ্রীমৎ-স্বামী সচ্চিদানন্দ আরণ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
(কাপিলাশ্রম, নয়াসরাই পোষ্ট, হুগলি।)

কলিকাতা

(২৪, গিরিশ বিদ্যারত্নস্ লেন্,) গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ কৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৬০, ইং ১৯০৩।

1707

সূচী।

অশুদ্ধ		পৃষ্ঠা	পংক্তি
সর্ব্বসঙ্কুল্যা	সিদ্ধাসাধনঃ সর্ব্বসঙ্কুল্যা	৫	৭
কারণবর্গে	করণবর্গে	৫	২১
বিষয়স্বরূপ	বিষয়সরূপ	৫	২৬
প্রত্যক্ষ	অনুমান	২৫	৯
বাস্তবতা	বাস্তববিষয়তা	২২	২২
চিদাত্মন।	চিদাত্মন	৪৫	৫
আশ্রয়দ্রব	আশ্রয়দ্রব্য	৫৫	১৬
সত্ত্বাত্মধর্ম্ম	সত্ত্বাত্মধর্ম্ম	৫২	৯
প্রকাশ্যধর্ম্ম	প্রকাশধর্ম্ম	৫২	২১
জগৎ.	সূক্ষ্ম	৫৫	৩
জগতের হইয়াছে	স্বপ্নসৃষ্টি বা চিত্তভাববিশেষ হয়।	৫৫	১৪
অতত্ত্ব	তত্ত্ব	৮১	২৪
লয়	হয়	৫২	৪
কিন্তু	কিঞ্চ	১১২	৯
সংহতি	সংহৃতি	১১২	২১
অব্যক্তের	অনাত্ম অব্যক্তের	১২৪	১১
ব্যক্তির	ব্যক্তি	১৪১	৭
শ্রেণীত্রয়ের	শ্রেণীচতুষ্টয়ের	১৫১	১৭
১২০ পৃষ্ঠ	১০৩ পৃষ্ঠ	১৫৫	২০
শয্যাসংস্থো	শয্যাসনস্থো	১৫৫	৪
সমাপ্তি-ক্রিয়া	প্রকৃতি-ক্রিয়াবিধ্যাম্	সবিশেষ-তত্ত্বনির্দ্দেশ	১৪

০।৮।

উপক্রমণিকা।

যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকস্থ পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন। তাঁহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংরাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুণত্রয় সাংখ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর পদার্থ। তাহাদের স্বরূপ পাঠকের মনে স্ফুট রূপে ধারণা না হইলে, সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুরূহ হইবে। অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার ক্রিয়া না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদিরা সমস্ত এক একপ্রকার ক্রিয়া, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থার পর আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম ক্রিয়া, এই লক্ষণে বাহ্য ও আন্তর সব ক্রিয়াই পড়িবে। Prof Begelow তাঁহার Popular Astronomy তে বলিয়াছেন যে, Force, Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous *transfer of energy*." তিনি আরও বলেন, "Energy is the *great unknown entity*, and its existence is recognized only during its *state of change*." সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার ইহাকে বলেন, "রজসা উদ্ঘাটিতঃ", রজঃ বা ক্রিয়াশীলতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রথমতঃ 'জড় পদার্থ'কে 'Unknown Entity' বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত 'পূর্ব্বসংস্কার' ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ব্ববোধের হেতুভূত বাহ্য ও আন্তর এক ক্রিয়াশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের রজঃ। ইংরাজীতে উহাকে Mutative Principle বলা যাইতে পারে। সমস্ত ক্রিয়ার একটী পূর্ব্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে, তাহাকে Conserved বা Potential State বলে। বোধের শেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কের, সুতরাং মস্তিষ্কে (বা জড়পদার্থে) বোধ হেতু ক্রিয়ার Potential State বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের তমঃ। (সাংখ্যমতে মস্তিষ্ক ও মন মূলতঃ একজাতীয়) সুতরাং তমকে Insentient বা Conservative Principle বলা উচিত। সেই মস্তিষ্কনামক 'বিশেষপ্রকারের Potential Energy বা Conservative Principleএর যখন পরিণাম বা Transfer of Enregy বা Change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব Conservation এবং Mutation নামক অবস্থার শেষ ফল

বোধ বা Sentient State. জড়তা ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে পর এই যে বুদ্ধভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল সত্ত্ব। তাহাকে Sentient Principle বলা যাইতে পারে। অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা অনাত্মভাব বলা যায়, তাহাতে আমরা Sentient, Mutative ও Conservative এই তিনপ্রকার Principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অনুবাদকগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে Good, Indifferent, Bad প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করাতে শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ সকল এইরূপ হাস্যাস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তেই এই তিন তত্ত্ব পাইবে। রসায়নের Elementএর ন্যায় উহা সাংখ্যের মূল অনাত্মসম্বন্ধীয় Element. ঐ বিভাগ অতীব সবল এবং উহা খাটাইয়া সমস্ত অনাত্মভাব বিচার করিলে একরূপ সুন্দর সঙ্গতি হয়, যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ যাহা Potential বা Conservative Stateএ থাকে, তাহাই Mutative Stateএ (Kinetic বলিলে গতি বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই Mutative শব্দ প্রযোজ্য) আসিয়া Sentient Stateএ যায়। Potential State দুই প্রকার, সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ (১১৮পৃ.) বা Differentiable ও Indifferentiable যাহা Absolutely indifferentiable Potential state of Non self existences, তাহাই সাংখ্যীয় প্রকৃতি। উহার নামান্তর অব্যক্ত বা Unknowable Entity. তাহার ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিনপ্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—Sentient, Mutable, ও Conservative পাশ্চাত্যগণ Mutable ও Conservative এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যগণ Sentient অবস্থাও ধরেন। বিষয় বা Knowable পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান জ্ঞেয় বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা Sentient P প্রধান, রূপে Mutative P প্রধান এবং গন্ধে Conservative P. প্রধান (৫৬ পৃঃ)। স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্যস্থ, এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। যেমন লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যস্থ ও মিলনজাত, তদ্রূপ। করণশক্তি বিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে Sentient P প্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে Mutative P. প্রধান এবং প্রাণে Conservative P. প্রধান, কারণ শরীর বস্তুতঃ প্রাণিদের Potential Energy যেহেতু স্নায়ুপেশ্যাদির বিশ্লেষণ বা Mutation হইলে বোধচেষ্টাদি হয়।

চিত্ত বিচারে দেখা যায়, প্রমাণ, চেষ্টা ও ধৃতি বা Cognition, Action and Retention প্রধান এবং তাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধান বৃত্তি। অনুভব করণগত ভাববোধ (কতকটা Feeling) এবং বিকল্প বা Vague Ideation মধ্যস্থ বৃত্তি। প্রমাণাদির অবান্তর ভেদও ঐপ্রকার। প্রমাণ= প্রত্যক্ষ বা Perception, অনুমান বা Inference এবং আগম বা Transference (Transferred Cognition) (২৬ পৃষ্ঠা)। অনুভব=জ্ঞানসহগত, যেমন Recollection, চেষ্টাসহগত বা Muto-esthetic বা Kine æsthetic অনুভব এবং শারীর বা General Sensibility চেষ্টা=সঙ্কল্প বা Volition, কল্পনা বা Imagination এবং অবধান বা Attention বিকল্প=বস্তুবিষয়, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিষয়, Positive, Predicative ও Negative Terms হইতে যে অবস্তুবিষয়ক (Inconceivable) চিত্তভাব বা Vague Ideation হয়, তাহাই ঐ তিন। ধৃতি=বোধধৃতি, চেষ্টাধৃতি ও বদ্ধভাবধৃতি অর্থাৎ Retention of Objective Sensations, Actions and Insentient States (যেমন নিদ্রাদির)।

সুখাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনায় বোধ স্ফুট, কিন্তু বোধজনক ক্রিয়া বা Stimulation বেশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে, তাহাতে সুখ হয়। Over-stimulation বা ক্রিয়াভাব বেশী থাকিলে তাহাতে দুঃখ হয়। মনে কর শারীর পীড়া বা Pain, শরীরের যে General Sensibility আছে, তাহা কোন আগন্তুক কারণে (যেমন দেহের মধ্যে Uric acid অথবা Microbe) over-stimulated হইলে অর্থাৎ Nerves of General Sensibility সকলের অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ Stimulation পাইলে সুখ হয়। তজ্জন্য সুখে সত্ত্ব বা Sentient P. প্রধান এবং Mutative P. কম। আর দুঃখে Mutative P প্রধান এবং তত্তুলনায় Sentient P. কম। তমঃ বা Insentient বা Conservative Principle বেশী যে অবস্থায়, তাহার নাম মোহ বা Insentience

মূলান্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ=Cognizor of Non-self Existences. তাহাতে অবশ্য Sentient P. বা সত্ত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে অহঙ্কার=Faculty which indentifies Self with Non Self জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতাতে একপ্রকার ছাপ, যাহাতে জ্ঞাতা 'অনাত্মের জ্ঞাতা' হয়। এই

অনাত্মের ছাপ আত্মাতে লওয়া Afferent Impulse নামক ক্রিয়াশীলতার মূল। ইহা হইতে "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ অভিমান হয়। 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমানে আত্মভাব কোন Conserved অনাত্মভাবকে (যেমন ক্রিয়াস স্বাব, Muscle প্রভৃতি) উদ্রিক্ত করে, তাহাই Efferent Impulseএর মূল। তজ্জন্য অহঙ্কারে রজঃ অধিক। মনঃ—অশেষের স্বাধার অর্থাৎ General Conservator of all Energies অপরাপর সমস্ত জৈব শক্তি মনোনামক সামান্য শক্তির বিশেষ। সমস্ত চিত্তক্রিয়া আবার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারাও তিনজাতীয়, যথা সদ্ব্যবসায় বা Reception, অনুব্যবসায় বা Reflection এবং রূদ্ধব্যবসায় বা Retentive Action অনাত্মভাব দুইপ্রকার, গ্রহণ বা Subjective এবং গ্রাহ্য বা Objective তন্মধ্যে গ্রহণে তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (Sensibility), প্রবৃত্তি (Activity) ও স্থিতি (Retentiveness) হয় এবং গ্রাহ্যে বোধ্যত্ব (Knowability), ক্রিয়াত্ব (Mobility) ও জাড্যত্ব (Inertia) হয়।

যখন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্য বা Equilibrium হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়াদি থাকে না, সুতরাং তখন বাহ্য জ্ঞাতৃত্বভাব থাকে না, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানে। তাদৃশ নিজেকেই নিজে জানা ভাব বা Pure Self বা Self-cognitive Principle সাংখ্যের পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ আর বিশ্লেষ যোগ্য নহে বলিয়া তাহারা নিত্য অনাদিসিদ্ধ পদার্থ বা Self existent স্থানাভাবে এই প্রণালীর দ্বারা বিস্তৃতভাবে বুঝান গেল না, কিন্তু ইহাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণত্রয় সম্বন্ধে স্ফুট ধারণা হইবে আশা করা যায়। রসায়নের Element সকল দ্বারা অল্পপ্রণালীতে যেরূপ রাসায়নিক দ্রব্যের তত্ত্ব বুঝান হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারাও যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ বুঝান যাইতে পারে। যথা—পুরুষ + স৹ + র, + ত, = বুদ্ধি, পু + স, + র৹ + ত, = অহঙ্কার ইত্যাদি। অন্ত:করণত্রয়কে Baseস্বরূপ লইয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকলকেও ঐরূপে বুঝান যাইতে পারে।

অনাদিসিদ্ধ পুংপ্রকৃতির সংযোগজাত আমরাও (করণযুক্ত) অনাদি বর্ত্তমান,—

"নিত্যান্যেতানি সৌক্ষ্ম্যেণ হীন্দ্রিয়াণি তু সর্ব্বশঃ।
তেষাং তুতৈরপচয়ঃ সৃষ্টিকালে বিধীয়তে॥"

অনাদি বর্ত্তমান হইলেও বন্ধঃ বা ক্রিয়াংশ ভাবের দ্বারা এতন্নিমিত্ত আমাদের স্বরূপ নষ্ট [illegible] হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মের দ্বারা আমাদের সেই [illegible] আবৃত [illegible] সামর্থ্য আছে, তাহা করিয়া যদি আমরা [illegible] বাড়াই, তবে [illegible] লাভ করিতে পারি। আর যাহার [illegible] সেই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] 'আত্মানন্দ' যদি সাক্ষাৎ করিতে পারি, [illegible] করি।

ওঁ

सांख्यतत्त्वालोकः ।

यथा कलावशिष्टोऽपि शशी राहुपप्लुतः ।
तारकादखिलात्सम्यक् प्रोज्ज्वलश्च तमोऽपहः ॥
कालराहुसमाक्रान्तमपि तद्वद्विभाति यत् ।
सर्व्वतीर्थेषु शास्त्रन्तद्वक्तारं कपिलं नुमः ॥
तत्त्वानि कुसुमानीव धीरधीमधुपन्मुदम् ।
दधन्ति परिशोभन्ते सांख्यारामे हि कापिले ॥
विभक्तियुक्तिशीलत्रिगुणसूत्रेण यो मया ।
तत्त्वप्रसूनहारोऽयं ग्रथितः संयतात्मना ॥
ललामकं स एवास्तु वीर्य्यशीलस्य योगिनः ।
महामोहं विजेतुं यः प्रस्थितो योगवर्त्मनि ॥

সাংখ্যতত্ত্বালোক ।

অনুবাদ ।

যেমন তমোহপহ শশধর রাহুগ্রস্ত হইয়া কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও সমস্ত তারকা অপেক্ষা সম্যক্ প্রোজ্জ্বলরূপে বিভাত হন, সেইরূপ কালরাহুর দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াও যে শাস্ত্র অন্য সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে প্রভাসিত হইতেছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রবক্তা কপিল ঋষিকে স্তুতি করি।

ধীরগণের চিত্তরূপ মধুকরের আনন্দ বিধানপূর্ব্বক তত্ত্বরূপ কুসুম সকল কপিলর্ষিকৃত সাংখ্যোদ্যানে পরিশোভিত হইতেছে।

সংযোগবিভাগশীল ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণরূপ সূত্র, পক্ষে তিনতারযুক্ত সূত্র) আমি সংযতাত্মা হইয়া এই তত্ত্বপুষ্পহার গ্রথিত করিয়াছি।

মহামোহ জয় করিতে যে বীর্য্যশীল যোগী যোগপথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার ইহা ললামক বা মস্তকভূষণ মাল্যস্বরূপ হউক।

माल्यन्यस्तप्रबाला हि शोभासंवृद्धिहेतव ।
मयस्तावान्तरा भेदा येऽस्तु तेषा तथा गति ॥

असंवेद्यश्चक्षुरादिकरणैरस्मत्पदार्थं । सोऽर्थं अस्मीति भावे नैवावबुध्यते । तादृगात्मनैवात्मावबोध स्वप्रकाश । स्वप्रकाशो वैषयिकप्रकाशश्चेति द्विविध प्रकाश । तत्र वैषयिकप्रकाशो बुद्धिसमाह्वयो ज्ञाताज्ञातविषय । स्वप्रकाशस्तु सदाज्ञातविषय बुद्धेरपि प्रकाशकत्वात् । यथाहुश्चेतनावदिव लिङ्गमिति ॥ १ ॥

व्युत्थाने चित्तस्य क्षिप्रपरिणामित्वाच्चञ्चलाम्भोगतसूर्य्यबिम्बस्य

মাল্যেতে বিন্যস্ত নবপল্লব সকল (পুষ্পহারের) শোভা বৃদ্ধি করে। তত্ত্ব সকলের মধ্যে আমার দ্বারা যে অবান্তর ভেদ সকল বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদেরও সেইরূপ গতি হউক, অর্থাৎ তাহারাও তত্ত্বহারের শোভা বৃদ্ধি করুক।

অস্মদ্ বা আমি পদের যাহা অর্থ তাহা চক্ষুরাদি করণবর্গের দ্বারা জানা যায় না। সেই অর্থ আমি এইপ্রকার আন্তর ভাবের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাদৃশ আপনার দ্বারা আপনাকে জানার নাম স্বপ্রকাশ। প্রকাশ দ্বিবিধ স্বপ্রকাশ ও বৈষয়িক প্রকাশ। তন্মধ্যে বুদ্ধিনামক বৈষয়িক প্রকাশ জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় আর স্বপ্রকাশ সদাজ্ঞাতবিষয় * যেহেতু তাহা প্রকাশশীল বুদ্ধিরও সদাপ্রকাশক। যথা উক্ত হইয়াছে, "বুদ্ধি পৌরুষচৈতন্যের সম্পর্কে চেতনের ন্যায় হয় ॥ ১ ॥

ব্যুত্থান বা বিক্ষেপাবস্থায় চিত্তের ক্ষিপ্রপরিণাম হইতে থাকে বলিয়া স্বপ্রকাশভাবে অবস্থান হয় না; যেমন চঞ্চল বা তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্য্যবিম্বের স্বরূপ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ। অর্থাৎ এক বৃত্তির পর আর এক বৃত্তি

---

* বুদ্ধির প্রকাশ্য বিষয় রূপাদি কতক জ্ঞাত ও কতক অজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ বা দ্রষ্টার দৃশ্য বিষয় যে বুদ্ধি তাহা সদাজ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধির সর্বদা যে প্রকার পরিণাম বা বৃত্তি হউক না কেন সর্বত্র সেই তাহা কেবল স্ব প্রকাশ বা চিদাত্মা দ্রষ্টার নিকট জ্ঞাত হয়। ইহা দ্র উক্ত হইয়াছে।

देशावस्थानभेदादाकारभेदाख्यपरिणामः लाक्षणिकः॥ ३॥

असंयोगजत्वात् स्वचैतन्यस्य नास्त्यौपादानिकपरिणामः। असीमत्वाच्च नास्ति लाक्षणिकपरिणामो गत्याकारभेदादिरूपः। अद्वैतभानात्मकत्वात् स्वचैतन्यमसीमम्। यथाहुः "चितिशक्तिः शुद्धा चानन्ता चापरिणामिनी चेति"। अपरिणामित्वात् कालेनाव्यपदिष्टः पुरुषः। बोधस्वरूपत्वाच्च नासौ देशव्यापी। देशव्यापित्वं बाह्यधर्मः नत्वध्यात्मधर्मः। देशाश्रयपदार्थाः साव-

সকল পূর্ব্বাবস্থিতিস্থান হইতে ভিন্ন স্থানে স্থিতি করিলে আকারভেদ-নামক যে পরিণাম হয়, তাহা লাক্ষণিক (সেইরূপ কালাবস্থান-ভেদে নব ও পুরাণ বলিয়া যে পরিণাম বা ভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও লাক্ষণিক)॥ ৩॥

অসংযোগজ বলিয়া স্বচৈতন্যের ঔপাদানিক পরিণাম নাই। আর অসীমত্ব-হেতু গতি * ও আকার ভেদ-রূপ লাক্ষণিক পরিণাম স্বচৈতন্যের নাই। স্বচৈতন্য কেন অসীম?—না, অদ্বৈতভানস্বরূপ বলিয়া। অর্থাৎ একাধিক পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বলিয়া প্রতিভাত হয়; স্বচৈতন্য-ভাবে অবস্থানকালে যখন আত্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পারে না, তখন সেই আত্মবোধ কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে? এবিষয়ে (যোগভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে, "চিতিশক্তি শুদ্ধা, অনন্তা ও অপরিণামিনী"।

উক্ত দ্বিবিধপরিণামশূন্য বলিয়া পুরুষ কালের দ্বারা অব্যপদিষ্ট। পরিণম্যমান অন্তঃকরণ-বৃত্তির দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। এইক্ষণে এক বৃত্তি আছে, পরক্ষণে আর এক বৃত্তি উঠিল, পরক্ষণে আর এক, এইরূপে ক্ষণ সকলের আনন্তর্য্যরূপ কাল চিত্তপরিণামের দ্বারা (সেই পরিণাম স্বগত হইতে পারে, বা বাহ্যকৃত হইতেও পারে) অনুভূত হয়। আত্মাবোধের কোন পরিণাম নাই বলিয়া তাহা কালব্যপদেশ্য নহে। আর বোধস্বরূপ বলিয়া তাহা দেশব্যাপী নহে। কারণ, দেশব্যাপিত্ব বাহ্যপদার্থের ধর্ম্ম, অধ্যাত্মভাবের ধর্ম্ম নহে †, (সুতরাং তাহা আত্মপদার্থে থাকিতেই পারে না)। কিন্তু দেশাশ্রয় পদার্থ-

* গতিও লাক্ষণিক পরিণাম, কারণ তাহাতে পূর্ব্বদেশ হইতে দেশান্তরে স্থিতি হইতে থাকে।

† রূপাদি বাহ্য বিষয়ই দেশাশ্রিত বা বিস্তারাদিযুক্ত। ইচ্ছা-ক্রোধাদি আন্তর ভাব

बहुत्वे ससीमत्वमित्युत्सर्गो निरपवाद. देशाश्रिते बाह्य-पदार्थे। अदेशाश्रिते ज्ञपदार्थे तदुत्सर्गस्यापवाद । ज्ञपदार्थ-श्चोत्तरोत्तरकालभाविभि परिणामै ससीमो भवति। अपरि-णामित्वाद्द्वैतभानशून्यत्वाच्च पौरुषबोधे सीमाकारकहेत्वभाव ॥५॥

एतस्मादेतत्सिध्यति। परमार्थदृशि देशव्यापित्वाभावात्, व्यवहारदृशि व्यापीत्युक्ते ग्राह्यवद्देशाश्रयदोषप्रसङ्गात्, तथा च बहुत्वेऽपि ज्ञपदार्थस्य ससीमत्वदोषाभावात्, सर्व्वतस्तुल्यो बहुपुरुष

(বলিতে পার বহু বস্তু থাকিলে তাহারা সকলেই সসীম হইবে, সুতরাং বহু পুরুষ থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে কখনও অসীম হইতে পারে না। তাহার উত্তর এই।) "বহু হইলে সসীম হইবে" এই নিয়ম দেশাশ্রিত বাহ্যপদার্থের পক্ষে সর্ব্বথা খাটে। কারণ, বাহ্যপদার্থ দেখিয়াই ঐ নিয়ম হয়। দেশাশ্রয়শূন্য জ্ঞপদার্থে ঐ নিয়মের অপলাপ হয়। জ্ঞপদার্থ উত্তরোত্তর কালজাত পরিণামের দ্বারা সসীম হয়, অর্থাৎ বাহ্যপদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকাতে সসীম হয় বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত বলিয়া সেরূপ হয় না। তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ এক জ্ঞানের পর আর এক, তৎপরে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণম্যমান হইয়া উদিত হইলে, সেই এক একটী জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ পরিণাম নাই বলিয়া, এবং দ্বৈতভানশূন্যত্বহেতু (অর্থাৎ "আমি ও উহা" এই বোধশূন্যত্বহেতু), পৌরুষবোধে সীমাকারক কোন হেতু নাই॥ ৫॥

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—পরমার্থদৃষ্টিতে বা কৈবল্যভাবে পুরুষের দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া, * আর ব্যাপী বলিলে ব্যবহারদৃষ্টিতে পুরুষে রূপাদির ন্যায় দেশাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া, † আর বহু হইলেও জ্ঞপদার্থের সসীমত্ব হয় না বলিয়া, সর্ব্বথা তুল্য বহু পুরুষ বিদ্যমান আছে এই

---

* কারণ, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত।

† দেশ বা বিস্তারজ্ঞান এবং রূপাদিবিষয়জ্ঞান অবিনাভাবী। রূপাদির সহিত ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তি বা প্রসারজ্ঞানের সহিত রূপাদির জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। রূপাদি ত্যাগ করিলে প্রসারজ্ঞান থাকে না।

ইতি যুক্তঃ প্রবাদ ইতি। শ্রুতিশ্চাত্র—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্‌।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

ননু "একমেবাদ্বিতীয়"মিত্যাদিশ্রুতিষ্বাত্মন একসংখ্যকত্ব-মেবোদ্দিষ্টমিতি চেন্ন, তাসু আত্মনি দ্বৈতভানশূন্যত্বং পুরুষাণামেক-জাতিপরত্বং বোধ্যং ন সংখ্যৈকত্বম্‌। তথা চ সূত্রম্‌—"নাদ্বৈতশ্রুতি-বিরোধো জাতিপরত্বাদিতি।" "একো ব্যাপী"ত্যাদিশ্রুতিষ্বীশ্বরো-পাধিকস্যাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনার্থমেবোক্তা। ন তাঃ শ্রুতয় আত্মনঃ স্বরূপাবধারণপরাঃ। যথাহুঃ—"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা

প্রবাদ বা সুসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"বহু প্রজা সৃজনকারিণী সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এক অজা প্রকৃতিকে কোন এক পুরুষ তদ্দারা সেব্যমান হইয়া অনুশয়ন (উপভোগ) করেন, আর অন্য কোন পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করেন" ॥ ৬ ॥

যদি বল "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার একসংখ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। সেই সব শ্রুতিতে আত্মাতে দ্বৈতভানশূন্যত্ব অথবা পুরুষ সকলের একজাতিপরত্ব উক্ত হইয়াছে, সংখ্যৈকত্ব উক্ত হয় নাই। সাংখ্যসূত্র যথা—"অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুষ সকলের একজাতিপরত্ব উক্ত হইয়াছে"। যদি বল, "একব্যাপী" ইত্যাদি শ্রুতিতে একত্ব ও সর্ব্বদেশব্যাপিত্ব আত্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, সেই সব শ্রুতিতে ঈশ্বরত্বোপাধিক আত্মার উপাসনার্থ প্রশংসা উক্ত হইয়াছে। সেই সব শ্রুতি আত্মার স্বরূপনির্ণয়পরা নহে, ঐশ্বর্য্যপ্রশংসা-পরা মাত্র। বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্র যথা—"(তাদৃশী শ্রুতি) মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের

ह्युपास्या वा सिद्धस्येति।" ईश्वरविलक्षणस्य पुरुषतत्त्वस्य स्वरूपावधारणपरा श्रुतिर्यथा—"अदृष्टमव्यवहार्य्यमग्राह्यमलक्षण-मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेय इति। तथा च—

"यस्मै कर्णौ यतो यस्मै चक्षुर्वा
इदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत्।
यस्मै मनश्चरति दूर आधीः
किंस्विद्वक्ष्यामि किमु नु मनिष्ये॥" इति।

अत आत्मनो विस्तारादिसर्व्वग्राह्यधर्म्मशून्यता बहुता च सिद्धा॥ ७॥

উপাসনপরা" *। ঈশ্বরবিলক্ষণ পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতি যথা—"যিনি অদৃষ্ট (বুদ্ধীন্দ্রিয়াতীত), অব্যবহার্য্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়াতীত), অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য (দৈশিক ও কালিক ব্যপদেশশূন্য), একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্য, প্রপঞ্চের অতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, চতুর্থ (বিশ্ব, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরতত্ত্ব এই তিনের অতীত) বলিয়া সম্মত হন, তিনিই আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়"। অন্য শ্রুতি যথা—"হৃদয়ে যে জ্যোতি আহিত রহিয়াছে, আমার কর্ণ ও চক্ষু (অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ) তাঁহার বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে পারে না, আমার মন তাঁহার বিপরীত দিকে দূরে বিচরণ করে, অতএব তদ্বিষয়ে কি বা বলিব, আর কি বা মনে করিব?" অতএব আত্মার বা পুরুষ-তত্ত্বের বিস্তারাদি সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্যধর্ম্মশূন্যতা এবং বহুতা সিদ্ধ হইল॥ ৭॥

---

* সাংখ্যসম্মত অনাদি, মুক্ত জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ ঈশ্বর বা মোক্ষতত্ত্ব অথবা সাম্প্রত সমাধিসিদ্ধ মহদাত্মনাম্ক কারণপরায়ণ, প্রকৃতিলীন, সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব যুক্ত, ব্রহ্মলোকস্থ ঈশ্বরগণের উপাসনার্থ অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য যোগ করিয়া শ্রুতি প্রশংসা করিয়াছেন। তাদৃশ ঈশ্বরোপাসনা আশু সমাধিপ্রদ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (যোগসূত্র)।

व्युत्थितायां निरुद्धायां वा चित्तावस्थायां पुरुष एकरूपेणा-वतिष्ठते। इन्द्रियवाहितं विषयज्ञानहेतुचाञ्चल्यं पुरुषसन्निधौ बुद्धौ प्राकाश्यपर्यवसानं लभते। भेदविकाराविन्द्रियादिस्थितौ, नास्ति तयोः पुरुषतत्त्वासादनोपायः। यथाहुः—"फलमविशिष्ट-

---

পুরুষতত্ত্ব আরও স্পষ্টরূপে বিচারিত হইতেছে। ব্যুত্থিত কিংবা নিরুদ্ধ এই উভয় চিত্তাবস্থাতেই পুরুষ একভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ মনে হইতে পারে, নিরোধাবস্থাতেই পুরুষ অপরিণামী থাকিতে পারেন, কিন্তু বিক্ষেপাবস্থায় পরিণামী হইবেন। তাহা নহে, কেন না, ইন্দ্রিয়বাহিত যে চাঞ্চল্য বা উদ্রেক বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা পুরুষের সান্নিধ্যে বা বুদ্ধিতে যাইয়া প্রাকাশ্য-পর্যবসান লাভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই ঐন্দ্রিয়ক উদ্রেক প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। ভেদ ও বিকার করণবর্গে সংস্থিত, তাহাদের পুরুষতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় নাই *। যথা উক্ত হইয়াছে—"ফল অবিশিষ্ট চিত্তবৃত্তির

---

* বুদ্ধিতত্ত্বে যাইয়া বিষয় প্রকাশিত হয়, বা যেখানে বিষয় প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধি-তত্ত্ব। সেইপর্যন্তই বিকার বা পরিণাম থাকে। তদতিরিক্ত স্বচৈতন্য বুদ্ধির প্রকাশক, তাহাতে বৈষয়িক চাঞ্চল্য যাইতে পারে না। বুদ্ধিতে পরিণাম থাকিলেও তাহা একরূপ অর্থাৎ অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করার প্রবাহস্বরূপ, যাহা বুদ্ধিসমীপে যায় তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই 'যাহা,' "তাহা" বুদ্ধিতে থাকে না তাহারা ইন্দ্রিয়াদিতে থাকে। মনে কর, হস্তে সূচী বিদ্ধ হইল, যদিচ সেই পীড়া মস্তিষ্কে যাইয়া প্রকাশিত হয়।(কারণ হস্ত ও মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগ ছেদ করিলে পীড়ার বোধ রহিত হয়), কিন্তু মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিস্থানে পীড়া হয় না। হস্তেই পীড়া হয়। সেইরূপ চক্ষু কর্ণাদিতে রূপাদি জ্ঞানের ভেদ উপলব্ধি হয়, মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধি বা প্রকাশের মূল স্থানে তাহা উপলব্ধ হয় না। নানাপ্রকৃতির বৃত্তিভেদ বুদ্ধির নিম্নস্থ করণবর্গেই অবস্থিত। আমিত্বরূপ স্বরূপবুদ্ধিতে একজাতীয় প্রকাশশীল বৃত্তি সকলই উঠে। বুদ্ধির প্রকাশপরিণাম একজাতীয়ত্ব হেতু পুরুষ পরিণামী হন না। কিন্তু বিষয়াখ্য চাঞ্চল্যের শেষাবস্থা বিষয়বোধরূপ প্রকাশ সেই প্রকাশ বুদ্ধিতেই শেষ হয় সুতরাং পুরুষে তাহা যাইতে পারে না। দীপ, আলোক ও আলোকিত দ্রব্যের দৃষ্টান্ত (পাঠক মনে রাখিবেন ইহা উদাহরণ নয়, দৃষ্টান্তমাত্র) এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে। দীপ পুরুষসদৃশ, আলোক বুদ্ধিসদৃশ ও নীল পীতাদি দ্রব্য বিষয়স্বরূপ।

चित्तवृत्तिबोधः" इति। यथा विभिन्ने वर्त्तितैले दीपशिखामासाद्यैकत्वं प्राप्नुतः तथेन्द्रियेषु भिन्नरूपेणावस्थिता विषयाः बुद्धौ निर्व्विशेष प्राकाश्यपर्य्यवसानरूपमैक्यतामाप्नुयुः। तस्मात् पुरुषस्य साक्षिद्रष्टृत्वं बौद्धविषयस्य च निर्विशेषदृश्यत्वमिति सम्बन्धः सिद्धः॥ ८॥

निरोधसमाध्यभ्यासाच्चित्तेन्द्रियाणां प्रविलयेऽस्मत्प्रत्ययस्य स्वचैतन्यभावेन निर्विप्लवावस्थानदर्शनात्तदेवास्मत्प्रत्ययस्याबितथ-स्वरूपम्। तदा लीनानि चित्तेन्द्रियाण्यव्यक्तभावेनावतिष्ठन्ते। सोऽव्यक्तभावः प्रकृतिः। यथाहु:—

"अव्यक्तं चैत्रलिङ्गस्य गुणानां प्रभवाप्ययम्।
सदा पश्याम्यहं लीनं विजानामि शृणोमि च॥" इति।

বোধ," অর্থাৎ ফল বা মানস ব্যাপারের শেষ, চিত্তবৃত্তি সকলের বিশেষশূন্য বোধ বা একইপ্রকার প্রকাশাবসায়। যেমন বিভিন্ন বর্ত্তি ও তৈল দীপশিখায় যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলে ভিন্নরূপে অবস্থিত বিষয় সকল, বুদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ প্রাকাশ্যপর্য্যবসানরূপ একত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব পুরুষের সাক্ষিদ্রষ্টৃত্ব এবং বৌদ্ধবিষয়ের (বুদ্ধিপ্রকাশ্য বিষয়ের) নির্ব্বিশেষদৃশ্যস্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল॥ ৮॥

নিরোধসমাধির অভ্যাস হইতে (যোগসূত্র ১।১৮ দ্রষ্টব্য) চিত্তেন্দ্রিয় প্রবিলীন হইলে অস্মদ্ প্রত্যয় স্বচৈতন্যভাবে নির্বিপ্লব বা অভগ্নরূপে অবস্থান করে বলিয়া, স্বচৈতন্যই অস্মদ্ প্রত্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ *। সেই চিত্তেন্দ্রিয়গণ লীন হইয়া অব্যক্তভাবে থাকে। সেই অব্যক্তভাবের নাম প্রকৃতিতত্ত্ব। যথা উক্ত হইয়াছে (ভারতে), "ক্ষেত্র বা উপাধির চরম গুণ সকলের প্রভব ও লয়-স্বরূপ অব্যক্তকে আমি সর্ব্বদা লীন বলিয়া দেখি, জানি ও শ্রবণ করি"। পুনশ্চ—"গুণ সকলের পরম রূপ কখনও দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ লীনা-

---

* অস্মদ্ প্রত্যয় বা বুদ্ধি ও দ্রষ্টার প্রতিসংবেদিত্ব থাকাতে তাহা (অস্মদ্-প্রত্যয়) বিরূপ দ্রষ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা (অগ্রে ইহা উক্ত হইয়াছে), করণবর্গ বিলীন হইলে "দ্রষ্টার স্বরূপে

"नाशः कारणलय" इति नियमात् चित्तेन्द्रियाणाञ्च तस्यामव्यक्तावस्थायां विलयदर्शनादव्यक्तन्तेषां मूलकारणम्। सविप्लवे निरोधे लीनानां चित्तादीनां पुनर्व्यक्ततामिदर्शनाद्-व्यवहारदृष्ट्यि सत्स्वरूपमव्यक्तम्, नासत सञ्जायत इति नियमात्। परमार्थदृष्टि च चिद्रूपेणावस्थानकालेऽव्यक्ततानतिक्रान्तेरसद्रूपा प्रकृतिः। यथाहु—"नि सत्तामत्त नि सदसत् निरस दव्यक्तमिति।" तस्माद्व्यवहारदृष्टि भावरूपेणाव्यक्तं विचार्य्यम्।

प्रधानविषयाः श्रुतयो यथा—

"इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः।

বহাই চরম রূপ (যোগভাষ্য)। স্বকারণেতে লয়ই নাশ, এই নিয়ম। আর অব্যক্তে চিত্তেন্দ্রিয়াদির বিলয় দেখা যায়, অতএব অব্যক্ত চিত্তেন্দ্রিয়াদির মূল কারণ। সবিপ্লব নিরোধে, অর্থাৎ যে নিরোধ ভঙ্গ হয় তাহাতে, অব্যক্তাবস্থা হইতে চিত্তেন্দ্রিয়াদির পুনশ্চ ব্যক্ততাপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্যবহারদৃষ্টিতে অব্যক্তকে সৎস্বরূপ বলিতে হইবে, কারণ অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর চিত্তাদির লয় হইলে দ্রষ্টার চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান হয়, সুতরাং পরমার্থদৃষ্টিতে চিত্তাদিরা কখনও অব্যক্ততা অতিক্রম করে না, তজ্জন্য পরমার্থদৃষ্টিতে অব্যক্তকে অসৎ বলা যাইতে পারে। যথা উক্ত হইয়াছে—"অব্যক্ত সত্তা ও অসত্তাশূন্য, সদসৎ নহে, এবং অসৎ নহে," অর্থাৎ পরমার্থদৃষ্টিতে চরিতার্থ হইলে সৎ নহে এবং ব্যবহারদৃষ্টিতে অসৎ নহে। অতএব ব্যবহারদৃষ্টিতে অব্যক্ত ভাবরূপে বিচার্য্য *।

প্রধানবিষয়ক শ্রুতি যথা—"অর্থ সকল ইন্দ্রিয়ের পর, মন অর্থের পরবস্থ,

---

অবস্থান হয়" (যোগসূত্র) তাহাই স্বরূপগ্রহীতা। পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সদৃশ) নয় এবং অসরূপ বিরূপও নহে (যোগভাষ্য ২।২)। বুদ্ধির পুরুষনাকাপ্য অথবা দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যহ ব্যবহারিক গ্রহীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

* এই বিষয় অনেক ধারণা করিতে না পারিয়া ব্যবহারদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে অসদ্রূপ বলিয়া বাতুলতা প্রকাশ করে।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः।
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः॥" इति।

महतः परस्याव्यक्तस्य स्वरूपं यथाह श्रुतिः—

"अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्।
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं
निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते॥" इति।

तथाच—"तद्धेद तदव्याकृतमासी"दिति। "तमो वा इदमेवाग्र आसीत् तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाती"ति च। परेण पुरुषार्थेनेत्यर्थः॥ ८॥

व्युत्थाने सक्रियेषु चित्तेन्द्रियेषु अस्मिभावस्य यो विकारभावः प्रतीयते स तस्य विरूपो व्यवहारिको ग्रहीता। उक्तञ्च—"सा चात्मना ग्रहीत्रा सह बुद्धेरेकात्मिका संविदिति तस्याञ्च ग्रहीतु-

---

মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির পর মহান্ আত্মা, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ"। মহতের পর পদার্থের স্বরূপ সেই শ্রুতিই (কঠ) অগ্রে বলিয়াছেন। যথা—"অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব, মহতের পর পদার্থকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়"। অন্য শ্রুতি যথা—"এই সমস্ত অব্যক্ত ছিল"। "অগ্রে তমঃ ছিল, তাহা পরের দ্বারা ঈরিত হইয়া বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়।" পরের দ্বারা অর্থাৎ পুরুষার্থের দ্বারা॥ ৯॥

ব্যুত্থানদশায় যখন চিত্তেন্দ্রিয় সক্রিয় হয়, তখন অস্মদ্-প্রত্যয়ের যে সক্রিয় বা পরিণামী ভাব প্রতীত হয়, তাহা অস্মদ্-প্রত্যয়ের বিরূপ, ব্যবহারিক গ্রহীতা। যথা উক্ত হইয়াছে—"সেই অস্মিতা, গ্রহীতা আত্মার সহিত বুদ্ধির একাত্মবোধ। তাহার মধ্যে (অস্মিতার মধ্যে) গ্রহীতার অন্তর্ভাব হওয়াতে

रन्तर्भावात् ग्रहीतृविषयः सम्प्रज्ञातः" इति । सास्मितेत्यर्थः । येन बुद्धग्रन्तर्भूतेन ग्रहीतृभावेन व्यवहाराः क्रियन्ते स व्यवहारिको ग्रहीता ॥ १० ॥

विक्रियमाणास्मत्प्रत्ययः त्रयाणां भावानां समाहारः । ते यथा, अस्मीत्येतदन्तर्गतः प्रकाशशीलो भावः, तस्य च विकार-हेतुः क्रियाशीलो भावः, प्रकाशस्यावरकः स्थितिशीलभावश्चेति। इमे त्रयो भावाः सत्त्वरजस्तमआख्याः सर्व्वेषां विकाराणां मौलिकाः । तत्र प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियाशीलं रजः, स्थिति-शीलञ्च तमः इति । कैवल्यावस्थायां वैकारिकप्रकाशात्मकप्रख्या-शून्यं परवैराग्येण प्रवृत्तिशून्यं दग्धबीजकल्पनिरोधात् स्थितिशून्य-ञ्चान्तःकरणं प्रकृतिलीनम्भवति । अव्यक्तत्वादमूः सत्त्वरजस्तम-आत्मिकाः प्रख्याप्रवृत्तिस्थितयः समत्वमापद्यन्ते । तस्मादाहुः—

তদ্বিষয়ক সমাধি গ্রহীতৃবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত"। বুদ্ধির অন্তর্ভূত যে গ্রহীতৃভাবের দ্বারা জ্ঞাতৃত্বাদি-ব্যবহার হয়, তাহাই ব্যবহারিক গ্রহীতা ॥ ১০ ॥

বিক্রিয়মাণ অস্মদ্-প্রত্যয় তিনপ্রকার ভাবের সমাহার, অর্থাৎ তাহা বিশ্লেষ করিলে তিনপ্রকার মূলভাব পাওয়া যায়। তাহারা যথা—'আমি' এই-প্রকার প্রত্যয়ের অন্তর্গত প্রকাশশীল ভাব, তাহার পরিণামকারক ক্রিয়াশীল ভাব, এবং প্রকাশের আবরক স্থিতিশীল ভাব। এই তিনপ্রকার ভাবের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ. তাহারা সর্ব্ববিকারের মৌলিক রূপ। তন্মধ্যে যাহা প্রকাশশীল তাহা সত্ত্ব, যাহা ক্রিয়াশীল তাহা রজঃ, এবং যাহা স্থিতিশীল তাহা তমঃ। বৈকারিক প্রকাশাত্মক যে প্রখ্যা তদ্রহিত, পরবৈরাগ্যের দ্বারা প্রবৃত্তিশূন্য, এবং দগ্ধবীজবৎ নিরোধসমাধিহেতু স্থিতিশূন্য, কৈবল্যাবস্থায় এই ত্রিভাবশূন্য হওয়াতে অন্তঃকরণ প্রকৃতিলীন হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাত্মক ঐ প্রখ্যা (সর্ব্ববিষয়বোধ), প্রবৃত্তি এবং স্থিতি অব্যক্ততারূপ একত্ব প্রাপ্ত হয়।

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः" इति ॥ ११ ॥

व्यक्तावस्थायां चित्तेन्द्रियेषु गुणानां वैषम्यम्। एकचैकस्य प्राधान्यमन्ययोर्योपसर्ज्जनीभावः। ते हि गुणाः नित्यसहचराः जातिव्यक्त्योः प्रत्येकं वर्त्तमानाः। यथाहुः—"गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधर्म्माण इतरेतराश्रयेणोपार्ज्जितमूर्त्तयः" इति। तथाच—"अन्योन्यमिथुनाः सर्व्वे सर्व्वे सर्व्वत्रगामिनः" इति। सर्व्वत्र त्रैगुण्यसद्भावेऽपि एकैकस्यैव गुणस्य प्रधानभावात् सात्त्विको राजसस्तामसश्चेति व्यवहारः। तथाच

তজ্জন্য বলিয়াছেন, "সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা * প্রকৃতি" ॥ ১১ ॥

ব্যক্তাবস্থায় চিত্তেন্দ্রিয়াদিতে গুণের বৈষম্যভাব। এক স্থলে এক গুণের প্রাধান্য এবং অন্য গুণদ্বয়ের অপ্রধানভাব থাকে। সেই গুণ সকল নিত্যসহচর, জাতি ও ব্যক্তির প্রত্যেকে বর্তমান থাকে। যথা উক্ত হইয়াছে—"গুণ সকল পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্ম্মী, পরস্পরের আশ্রয়ে পরস্পর মূর্ত্তি বা মহদাদিব্যক্তিতা লাভ করে" (যোগভাষ্য)। অন্যত্র যথা—"গুণ সকল অন্যোন্যমিথুন এবং সকলেই সর্ব্বত্র বা সকল দ্রব্যে অবস্থিত"। সকল বস্তুতে গুণত্রয় বর্ত্তমান থাকিলেও, এক এক গুণের প্রাধান্যহেতু সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এইরূপ ব্যবহার হয়। সাংখ্যসূত্র যথা—"গুণপ্রধানভাব

---

* অন্তঃকরণের যে সাধনজন্য বা উপায়প্রত্যয় প্রলীনভাব, তাহাই কৈবল্যপদ। অন্তঃকরণ মূলকারণ প্রকৃতিতে লয় হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। অতএব অন্তঃকরণগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্য করিতে পারিলে তবে অন্তঃকরণ লীন হইবে। তজ্জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তির সাম্য করা প্রয়োজন। বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য ও নিরোধসমাধি এই তিন ভাবের দ্বারা গুণসাম্য হয়। কারণ উহারা তিন সম বা এক। যথা, "জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্" (যোগভাষ্য), তজ্জন্য বিবেকখ্যাতিরূপ চরমজ্ঞান ও চরমবৈরাগ্য একই হইল, আর চরমবৈরাগ্যে বিষয়োপশমে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে। তজ্জন্য প্রকাশশীল সাত্ত্বিক বিবেকখ্যাতি, বিরামপ্রত্যয় ফলস্বরূপ রাজস পরবৈরাগ্য এবং তত্তুলনায় তামস নিরোধসমাধি একই হইল। এইপ্রকার গুণসাম্যে অন্তঃকরণ প্রকৃতিলীন হয়।

सूत्रम्—"आपेक्षिको गुणप्रधानभावः" इति। तथाच—"सर्व्वमिदं गुणानां सन्निवेशमात्रम्" इति ॥ १२ ॥

भोगापवर्गौ द्वाविवार्थौ पुरुषस्य। अस्मित्प्रत्ययमाश्रित्य द्वावेतावर्थावाचरितौ भवतः। यथाहुः—"तत्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपावधारणमपवर्ग इति द्वयोरतिरिक्तमन्यद्दर्शनं नास्ति" इति। पुरुषार्थाचरणात्मकत्वाद् व्यक्तावस्थायाः पुरुषस्तस्या निमित्तकारणम्। अव्यक्तञ्च व्यक्तभावस्योपादानम्। तस्यैव व्यक्तत्वपरिणतिदर्शनात्। यथाहु— "लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवतीति। अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्" इति। विकारजातस्य

আপেক্ষিক"। অন্যত্র (যোগভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে—"এই সমস্তই গুণ সকলের সন্নিবেশ বা সংস্থানভেদ মাত্র" ॥ ১২ ॥

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ দুই অর্থ। অস্মদ্‌প্রত্যয় আশ্রয় করিয়া এই দুই অর্থ আচরিত হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—"তন্মধ্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণাবধারণ—যাহাতে গুণবৃত্তির সহিত একতাপত্তি হয়—তাহা ভোগ এবং ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্গ, এই দুইয়ের অতিরিক্ত অন্য দর্শন নাই" (যোগভাষ্য)। ব্যক্তাবস্থা পুরুষার্থাচরণাত্মক, তজ্জন্য পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্ত কারণ। আর অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্তভাব সকলের উপাদান কারণ, যেহেতু তাহারই ব্যক্তত্ব পরিণতি দৃষ্ট হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—"লিঙ্গ বা বুদ্ধির পুরুষ উপাদান কারণ নহেন, হেতু বা নিমিত্ত কারণ হন। এইজন্য প্রকৃতিতেই ব্যক্তভাবের চরমসূক্ষ্মতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে" * (যোগভাষ্য)।

---

* "অচেতন প্রধান জগতের স্বতন্ত্র কর্ত্তা" এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্যীয় বলিয়া যাঁহারা সাংখ্যপক্ষে দোষ দেন তাঁহাদের ইহা দ্রষ্টব্য। সাংখ্যমতে কর্ত্তা কেহ নাই। কারণ কর্ত্তৃত্বভাব মৌলিক নহে উহা চিজ্জড়সংযোগমাত্র। প্রধান কর্ত্তা নহে কিন্তু একমাত্র মূল উপাদান। উপাদান হইলেও প্রধান জগদ্বিকাশের পক্ষে সমর্থ নহে। জগদ্বিকাশের জন্য পৌরুষচৈতন্যরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা আছে। পুরুষার্থ বা চিদবভাস বা অচেতনকে চেতনবৎ করা না হইলে কখন গুণবৈষম্য হইতে পারে না। চিদবভাস হইতেই অর্থাচরণ বা জগদ্ব্যক্ত হয়।

निमित्तान्वयिनोर्द्वयो कारणयोर्मध्ये निमित्त पुरुष स्वचैतन्य-स्वरूप सदाव्यक्त, प्रधानन्त्वचेतनमव्यक्तस्वरूपम् । विरुद्ध-कारणद्वयसद्भावाद् व्यक्तावस्थाया प्रत्येक व्यक्तभावेषु त्रय एव भावा उपलभ्यन्ते । ते यथा—पुरुषाभिमुख चेतनावद्भाव, अव्यक्ताभिमुख आवरितभावस्तथाच तयो सम्बन्धभूतश्चञ्चल-भावो येनावृत प्रकाश्याभिमुख क्रियते प्रकाशितश्च भाव आव-रणाभिमुख क्रियते इति । ते हि यथाक्रम प्रकाशशील सत्त्व, स्थितिशील तम, क्रियाशीलञ्च रज इति ॥ १३ ॥

व्यक्तावस्थायामाद्या व्यक्तिरस्मीतिप्रत्ययात्मको महान्, यमा श्रित्य सर्वे ज्ञानचेष्टादय सिध्यन्ति । कैवल्यावस्थाया प्रख्या प्रवृत्तिस्थित्यभावात् नास्ति व्यक्तसम्बन्धिन महत सद्भावाव-काश । स एव महान् व्यवहारिको ग्रहीता । व्यक्तावस्थाया मस्मीति प्रत्ययमभिमुखीकृत्य समाहिते चित्ते यस्मिन्नान्तरभावे

বিকার সকলের নিমিত্ত এবং উপাদানরূপ কারণদ্বয়ের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বচৈতন্যরূপে সদাব্যক্ত এবং প্রধান অচেতন ও অব্যক্তস্বরূপ। ব্যক্তাবস্থার এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তভাবে তিনপ্রকার ভাব উপলব্ধ হয়। তাহারা যথা (১ম) পুরুষাভিমুখ চেতনাবৎ ভাব (২য়) অব্যক্তাভিমুখ আবরিত ভাব (৩য়) ঐ দুই ভাবের সম্বন্ধভূত চঞ্চল ভাব—যাহা আবৃত ভাবকে প্রকাশাভিমুখ করে এবং প্রকাশিত ভাবকে আবরণ বা স্থিতির অভিমুখ করে। তাহারাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সত্ত্ব স্থিতিশীল তম ও ক্রিয়াশীল রজ। ॥ ১৩ ॥

ব্যক্তাবস্থার আদি ব্যক্তি আমি এইরূপ প্রত্যয়াত্মক মহান্। তাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জ্ঞান চেষ্টাদি সিদ্ধ হয়। কৈবল্যাবস্থাতে প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তসম্বন্ধী মহত্তত্ত্বের সে অবস্থায় অবস্থিতি থাকিতে পারে না। সেই মহানই ব্যবহারিক গ্রহীতা। ব্যক্তাবস্থায় আমি" এইরূপ প্রত্যয়ের অভিমুখ্যে চিত্ত সমাহিত হইলে যে আন্তরভাববিশেষে অবস্থান হয়,

ऽवस्थानं भवति स एव महान्। सविकारप्रकाशशीलो महानात्मा, पुरुषस्तु अविकारी, चिद्रूपः ॥ १४ ॥

बुद्धिश्च लिङ्गमात्रश्चेति महतः संज्ञाभेदः। क्वचिच्च स्वरूपेणागृहीतो महान् करणकार्य्यं कुर्व्वन् बुद्धिरित्यभिधीयते। यथोक्तम्—"बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथेति"। ज्ञानेनास्मीति-प्रत्ययावधानेनेत्यर्थः। यथाहुः—"तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीति तावत् सम्प्रजानीते" इति। अणुमात्रं सूक्ष्मम्।

তাহাই মহত্তত্ত্ব *। মহদাত্মা সবিকার প্রকাশশীল, আর পুরুষ অবিকারী চিদ্রূপ ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধি ও লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্বের সংজ্ঞাভেদ। কোথাও বুদ্ধি ও মহান্ ভিন্ন করিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে মহান্ যখন স্বরূপে গৃহীত না হইয়া করণকার্য্য করে, তখন তাহা বুদ্ধিনামে অভিহিত হইয়াছে †। যথা উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধি অধ্যবসায় লক্ষণ ‡ দ্বারা এবং মহান্ জ্ঞানের দ্বারা বিবেক্তব্য" (ভারত)। এখানে জ্ঞান অর্থে 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়ধারা, তাহার অবধানের দ্বারা মহান্ সাক্ষাৎকৃত হন। যথা উক্ত হইয়াছে—"সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূর্ব্বক কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়," (যোগভাষ্য, পঞ্চশিখা-

---

* ইহাকে সাস্মিত সমাধি বলে। সাংখ্যীয়তত্ত্ব সকল কেবল অনুমেয় নহে, তাহারা সাক্ষাৎকার্য্য। যোগশাস্ত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় ও স্বরূপ কথিত আছে, তাহা অনুশীলন করিলে মহত্তত্ত্বের স্বরূপ যথার্থরূপে নিশ্চিত হয়। বুভুৎসুগণের নিজের ভিতর তত্ত্ব সকল কিরূপে আছে, তাহা চিন্তা করা উচিত।

† একই জ্ঞাতৃভাব যখন সার্ব্বজ্ঞ্যের জ্ঞাতা হয় তখন মহৎ, এবং যখন অল্পজ্ঞানের জ্ঞাতা তখন বুদ্ধি। বুদ্ধিতে প্রকাশপরিণাম জলধারাবৎ, মহতে তৈলধারাবৎ একতান। মহত্ত্বে সার্ব্বজ্ঞ্যহেতু তাহাকে বিভু বলা হইয়াছে, শ্রুতি যথা—"মহান্তং বিভুমাত্মানম্"। [পরিশিষ্ট মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।]

‡ অধ্যবসায়—অধিকৃত বিষয়ের অবসায় বা প্রকাশ হওয়া-রূপ অবসান।

महत्तत्त्वं साक्षात्कुर्व्वतो योगिन एवंविधा संवित् समजायत-इति भावः ॥ १५ ॥

पुरुषाभिमुखत्वाद् बुद्धिसत्त्वमतिप्रकाशशीलं सात्त्विकम्। यथाहुः—"द्रव्यमात्रमभूत्तत्त्वं पुरुषस्येति निश्चयः"इति। तथाच

"अव्यक्तात्सत्त्वमुद्रिक्तममृतत्वाय कल्पते।
सत्त्वात् परतरं नान्यत् प्रशंसन्तीह पण्डिताः।
अनुमानाद्विजानीमः पुरुषं सत्त्वसंश्रयम् ॥"इति ॥ १६ ॥

अस्य महदात्मनो यः क्रियाशीलो भावो येनानात्मभावेन सहात्मसम्बन्धः प्रजायते सोऽहंकारः। स चासावहंकारोऽभिमानात्मकः ममताहन्तायोर्मूलं क्रियाशीलत्वाद्राजसिकः ॥ १७ ॥

येनानात्मभावा आत्मना सह विधृतास्तिष्ठन्ति तदेव स्थिति-

চার্য্য-বচন)। অণুমাত্র অর্থে সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী যোগীর ঐরূপ খ্যাতি হয়। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে—যেখানে বুদ্ধি ও মহান্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথায় একই অস্মদ্প্রত্যয়াত্মক মহান্ স্বরূপভাবে সাক্ষাৎকৃত হইলে মহান্, এবং যখন ক্ষিপ্রপরিণামী করণকার্য্য করে তখন বুদ্ধি ॥ ১৫ ॥

পুরুষাভিমুখ বলিয়া বুদ্ধিসত্ত্ব অতিপ্রকাশশীল, সাত্ত্বিক। যথা উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষের দ্রব্যমাত্র বা পুরুষাশ্রিত ভাব ইহা নিশ্চয় হয়" (ভারত)। অন্যত্র যথা—"অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিসত্ত্ব উদ্রিক্ত হয়। তাহা অমৃত বলিয়া জানা যায়। বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকারের মধ্যে) অন্য কিছু নাই বলিয়া পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। অনুমান হইতে জানা যায় যে, পুরুষ সত্ত্বসংশ্রয় বা বুদ্ধিতে উপহিত ॥ ১৬ ॥

সেই মহদাত্মার যে ক্রিয়াশীল ভাব—যাহা দ্বারা অনাত্মভাবের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার অভিমানস্বরূপ, মমতা ('ইহা আমার' এইরূপ ভাব) এবং অহন্তার ('আমি এইরূপ' এবম্প্রকার প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি) মূল ॥ ১৭ ॥

যে শক্তির দ্বারা অনাত্মভাব সকল আত্মার সহিত বিধৃত হইয়া অবস্থান

शीलं मनः। तद्धि तामसमन्तःकरणाङ्गम्। प्रख्याप्रवृत्तिस्थितय इति त्रयाणामन्तःकरणधर्म्माणां मध्ये यत् स्थितिधर्म्माश्रयभूतं तन्मनः। "तथाशेषसंस्काराधारत्वा"दिति सूत्रेऽपि तृतीयान्तःकरणस्य मनसः स्थितिशीलत्वमुक्तम् ॥ १८ ॥

महदहंकारमनांसि सर्व्वकरणमूलमन्तःकरणम्। पुरुषार्थाचरणक्रियायाः साधकतमत्वात्तानि करणमित्यभिधीयन्ते। एषां परिणामभूताः सर्व्वा अप्यात्मशक्तयः करणम्। महदादयः वक्ष्यमाण-बाह्यकरण-पुरुषयोर्मध्यस्थभूतत्वादन्तःकरणमित्यभिधीयन्ते ॥ १९ ॥

आत्मबाह्येन हेतुना बोद्धचेतनताया उद्रेके यस्तदुद्रेकस्य प्रकाशभावस्तदेव प्राकाश्यपर्य्यवसानं प्रख्यास्वरूपम्। यो वा प्रकाशशीलस्य बुद्धिसत्त्वस्य ग्राह्यकृत उद्रेकस्तदेव ज्ञानम्। अभिमानेनैवासावुद्रेकोऽस्मत्प्रकाशमापद्यते। स चाभिमान-

---

করে, তাহাই স্থিতিশীল মন *। তাহা তামস অন্তঃকরণাঙ্গ। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি রূপ তিন মূল অন্তঃকরণধর্ম্মের মধ্যে যাহা স্থিতিধর্ম্মের আশ্রয়, তাহাই মন। "অশেষসংস্কারাধারত্বহেতু মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রধান," এই সাংখ্যসূত্রেও তৃতীয়ান্তঃকরণ মনের স্থিতিশীলত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মহৎ অহঙ্কার ও মন, সর্ব্ব করণের মূল অন্তঃকরণ। পুরুষার্থাচরণ ক্রিয়ার সাধকতমত্বহেতু তাহারা করণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি এই তিন মূল অন্তঃকরণধর্ম্মের স্বরূপ উক্ত হইতেছে। আত্মবাহ্য কোন কারণের দ্বারা বোদ্ধচেতনতা উদ্রিক্ত হইলে, সেই উদ্রেকের যে প্রকাশভাব, তাহাই প্রাকাশ্যপর্য্যবসান বা জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের যে গ্রাহ্য-কৃত উদ্রেক, তাহাই জ্ঞান। ক্রিয়াশীল অভিমানের দ্বারা সেই উদ্রেক অস্মৎ-

---

* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয়, পাঠক এই পুস্তকপাঠে কেবল পরিভাষিত অর্থই গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধি সাত্ত্বিক, অহং রাজস, এবং অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা তামস অঙ্গ তাহাই মন।

আত্মানাত্মনোর্ভাবয়োঃ সম্বন্ধোপায়ঃ। অভিমানাদ্ধি প্রত্যয়ৌ সম্ভবত, অহন্তা মমতা চেতি। ধনাদৌ মমতা, শরীরেন্দ্রিয়েষু চাহন্তা। যথা নষ্টে মমতাস্পদে ধনেঽহমুৎঘটিতো ভবামীতি প্রত্যয় তথা চাহন্তাস্পদে ইন্দ্রিয়ে শব্দাদিবাহ্যক্রিয়য়োদ্রিক্তে সতি উদ্রিক্তস্তদ্গতাভিমান প্রকাশশীলসত্ত্বভাবমুদ্রিক্তং করোতি। প্রকাশশীলভাবস্যোদ্রেকফলমেব জ্ঞানম্। যথাভিমানেনানাত্মভাব আত্মসন্নিধৌ নীয়তে তথাত্মপ্রত্যয়োঽপি অনাত্মভাবেন সহ সম্বধ্যতে। অভিমানেনানাত্মভাবস্য স্বাত্মীকরণং প্রবৃত্তিস্বরূপম্। তথা চ তস্য স্বাত্মীকৃতভাবস্য অন্তঃস্থাবস্থান স্থিতিস্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

উক্তং গুণানাং নিত্যসাহচর্য্যম্। তে সর্ব্বত্রৈব পরস্পরমঙ্গাঙ্গিত্বেন বর্ত্তন্তে। তস্মাত্ত্রিগুণাত্মকমন্তঃকরণাত্মকত্রয়মপি

প্রকাশেতে পৌঁছায়। সেই অভিমান আত্ম ও অনাত্ম ভাবের সম্বন্ধোপায়। অভিমান হইতে দুইপ্রকার প্রত্যয় উদ্ভূত হয়, অহন্তা ও মমতা। ধনাদিতে মমতা ও শরীরেন্দ্রিয়ে অহন্তা। যেমন মমতাস্পদ ধন নষ্ট হইলে "আমি উচ্চাটিত হই" এইরূপ বোধ হয় সেইরূপ অহন্তাস্পদ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে সেই ইন্দ্রিয়গত অভিমান উদ্রিক্ত হইয়া, প্রকাশশীল অস্মদ্ভাবকে উদ্রিক্ত করে। প্রকাশশীল পদার্থের উদ্রেক হইলেই তাহার ফলে প্রকাশস্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয়। যেমন অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাব আত্মসান্নিধ্যে নীত হয় সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়ও অনাত্মভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয়। অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাবের স্বাত্মীকরণই প্রবৃত্তি বা চেষ্টার স্বরূপ। আর সেই স্বাত্মীকৃতভাবের অবিভাগাপন্ন হইয়া অন্ত করণে অবস্থান করাই স্থিতির স্বরূপ ॥ ২০ ॥

গুণ সকলের নিত্য সাহচর্য্য উক্ত হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরূপে বর্ত্তমান থাকে। তজ্জন্য ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের অন্তর্গত

अन्योन्यव्यतिषक्तं परिणमते। यथैकं तथैव त्रीणि, एकस्मिन्नुक्ते इतरावध्याहार्यौ ॥ २१ ॥

ध्याने स्थितिक्रियाभ्यां प्रकाशगुणस्याधिक्याज्ज्ञानं सात्त्विकम्। चेष्टायामुद्रेकस्यैव प्राधान्यं, ततः सा राजसी। स्थित्यां यापरिदृष्टा क्रिया सावरितस्वरूपा, ततः स्थितिस्तामसी। ज्ञानचेष्टास्थितयः प्रख्याप्रवृत्तिस्थितयो वेति त्रयः सत्त्वरजस्तमोगुणान्वयिनः मूलभावा वक्ष्यमाणास्तु प्रमाणादिवृत्तिषु साधारण्याः ॥ २२ ॥

चित्तेन्द्रियरूपेण परिणतान्तःकरणमस्मितेत्याख्यायते। यथाहुः—"दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मितेति"। आत्मना सह करणशक्तेः अभिमानकृतैकात्मकतास्मितेत्यर्थः। तयैवाहं श्रोताहं द्रष्टेत्यादिकरणात्मप्रत्ययसम्भवः। तथाचाहुः—"षष्ठयाविशेषो-

---

(বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) পরস্পর মিলিত হইয়া পরিণত হয়। যথায় এক, তথায় তিন, এক উক্ত হইলে, অপর দুই উহ্য থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণপরিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে, বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানেতে স্থিতি ও ক্রিয়া অপেক্ষা প্রকাশগুণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান সাত্ত্বিক। চেষ্টাতে উদ্রেকের আধিক্যবশতঃ তাহা রাজসী। আর স্থিতিতে যে অপরিদৃষ্ট ক্রিয়া তাহা আবরিতস্বরূপা, তজ্জন্য স্থিতি তামসী। জ্ঞান চেষ্টা ও স্থিতি, বা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণানুসারী এই তিন মূলভাব বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি-বৃত্তির মধ্যে সাধারণ ॥ ২২ ॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত অন্তঃকরণকে অস্মিতা বলা যায়। অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানরূপে বর্তমান অন্তঃকরণত্রয়ের নাম অস্মিতা। যথা উক্ত হইয়াছে,—"দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির যে একাত্মতা, তাহা অস্মিতা।" অর্থাৎ আত্মার সহিত করণশক্তির যে অভিমানকৃত একাত্মতা, তাহাই অস্মিতা। তাহা দ্বারাই 'আমি শ্রোতা,' 'আমি দ্রষ্টা' ইত্যাদিপ্রকার করণের সহিত একাত্মতা-প্রত্যয় হয়। তথা উক্ত হইয়াছে,—"ষষ্ঠ অবিশেষ (প্রকৃতি বিকৃতি) অস্মিতা-

ऽस्मितामात्र एते सत्तामात्रस्यात्मन महत षडविशेषपरिणामाः' इति। सोऽसौ षष्ठोऽविशेष. चित्तादिकरणोपादानमित्यवगन्तव्यम् ॥ २३ ॥

अस्मितायाः द्विविध' परिणामप्रवाहो जात्यन्तरपरिणामकारक। प्रकाशाभिमुख ऊर्द्ध्वस्रोतो विद्यापरिणाम' आवरणाभिमुखोऽर्वाक्स्रोतसाविद्यापरिणाम। यत्रान्तरप्रकाशगुणस्योत्कर्ष सात्त्विककारणप्रकृत्यापूरश्च, सा विद्या। यत्र चानात्मभावेन सह सम्बन्ध पुष्कलो भवति, सा अविद्या। यथाहु'—"अर्वाक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तामसा" इति। तमसि अविद्यायामित्यर्थ। अविद्यया प्रकाशक्रिये रुध्यमाने भवत. ॥ २४ ॥

মাত্র, ইহারা (অর্থাৎ অপরপক্ষ সহ) সত্তামাত্র মহদাত্মার ছয় অবিশেষ পরিণাম," সেই অস্মিতাখ্য ষষ্ঠ অবিশেষই চিত্তেন্দ্রিয়াদির উপাদান বলিয়া জ্ঞাতব্য ॥ ২৩ ॥

অস্মিতার জাত্যন্তরপরিণামকারক দুইপ্রকার পরিণামপ্রবাহ আছে। অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়েরা সদাই পরিণম্যমান হইতেছে, সেই পরিণাম হইতে তাহাদের প্রকৃতির ভেদ হইয়া যায়। সেই প্রকৃতি বা জাতির ভেদ দুই প্রকার, প্রকাশাভিমুখ বিদ্যাপরিণাম এবং আবরণাভিমুখ অবিদ্যাপরিণাম। যাহাতে আন্তর প্রকাশগুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাত্ত্বিক করণপ্রকৃতির আপূরণ হয়, তাহাই বিদ্যা। আর যাহাতে অনাত্মভাবের সহিত সম্বন্ধ পুষ্কল হয়, তাহা অবিদ্যা। যথা উক্ত হইয়াছে,—"এই তমতে বা অবিদ্যাতে মগ্ন তামসেরা অধ স্রোত"। অবিদ্যার দ্বারা প্রকাশ ও ক্রিয়া রুধ্যমান হয় * ॥ ২৪ ॥

---

* একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে যোগসূত্রোক্ত অবিদ্যার সহিত অত্রোক্ত অবিদ্যার বস্তুগত পার্থক্য নাই। তত্রাকার লক্ষণ সাধনের দিক হইতে, আর এখানকার লক্ষণ তত্ত্বের দিক হইতে। অস্মিতা ও অভিমান শব্দ প্রায়ই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়, তাহাও পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

अथ कथं पञ्च भेदाश्चित्तस्य सम्भवन्तीति, उच्यते । त्र्यङ्गमन्तः-करणम् । तस्य परस्परविरुद्धे सात्त्विकतामसकोटी । तस्मा-दन्तःकरणं परिणम्यमानं पञ्चधा परिणामनिष्ठां प्राप्नोति । तत्राद्यपरिणाम आद्याङ्गबुद्धेरनुगतः प्रकाशाधिकः, मध्यस्त्वभि-मानप्रधानः क्रियाधिकः, अन्त्यश्च मनोऽनुगतः स्थितिप्रधानः । आसां परिणामनिष्ठानां मध्ये द्वे परिणामनिष्ठे वर्त्तेयाताम् । तयोरेका आद्यमध्ययोः सम्बन्धभूता, अन्या च मध्यान्त्ययोः सम्बन्धभूता । एवं त्र्यङ्गलक्षिता परिणम्यमानादन्तःकरणात् पञ्चविधाः परिणतशक्तयः सम्भवन्तीति । ततस्तु चित्तशक्तेर्वाह्य-करणशक्तीनाञ्च पञ्च पञ्च भेदा अभवन् ॥ २७ ॥

चित्तवृत्तिषु प्रमाणं प्रकाशाधिक्यात् सात्त्विकम् । वाह्य-निश्चयः प्रमाणलक्षणम् । प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । ज्ञानेन्द्रियप्रणाडिकया यथैत्तिको बोधस्तत् प्रत्यक्षम् । ज्ञाने-

---

চিত্তের কিরূপে পঞ্চবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। অন্তঃকরণ ত্র্যঙ্গ। সেই ত্র্যঙ্গ অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক ও তামস কোটি পরস্পর বিরুদ্ধ। তজ্জন্য পরিণম্যমান অন্তঃকরণ পঞ্চধা পরিণাম-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে আদ্য-পরিণাম, আদ্যাঙ্গ যে বুদ্ধি তাহার অনুগত, প্রকাশাধিক, মধ্যপরিণাম অভিমানপ্রধান, ক্রিয়াধিক, আর অন্ত্য মনোঽনুগত, স্থিতিপ্রধান। এই তিন পরিণামনিষ্ঠার মধ্যে আরও দুই পরিণামনিষ্ঠা থাকে, তন্মধ্যে একটী আদ্য ও মধ্যের সম্বন্ধভূত এবং অন্যটী মধ্য ও অন্ত্যের সম্বন্ধভূত। এইরূপে এইরূপে ... পরিণম্যমান অন্তঃকরণ হইতে প ... তশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য চিত্তশক্তির ... হ্যকরণ ... ভেদ হইয়াছে ॥২৭॥

চিত্তবৃত্তি সকলে ... প্রকাশা ... ॥ ... বাহ্যনিশ্চয় ... প্রমাণের সাধারণ ল ... প্রক ... জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রণালীর ...

ন্দ্রিয়মাত্রেণালোচনাখ্যং জ্ঞানং সিধ্যতি। উক্তঞ্চ—

"অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্।
বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্॥
ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥" ইতি।

আলোচনং হি একেনৈবেন্দ্রিয়েণৈকদা গৃহ্যমাণবিষয়প্রকাশাত্মকম্। তদনন্তরভূতং জাতিধর্ম্মাদিবিশিষ্টং জ্ঞানং চৈত্তিকপ্রত্যক্ষম্। যথা বৃক্ষদর্শনে চক্ষুষা হরিদ্বর্ণাকারবিশেষমাত্রং গৃহ্যতে, উত্তরক্ষণে চ ছায়াপ্রদত্বাদিগুণান্বিতো ন্যগ্রোধবৃক্ষো ঽয়মিতি যজ্জ্ঞানং ভবতি তদেব চৈত্তিকপ্রত্যক্ষমিতি॥ ২৮॥

অসহভাবি সহভাবি সম্বন্ধপূর্ব্বকমপ্রত্যক্ষপদার্থ-জ্ঞানমনুমানম্। অত্রাপি প্রমেয়ো বাহ্যত্বেন নিশ্চীয়তে। আপ্তবচনাচ্ছ্রোতু-

---

ন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচন নামক জ্ঞান সিদ্ধ হয়। যথা উক্ত হইয়াছে,— প্রথমে নির্ব্বিকল্পক আলোচন জ্ঞান হয়। তাহা বালক বা মূক ব্যক্তির বা মোহকর বস্তুজাত জ্ঞানের সদৃশ। পরে জাত্যাদিধর্ম্মের দ্বারা বস্তু যে বুদ্ধিকর্তৃক নিশ্চিত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ। একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক সময়ে গৃহ্যমাণ বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানই আলোচন জ্ঞান। তদনন্তর জাতিধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জ্ঞানই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ। যেমন বৃক্ষের দর্শনজ্ঞানে চক্ষের দ্বারা হরিদ্বর্ণ আকারবিশেষমাত্র গৃহীত হয়, পরক্ষণেই যে "ইহা ছায়াপ্রদত্বাদিগুণযুক্ত ন্যগ্রোধবৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান হয় তাহা চৈত্তিক প্রত্যক্ষ *। ২৮॥

অসহভাবী (অসত্ত্বে সত্ত্ব ও সত্ত্বে অসত্ত্ব) এবং সহভাবী (সত্ত্বে সত্ত্ব ও অসত্ত্বে অসত্ত্ব)-রূপ সম্বন্ধ জ্ঞানপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিশ্চয় করা অনুমান। ইহাতেও বাহ্যনিশ্চয়রূপ প্রমাণ লক্ষণ বর্তমান দেখা যায়, কারণ, অগৃহ্যমাণত্বহেতু অনুমানে প্রমেয়পদার্থ বাহ্যরূপে নিশ্চিত হয়। আপ্ত পুরুষের বচন হইতে শ্রোতার

योऽविचारस्थिरो निश्चयः स आगमः। यद्वाक्यवाहितशक्तिविशेषादभिभूतविवेकस्य श्रोतुस्तद्वाक्यार्थनिश्चयो भवति स तस्य श्रोतुराप्तः। पाठजनिश्चयो नागमप्रमाणम्। अनुमानजः शब्दार्थस्मरणजो वा तत्र निश्चयः। आगमप्रमाणे तु स्वबोधसंक्रान्तिकामस्य श्रोतृविवेकाभिभवकृच्छक्तिमतो वक्तुः श्रोतुश्च साधकत्वेन सद्भावोऽभ्यर्थ्यः। यथाहुः—"आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः" इति। तस्मात्प्रत्यक्षानुमानविलक्षणप्रमायाः करणम् आगम इति सिद्धम् ॥ २९ ॥

যে অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহার নাম আগম। যাঁহার বাক্যবাহিত শক্তি-বিশেষে শ্রোতার বিচারশক্তি অভিভূত হইয়া সেই বাক্যের অর্থনিশ্চয় হয়, সেই পুরুষ সেই শ্রোতার আপ্ত। পাঠজ নিশ্চয়ের নাম আগম নহে; তাহাতে হয় অনুমানজাত, নয় শব্দার্থস্মরণজাত নিশ্চয় হয়। আগম প্রমাণের এই দুই সাধক থাকা চাই, যথা—(১) নিজবোধ শ্রোতাতে সংক্রান্ত হউক, এইরূপ ইচ্ছাকারী ও শ্রোতার বিবেকাভিভবকারি শক্তিশালী বক্তা এবং (২) শ্রোতা। যথা উক্ত হইয়াছে,—"আপ্ত পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুমিত যে বিষয়, সেই বিষয় অপর ব্যক্তিতে স্ববোধসংক্রান্তিকামী আপ্ত বক্তা শব্দের দ্বারা উপদেশ করিলে সেই উপদিষ্ট শব্দ হইতে শ্রোতার যে সেই শব্দার্থবিষয়ক বোধ হয়, তাহা আগম" (যোগভাষ্য)। তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে বিলক্ষণ আগম, একপ্রকার প্রমার করণ হইল * ॥ ২৯ ॥

* শুদ্ধ শব্দ হইতে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অর্থের অবাধিত সত্তা নিশ্চয় সকল স্থলে হয় না। কোন স্থলে সত্তা বিষয়ে সংশয় হয়, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা সংশয় নিরাকৃত হইয়া নিশ্চয় হয়। যথা 'অমুক ব্যক্তি বিশ্বাস্য, সে বলিতেছে, তবে সত্য' এইরূপ। পাঠজনিতও এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহা অনুমান প্রমাণ হইল। ইহাতে অনেকে মনে করেন, আগম একটী স্বতন্ত্র প্রমার করণ বা প্রমাণ নহে, তাহা যথার্থ নয়। আগম নামে একপ্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। কতকগুলি লোকের স্বভাবতঃ এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তাহারা পরের মনের কথা জানিতে পারে। তাহাদিগকে ইংরাজিতে *Thought reader* বলে।

प्रत्यक्षजं विशेषज्ञानम्। मूर्त्तिगृह्यमाणव्यवधिधर्म्मयुक्तः विशेषः। घटादीनां स्वविशेषशब्दस्पर्शरूपादयो मूर्त्तिः। व्यवधिराकारः। अनुमानागमाभ्यां सामान्यज्ञानम्। नहि सत्ता-

---

প্রত্যক্ষজ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। মূর্ত্তি ও গৃহ্যমাণ-ব্যবধি-ধর্ম্ম-যুক্ত দ্রব্য বিশেষ। ঘটাদির স্বকীয় যে বিশেষপ্রকার শব্দ-স্পর্শাদি গুণ, যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই ভেদ করিয়া জানা যায়, তাহার নাম মূর্ত্তি। ব্যবধি অর্থে আকার, প্রত্যক্ষকালীন যেরূপ আকার গৃহীত হয়, তাহাই গৃহ্যমাণ ব্যবধি। অনুমান ও আগম হইতে সামান্য-জ্ঞান হয়, যেহেতু তাহারা শব্দজন্য (শব্দ দিয়া চিন্তা করা যায় বলিয়া অনুমানও শব্দজন্য)। শব্দের দ্বারা কখনও

তুমি তাহাদের নিকট মনে কর, "অমুক স্থানে পুস্তক আছে," অমনি তাহার মনে উহা উঠিবে, অর্থাৎ তাহার সেই স্থানে পুস্তকের সত্তাজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তির ঐ প্রমাণ কিরূপে হয়? প্রত্যক্ষের দ্বারাও নয়, অনুমানের দ্বারাও নয়। একজনের মনে মনে উচ্চারিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয়জ্ঞান আর একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিরও নিশ্চয়জ্ঞান হইল। ইহাই আগম প্রমাণ। সাধারণ মনুষ্যের পরচিত্তজ্ঞতা না থাকাতে স্ফুটরূপে শব্দ উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। আমরা মনোভাব সমস্ত শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করি, সুতরাং একজনের মনোভাব আর একজনে সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্দ (পদ ও বাক্য) দ্বারাই করিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে তাহারা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা অনুমিত নিশ্চয়জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমার প্রত্যয় বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না। আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা তোমাকে নিশ্চয় করাইবার জন্য কোন কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাদের বাক্যের এমনি শক্তি আছে যে, তোমার মনে তাহাদের মনোভাব একবারে বসিয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তারা এইপ্রকার। যাহাদের কথায় ঐরূপ অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহারাই তোমার আপ্ত। আপ্তের বাক্য শুনিয়া যে তাহার নিশ্চয়জ্ঞান একবারে যাইয়া তোমার মনেও স্বসদৃশ নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই আগম-প্রমাণ। শাস্ত্র সকল আদিতে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী আপ্তপুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আগম নামে কথিত হয়। শাস্ত্রজ জ্ঞান তজ্জন্য আগম বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম প্রমাণ নহে। আগমে বক্তা ও শ্রোতার আবশ্যক। অনুমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সদোষ হয়, সেইরূপ আপ্তের নিশ্চয়ের দোষ থাকিলে সেই আগম দুষ্ট হয়। শুদ্ধ শব্দার্থজ্ঞান আগম নহে। আপ্তোক্ত-শব্দার্থ-সহায়ে কোন অনিশ্চিত সত্তার নিশ্চয় করা আগম-প্রমাণ।

मात्रनिश्चयः। ज्ञातमूर्त्त्यादिधर्म्मैः सा सत्ता विशिष्यते। प्रत्यक्षं सात्त्विकं सद्विषयत्वात्। अनुमानं प्रयत्नविशेषसाध्यत्वाद्राजसिकम्। तथा चाभिभवसिद्धत्वादागमस्तामस इति॥ ३०॥

करणगतभावबोधोऽनुभवः। यथा गीते ध्वनिज्ञानं प्रत्यक्षं प्रमाणं, सुखबोधस्त्वनुभवः। शब्दादिविषयकं प्रत्यक्षं; शब्दादिग्रहणकाले ग्रहणात्मकक्रियायाः करणगताया अपि योऽन्तर्बोधः सोऽनुभव इत्येतस्य प्रत्यक्षतो भेदः। किञ्चानुभवस्य बाह्यकारणपरम्पराजन्यत्वेऽपि न तद्विषयस्य स्फुटो बाह्याभिविधिः प्रत्यक्षवदिति। तथा च स्मर्य्यमाणविषयत्वादनुभवोऽस्मर्य्यमाण-

---

সমস্ত বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। মনে কর, একখণ্ড ইটের ডেলা, তাহার যথার্থ আকার যদি বর্ণনা করিতে যাও, তবে শতসহস্র শব্দের দ্বারাও পারিবে না। তেমনি যে কখনও ইটের বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে শব্দের দ্বারা ঠিক্ ইটের বর্ণ জানাইতে পারিবে না। তজ্জন্য শব্দজন্য জ্ঞান সামান্যজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। সামান্যজ্ঞানে পূর্ব্বের অজ্ঞাত কোন মূর্ত্তির জ্ঞান হয় না, কেবল সত্তামাত্র নিশ্চয় হয়। সেই সত্তা পূর্ব্বজ্ঞাত ধর্ম্মের (মূর্ত্ত্যাদির) দ্বারা বিশিষ্ট হয়। বহন সদ্বিষয়ত্ব হেতু প্রত্যক্ষ সাত্ত্বিক। প্রযত্নবিশেষসাধ্যত্ব-হেতু অনুমান রাজস। আর (বিচারবুদ্ধির) অভিভবসিদ্ধত্ব-হেতু আগম তামস॥ ৩০॥

'করণের অভ্যন্তরস্থ ভাববোধ' অনুভবের লক্ষণ। যেমন সঙ্গীতে ধ্বনিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর সুখবোধ অনুভব। প্রত্যক্ষের সহিত অনুভবের ভেদ এই যে, প্রত্যক্ষ শব্দাদিবিষয়ক, আর শব্দাদিগ্রহণকালে করণগত সেই গ্রহণরূপ ক্রিয়ারও আবার অন্তরে যে বোধ হয়, তাহা অনুভব, এইহেতু প্রত্যক্ষ হইতে অনুভব (জ্ঞানগত) ভিন্ন। করণগত সেই গ্রহণক্রিয়া যদি অসাধারণ হয় (যেমন গীতাদিতে), তবেই স্ফুট অনুভব হয়। কিন্তু অনুভব যদিও বাহ্যকারণপরম্পরা হইতে হয়, তথাপি তাহাতে স্ফুট বাহ্যব্যাপ্তি থাকে না। অনুমান ও আগম হইতে অনুভবের প্রভেদ এই যে, অনুভব

विषयाभ्यामनुमानागमाभ्यां भिद्यते । अनुभवोऽपि गुणानुसारतस्त्रिविधो यथा बोधसहगतचेष्टासहगतः स्थितिसहगतश्चेति । ते चापि वाह्याभ्यन्तरभेदाद्द्विविधाः । त्रिविधवाह्यकरणगतभावबोधः वाह्यानुभवः, चित्तगतभावबोधः आन्तरः । बोधसहगतानुभवो यथा ज्ञातविषयस्मृतिरिति, शब्दादिजसुखादयश्चेति । चेष्टासहगतो यथा चेष्टास्मृतिरिति, कर्म्मानुभव इति, कर्म्मेन्द्रियगतकर्म्मसहायः सुखादिकर उपश्लेषबोधस्त्वग्गतः शीतोष्णज्ञानविलक्षणः कर्म्मेन्द्रियाङ्गभूत इति च । स्थितिसहगतानुभवो यथा

গৃহমাণবিষয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও আগমের বিষয় অগৃহমাণ। এইজন্য প্রমাণ হইতে অনুভব স্বতন্ত্রবৃত্তি হইল। অনুভবও ত্রিগুণানুসারে ত্রিবিধ; যথা, (১) (সাত্ত্বিক) বোধসহগত, (২) (রাজস) চেষ্টাসহগত, (৩) (তামস) স্থিতিসহগত। তাহারা আবার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। ত্রিবিধ বাহ্যকরণগত ভাববোধ বাহ্যানুভব, আর চিত্তগত ভাববোধ আন্তর, সুখ দুঃখাদি অনুভব বাহ্য ও আন্তর উভয়-সাধারণ। বোধসহগত অনুভব যথা—জ্ঞাতবিষয়-স্মরণ (আন্তর), শব্দাদিসহজাত সুখাদি (বাহ্য) *। চেষ্টাসহগত অনুভব যথা—চেষ্টাস্মৃতি (আন্তর); কর্ম্মানুভব (বাহ্য), কর্ম্মেন্দ্রিয়গত উপশ্লেষবোধ, যাহা কর্ম্মসহায়, সুখাদিকর। শীতোষ্ণ ছাড়া ত্বকে স্থিত যে বোধ, যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অঙ্গভূত, তাহাই উপশ্লেষবোধ। (সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব ৫৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

স্থিতিসহগত অনুভব যথা—নিদ্রাদি রুদ্ধভাবের স্মরণ (আন্তর), প্রাণ-

---

* অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গত। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত দিগবোধ বা স্থানবোধ যাহাকে Sense of location বলে, তাহাও জ্ঞানগত অনুভব। কর্ণস্থ অংশবিশেষ (Membraneous labyrinth) কাটিয়া দিলে স্থানবোধের বিষম গোল হয়, সেইরূপ চক্ষু বুজিলে, বিশেষতঃ পদতলের ত্বক্ শৈত্যে জমাইয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া দাড়াইলে স্থানবোধ লুপ্ত হইয়া ঘুরিয়া পড়ে। রসনা ও নাসায় দিগ্‌বোধ তত স্ফুট নহে, কিন্তু তীব্র গন্ধ ও স্বাদ বিশেষে ঘূর্ণীভাব দেখা যায়। এই দিগ্‌বোধ জ্ঞানেন্দ্রিয়গত অনুভব। এ বিষয় সম্যক্ জানিতে হইলে পাঠক ফিজিয়লজি (Physiology)-স্থিত Sense of location প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

निद्रादीनां स्मृतिः, यथा वा प्राणप्रणालिकः क्लान्तिपीड़ाद्यः शारीरानुभवः। "अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति"रिति सूत्रात् प्रमाणादिगृहीतविषयस्य धृतिवृत्त्या विधृतस्य चित्तगतस्य बोधः स्मृत्याख्यानुभव इत्येवावगम्यते। तस्मादनुभवः करणगतभावबोधः इति सिद्धम्। प्रमाणात् प्रकाशाल्पत्वात् तस्माच्च ऊहनादिप्रयत्नबाहुल्यसाध्यत्वादनुभवस्य द्वितीये सात्त्विकराजसवर्गेऽन्तर्भावः ॥ २१ ॥

तृतीया शक्तिवृत्तिश्चेष्टा राजसी क्रियाबहुला, तस्याः सङ्कल्पकल्पनावधानानीति त्रयो भेदास्त्रिगुणानुसारिणः। तत्र चेतस्यनुभाव्यमानक्रियायामभिमानप्रयोगः सङ्कल्पस्वरूपम्। यथा गमिष्यामीत्यत्र गमनक्रियाऽनागता, तदनुभावपूर्व्वकं तद्वत आत्मनो भावन सङ्कल्पस्वरूपम्। गमिष्याम्यनागतगमनक्रियावान् भविष्यामीत्यर्थः। क्रियानुस्मृत्या सहात्मसम्बन्धोऽभिमानकृतः।

প্রণালিক ক্লান্তি পীড়াদি শারীরানুভব (বাহ্য)। "অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ স্মৃতি" এই যোগসূত্রানুসারে প্রমাণাদিগৃহীত বিষয়—যাহা ধৃতিবৃত্তির দ্বারা চিত্তগত হইয়া অবস্থান করে, তাহার বোধই স্মৃত্যনুভব হইল। ইহার দ্বারা অনুভবের 'করণগত ভাববোধ' এই লক্ষণ সিদ্ধ হইল। প্রমাণ হইতে প্রকাশগুণের অল্পতা নিবন্ধন এবং তাহা অপেক্ষা উহনাদি-প্রযত্ন(উহন = স্মরণ করিবার চেষ্টা) সাপেক্ষ বলিয়া অনুভব দ্বিতীয় সাত্ত্বিকরাজসবর্গের অন্তর্গত ॥৩১॥

তৃতীয়া বা রাজসী শক্তিবৃত্তি ক্রিয়াবহুলা চেষ্টা। তাহার সঙ্কল্প, কল্পন ও অবধান এই ত্রিগুণানুসারী তিন ভেদ। তন্মধ্যে চিত্তেতে অনুভূত (স্মৃত অথবা কল্পিত) ক্রিয়াতে অভিমান(অস্মিতা) প্রয়োগ সঙ্কল্পস্বরূপ। যেমন "যাইব' এই সঙ্কল্পে গমনক্রিয়া অনাগতা, তাহার অনুভাবপূর্ব্বক নিজকে তদ্‌যুক্তরূপে ভাবন (হওয়ান) সঙ্কল্প। অর্থাৎ 'যাইব' বা অনাগত গমনক্রিয়াবান্ হইব। ক্রিয়ার অনুস্মৃতির সহিত যে আত্মসম্বন্ধ, তাহা অভিমানকৃত।

যা চিত্তচেষ্টাহিতবিষয়ানিতরেতরেষ্বারোপয়তি তৎ কল্পনম্। যথাদৃষ্টহিমগিরিকল্পনম্। চিত্তাহিতপর্ব্বততুহিনানুস্মৃতিপূর্ব্বকং পর্ব্বতাগ্রে তুহিনমারোপ্য হিমাদ্রিঃ কল্প্যতে।

যয়া চ চিত্তচেষ্টয়েন্দ্রিয়াদিবৃত্তৌ চিত্তাবধানং ক্রিয়তে সাবধানচেষ্টা। গমিষ্যামীতি মনোরথমাত্রেণৈব ন গমন ভবতি; তৎসঙ্কল্পানন্তর যয়া চিত্তচেষ্টয়া পাদৌ চলৌ ক্রিয়েতে তৎ কর্ম্মাবধানম্। তথা জ্ঞানাবধান, প্রাণাবধানং, তথা চোহনাখ্যা স্মৃতিহেতুচেষ্টা। জ্ঞানসন্নিকৃষ্টহেতোঃ প্রাধান্যাচ্চ সঙ্কল্পশ্চেষ্টাসু সাত্ত্বিকঃ। কল্পনং রাজস, চাঞ্চল্যবাহুল্যাৎ। অবধানঞ্চ

যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিষয় সকলকে পরস্পরের উপর আরোপিত করে, তাহা কল্পন। সঙ্কল্প ও কল্পন পরস্পরের যোগে কল্পিত-সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পিত-কল্পনা হয়। স্বপ্ন ও তৎসদৃশ অবস্থায় স্বতঃকল্পন বা অভাবিত-স্মর্ত্তব্য চেষ্টা হয়। কল্পনের উদাহরণ যথা, “হিমগিরি কল্পনা,” চিত্তস্থিত পর্ব্বত ও তুহিনের অনুস্মৃতিপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্রে তুহিন আরোপিত করিয়া হিমাদ্রি-কল্পনা করা যায়।

যে চিত্তচেষ্টা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিতে চিত্তাবধান করা যায়, তাহার নাম অবধান-চেষ্টা। শুদ্ধ ‘যাইব’ এইরূপ মনোরথের দ্বারাই গমন হয় না। সেইরূপ সঙ্কল্পনানন্তর যে চিত্তচেষ্টা দ্বারা পাদদ্বয় সচল হয়, তাহা কর্ম্মাবধান। জ্ঞানাবধান, প্রাণাবধান, * উহনরূপ স্মৃতিহেতু চেষ্টা, ইহারাও ঐরূপ অর্থাৎ কর্ম্মাবধানের ন্যায়।

জ্ঞানের সান্নিকর্ষ্য হেতু আর প্রাধান্য-হেতু চেষ্টা সকলের মধ্যে সঙ্কল্প সাত্ত্বিক। চাঞ্চল্যবাহুল্য হেতু কল্পন রাজস। আর অপরিদৃষ্টত্বহেতু অবধান

---

* প্রাণবর্গ তামস বলিয়া তাহাতে তামস অবধানবৃত্তির অতিপ্রাবল্য। প্রাণাবধান প্রাণায়ামরূপ অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যাহৃত হইতে পারে বা প্রবল শোকাদি বৃত্তিতে চিত্ত অবহিত হইলে, তাহা অপহৃত হইতে পারে। তাহাতে শরীর মৃতবৎ হয়। সাধারণতঃ ইহা নিয়তই বর্ত্তমান। অন্যমনস্ক ব্যক্তি শ্রবণাদি করিবার জন্য যে কর্ণাদিতে চিত্তাবধান করে, তাহা জ্ঞানাবধান-চেষ্টা।

तामसमपरिदृष्टत्वात्। सङ्कल्पवत् कल्पनावधाने ग्रपि ग्रभिमान-प्रधान-चलनात्मके। सङ्कल्पः कर्म्म मानसमिति स्मृतेः सङ्कल्पादि-वृत्तीनां क्रियाबहुलता ततश्च चेष्टान्तर्गतत्वमवगम्यत इति ॥३२॥

चेष्टायामभिमानोद्रेकस्यावकटप्रवाहः। यतोऽसावन्तः प्रजायते ततस्तु बहिः कर्म्मेन्द्रियादावागच्छति। बोधे चान्तःप्रवाहाभिमानोद्रेकः विषयस्य वाह्यत्वात् ॥ ३३ ॥

चतुर्थवृत्तिर्विकल्पस्तल्लक्षणं यथाहुः—"शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः" इति। "वस्तुशून्यत्वेऽपि शब्दज्ञानमाहात्म्य-निबन्धनो व्यवहारो दृश्यते।" वास्तवार्थशून्यवाक्यस्य यज्ज्ञानं तदनुपातिनी या चित्तपरिणतिर्जायते स विकल्पः। भाषायां विकल्पवृत्तेरुपकारिता। त्रिविधो विकल्पो यथा सात्त्विको वस्तुविकल्पः, राजसः क्रियाविकल्पस्तामसश्चाभावविकल्पः। आद्यस्योदाहरणं यथा, "चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूप"मिति, "राहोः

তামস। সঙ্কল্পবৎ কল্পন এবং অবধানও অভিমান প্রধান চলনাত্মক ॥ ৩২ ॥

চেষ্টাতে আভিমানিক উদ্রেকের নিম্ন বা বাহ্যাভিমুখ প্রবাহ হয়। যেহেতু অগ্রে উহা অন্তরে জন্মে, তৎপরে বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতে আসে। বোধেতে অভিমানোদ্রেক অন্তঃপ্রবাহ, কারণ বোধোদ্রেকজনক বিষয় বাহ্যে অবস্থিত থাকে ॥ ৩৩ ॥

চতুর্থ বৃত্তি বিকল্প। তাহার লক্ষণ যথা উক্ত হইয়াছে,—'শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বস্তুশূন্য বৃত্তি বিকল্প'। 'বাস্তব বিষয় না থাকিলে শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্য-নিবন্ধন বৈকল্পিক ভাবের ব্যবহার হয়'। বাস্তবার্থশূন্য যে সকল বাক্য, তাহাদের অনুপাতী যে চিত্তপরিণতি হয়, তাহাই বিকল্প। ভাষাতে বিকল্পবৃত্তির অনেক উপকারিতা আছে, যেহেতু ঐরূপ বাস্তবার্থশূন্য অনেক বাক্যের দ্বারা আমরা সদ্বিষয় বুঝি ও বুঝাইয়া থাকি। বিকল্প ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক বস্তু-বিকল্প, রাজস ক্রিয়াবিকল্প ও তামস অভাববিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা,

शिर" इति च । अत्र वस्तुनोरैकत्वेऽपि व्यवहारार्थं तयोर्भेदवचनं वैकल्पिकम् । अकर्त्ता यत्र व्यवहारसिद्ध्यर्थं कर्त्तृवत् व्यवह्रियते स क्रियाविकल्पः । यथा, "तिष्ठति बाणः," ष्ठा गतिनिवृत्ताविति धात्वर्थः गतिनिवृत्तिक्रियायाः कर्त्तृरूपेण बाणो व्यवह्रियते, वस्तुतस्तु बाणे नास्ति तत् क्रियाकर्त्तृत्वमिति । अभावार्थपदाश्रिता चित्तवृत्तिरभावविकल्पः । यथा, "अनुत्पत्तिधर्म्मा पुरुष" इति । "उत्पत्तिधर्म्मस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म्मस्तस्मात् विकल्पितः स धर्म्मस्तेन चास्ति व्यवहार" इति ।

वैकल्पिकौ नित्यव्यवहार्य्यौ दिक्कालौ । यथाहुः—"स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्म्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासत" इति । भूतभाविनौ कालौ शब्दमात्रौ अवर्त्तमानपदार्थौ । तथाच रूपादिधर्म्म-

---

"চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ," "রাহুর শির"। এই সকল স্থলে বস্তুদ্বয়ের একতা থাকিলেও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। অকর্ত্তা যেখানে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্ত্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প। যেমন 'বাণঃ তিষ্ঠতি,' স্থাধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি; সেই গতিনিবৃত্তিক্রিয়ার কর্ত্তারূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্ত্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাববিকল্প। যেমন "পুরুষ উৎপত্তিধর্ম্মশূন্য"। শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাবপদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐবাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তবতা নাই।

নিত্য ব্যবহার্য্য দিক্ ও কাল বৈকল্পিক। যথা উক্ত হইয়াছে,—"সেই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্ম্মিত, শব্দজ্ঞানানুপাতী; ব্যুত্থিতদর্শন লৌকিকগণেরই নিকট তাহা বস্তুস্বরূপে অবভাসিত হয়"। ভূত ও ভাবী কাল অবর্ত্তমান পদার্থ।

शून्यः न कश्चिदवकाशाख्यो बाह्यः प्रमेयो भावपदार्थोऽवशिष्यते, रूपादिशून्यस्य बाह्यस्याकल्पनीयत्वात्। तस्मात् सांख्यनये दिक्कालौ वैकल्पिकत्वेन सम्मतौ। अवास्तवत्वेऽपि वैकल्पिकविषयस्य सिद्धवदसौ व्यवह्रियते। वक्ष्यमाणधृतिवृत्तितुलनया प्रकाशाधिक्यात् विकल्पस्य चतुर्थं राजसतामसवर्गेऽन्तर्भावः॥२४॥

पञ्चमी शक्तिवृत्तिर्धृतिः। ग्रहणधारणोहापोहेत्यादिवाक्यात् धारणवृत्तेर्मौलिकत्वमवगम्यते। यया बाह्येन्द्रियार्पितविषयाः चेतस्याहितास्तिष्ठन्ति सा धारणवृत्तिः। अस्ति सर्व्वबोधस्य बोध्यविषयः, स्मरणबोधस्याप्यस्ति विषयः, न स बहिर्विद्यते, तस्मादन्तर एवास्ति अर्थविषय इत्यनुमीयते। ययासौ विषय अन्तरे विधृतस्तिष्ठति, सा धारणवृत्तिः। चित्तस्य बाह्यकरणार्पितविषयोपजीवित्वात् विषयाधानपरा चित्तस्य वृत्ति-

সেইরূপ রূপাদিধর্ম্মশূন্য করিলে, অবকাশনামক কোন বাহ্য ভাবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, কারণ রূপাদিশূন্য বাহ্যপদার্থ কল্পনীয় নহে। সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে দিক্ ও কাল বৈকল্পিক বলিয়া সম্মত হইয়াছে। বৈকল্পিক বিষয় অবাস্তব হইলেও তাহা সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ ধৃতিবৃত্তির তুলনায় প্রকাশাধিক্য হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজস তামস বর্গে স্থাপয়িতব্য ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চমী শক্তিবৃত্তি ধৃতি *। "গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে ধারণবৃত্তির মৌলিকত্ব জানা যায়। যাহাদ্বারা বাহ্যকরণার্পিত বিষয় অন্তরে আহিত থাকে, সেই শক্তির নাম ধৃতিবৃত্তি। ধৃতিশক্তি এইরূপে অনুমিত হয়। যথা—সমস্ত বোধেরই বোধ্য বিষয় আছে, তজ্জন্য স্মরণবোধেরও বোধ্য বিষয় আছে, কিন্তু সেই বিষয় বাহিরে থাকে না, অতএব তাহা অন্তরে থাকে। যাহাদ্বারা সেই বিষয় অন্তরে বিধৃত থাকে, তাহাই ধৃতি। ধৃতিনামক চিত্ত-

* 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' এই পঞ্চমবৃত্তিকে স্মৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্মৃতিলক্ষণ যোগসূত্রে অনুভব ও ধারণ উভয় অর্থেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এখানে উভয়ার্থ ধৃতি নামই গৃহীত হইল।

वृत्ति. मनस्तु करणशक्तिधारणपरा शक्तिरिति विवेच्यम्। सर्व्वे तु आहितभावा संस्कार इत्यभिधीयन्ते। त्रिविधा चित्तस्य धारणवृत्ति, सात्त्विकी बोध्यधृति: राजसी चेष्टाधृतिस्तामसी रुद्धभावधृतिरिति। तत्राद्या बुद्धविषयाधान, सर्व्वचेष्टाधान मध्या, अन्त्या च निद्रादिरुद्धभावसंस्कार। धृतिवृत्त्याहित-विषयाणामपरिदृष्टभावेन चेतस्यवस्थानात् तस्या. स्थितिस्वरूप-त्वाच्च धृतिवृत्ति पञ्चमी तामसवर्गीयेति ॥ २५ ॥

सुखाद्या नवधा चित्तस्यावस्थावृत्तय सर्व्ववृत्तिसाधारण्य'। तासां तिस्रो बोध्यगतास्तिस्रश्चेष्टागतास्तिस्रश्च धार्य्यगता। शक्तिवृत्तिवदवस्थावृत्तिभिश्चित्तस्य न ज्ञानादिक्रियासिद्धि.। ज्ञानादिक्रियाकाले चित्तस्य यद्यद्भावेनावस्थानम्भवति ता एवावस्थावृत्तय.॥ २६ ॥

বৃত্তি বিষয়ধারণপরা, কারণ বাহ্যকরণার্পিত বিষয়োপজীবিত্ব চিত্তের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর স্থিতিধর্ম্মী মন করণশক্তিধারণপর, ইহা বিবেচ্য। অর্থাৎ করণশক্তি সকল অন্ত করণের সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ স্থানে মন অবস্থিত। তাহাতে অশেষপ্রকার করণপ্রকৃতি আহিত থাকে। সমস্ত আহিত ভাবের সাধারণ নাম সংস্কার। ধারণবৃত্তি ত্রিগুণানুসারে ত্রিবিধ, যথা, বোধ্যধৃতি, চেষ্টাধৃতি ও রুদ্ধভাবধৃতি। প্রথমটী বুদ্ধবিষয় ধারণ করা, দ্বিতীয়টী সর্ব্বচেষ্টা ধারণ করা, আর তৃতীয়টী নিদ্রাদি রুদ্ধভাবের সংস্কার। ধৃতিবৃত্তির বিষয় সকল অপরিদৃষ্টভাবে চিত্তে অবস্থান করে বলিয়া, আর তাহার স্থিতিস্বরূপত্ব হেতু, তাহা পঞ্চম তামসবর্গীয়া ॥ ৩৫ ॥

সুখাদি নয়প্রকার চিত্তের অবস্থাবৃত্তি, তাহারা প্রমাণাদি সর্ব্ব বৃত্তি সাধারণ। তাহাদের মধ্যে তিনটী বোধ্যগত, তিনটী চেষ্টাগত ও তিনটী ধার্য্যগত। শক্তিবৃত্তির ন্যায় অবস্থাবৃত্তির দ্বারা চিত্তের জ্ঞানাদি কার্য্য সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানাদি কার্য্যকালে চিত্তের যে যে ভাবে অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থাবৃত্তি ॥ ৩৬ ॥

तत्र सुखदुःखमोहाः सत्त्वरजस्तमःप्रधाना बोध्यगता अवस्थावृत्तयः। सर्व्वे बोधाः सुखावहा वा दुःखावहा वा मोहावहाः समुत्पद्यन्ते। अनुकूलविषयकृतोद्रेकात् सुखं, प्रतिकूलविषयाच्च दुःखम्। मोहः पुनः सुखस्य दुःखस्य वातिभोगात् सुखदुःखविवेकशून्योऽनिष्टो जड़भावः, यथा भयम् ॥ २७ ॥

रागद्वेषाभिनिवेशाश्चेष्टागतावस्थावृत्तयस्त्रिगुणानुसारिण्यः। रक्तं द्विष्टं वाभिनिविष्टं हि चित्तं चेष्टते। सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः, स्वरसवाहिनी तथारूढ़ा चेष्टावस्थाभिनिवेशः। न मरणत्रासमात्रमभिनिवेशः। तथारूढ़ायाः प्राणादिवृत्तिरूपाया अभिनिविष्टचेष्टाया नाशाशङ्कैव मरणभयात्मिकेति विवेच्यमिति ॥ २८ ॥ *

তাহার মধ্যে সুখ, দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান এই তিন ভাব বোধ্যগত অবস্থাবৃত্তি। সমস্ত বোধই হয় সুখাবহ, নয় দুঃখাবহ, নয় মোহাবহ হয়। অনুকূলবিষয়কৃত উদ্রেক হইতে সুখ ও প্রতিকূল বিষয় হইতে দুঃখ হয়। আর সুখ বা দুঃখের অতিভোগে সুখদুঃখশূন্য অনিষ্ট যে জড়ভাব হয়, তাহা মোহ, যথা ভয় ॥ ৩৭ ॥

রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। রাগযুক্ত, দ্বিষ্ট বা অভিনিবিষ্ট হইয়া চিত্ত চেষ্টা করে। সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক যে চেষ্টা হয়, তাহাই রক্ত চেষ্টা। সেইরূপ দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। আর যে চেষ্টাবস্থা স্বরসবাহিনী বা স্বতঃ-বহনশীল, সেই তথারূঢ় বা সমারব্ধ চেষ্টাবস্থা অভিনিবেশ। মরণত্রাস অভিনিবেশস্বরূপ নহে। প্রাণাদিবৃত্তিরূপ তথারূঢ়া অভিনিবিষ্ট-চেষ্টার নাশাশঙ্কাই মরণত্রাসের স্বরূপ, ইহা বিবেক্তব্য।* ॥৩৮॥

---

* অভিনিবেশ ব্যাখ্যা কালে যোগভাষ্যকার মরণত্রাস-ব্যাখ্যা করাতে অভিনিবেশকে লোকে মরণত্রাসই মনে করে। কিন্তু ভাষ্যকার অভিনিবেশের ফল-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বরূপ-ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার স্বরূপ সূত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयो धार्य्यगतावस्थावृत्तयः। धार्य्यं शरीरं, तत्सम्पर्काद्धार्य्यगतावस्थावृत्तयश्चित्तस्य। जाग्रदवस्था सात्त्विकी, स्वप्नावस्था राजसी, निद्रावस्था तामसी। तथाच शास्त्रम्—

"सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत्।
प्रस्वापनं तु तमसा, तुरीयं त्रिषु सन्ततम्॥" इति।

जागरे चित्तेन्द्रियाधिष्ठानान्यजड़ानि चेष्टन्ते। जाड्यतापन्नेषु ज्ञानकर्म्मेन्द्रियेषु तदनियतस्य अनुव्यवसायाधिष्ठानस्य यदा चेष्टा तदवस्था स्वप्नः। उत्स्वप्ने तु अजाड्यता कर्म्मेन्द्रियाधिष्ठानानाम्। सुषुप्तिलक्षणं यथाहुः—"अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रे"ति। तदा चित्तेन्द्रियाधिष्ठानानां सम्यग्जाड्यत्वम्। उक्तञ्च—"सुषुप्तिकाले सकले विलीने

तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति।" इति।

गुणानामभिभाव्याभिभावकस्वभावादवस्थावृत्तीनामस्थैमावर्त्तनञ्चेति॥ ३८॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ধার্য্যগত অবস্থাবৃত্তি। ধার্য্য শরীর, তাহার সম্পর্কে চিত্তের ধার্য্যগত অবস্থাবৃত্তি হয়। জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী ও নিদ্রাবস্থা তামসী। শাস্ত্র যথা—"সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজোদ্বারা স্বপ্ন ও তমোগুণের দ্বারা সুষুপ্তি হয় জানিবে, তুরীয় অবস্থা তিনেতে সদা বিদ্যমান"। জাগরণে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান সকল অজড়ভাবে থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জাড্যতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা অনিয়ত যে অনুব্যবসায়ের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ চিন্তাস্থান), তাহার যে চেষ্টা, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। উৎস্বপ্ন অবস্থায় (ঘুমিয়ে চলা ফেরা করা) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অজাড্যতা থাকে। সুষুপ্তিলক্ষণ যথা,—"জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাবকারণ যে তমঃ, তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা"। সেই সময় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের সম্যক্ জাড্যতা হয়। যথা উক্ত হইয়াছে,—"সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিলীন হইলে, তমোঽভিভূত সুখরূপ প্রাপ্ত হয়। গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাবক-স্বভাব হেতু অবস্থাবৃত্তি সকলের অস্থিরতা এবং আবর্ত্তন হয়॥৩৮॥

त्रिविधश्चित्तव्यवसायः। सद्व्यवसायोऽनुव्यवसायोऽपरिदृष्टव्यवसायश्चेति। कतिपयशक्ती अधिकृत्यैकदैव यच्चित्तचेष्टितं स व्यवसायः। सद्व्यवसायो ग्रहणमनुव्यवसायश्चिन्तनमपरिदृष्टव्यवसायो धारणम्। ज्ञानेन्द्रियादीनधिकृत्य वर्त्तमानविषयो व्यवसायः सदाख्यः। अतीतानागतविषयोऽनुव्यवसायः स्मृतविषयालोड़नात्मकः। येन चाविद्यमानेन व्यवसायेन निद्रादावपि सदा चित्तपरिणामो जायते, संस्काराश्च येनानुजीवन्ति, सोऽपरिदृष्टव्यवसायः। यथाहुः—

"निरोधधर्म्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्।
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्म्मा दर्शनवर्ज्जिताः॥" इति।

निरोधः समाधिविशेषः, धर्म्मसंस्कारा आहितभावाः, परिणामोऽपरिदृष्टव्यवसायः, जीवनं प्राणाः कार्य्यकारणयोरभेदविवक्षया जीवनं स्वकारणस्यान्तःकरणस्य धर्म्मत्वेनोक्तं, चेष्टा अवधानरूपा, शक्तिश्चेष्टाजननी सर्व्वगतत्वात्मकं तृतीयान्तःकरणं मन

চিত্তের ব্যবসায় তিনপ্রকার। সদ্ব্যবসায়, অনুব্যবসায় ও অপরিদৃষ্টব্যবসায়। কতকগুলি শক্তিকে অধিকার করিয়া যেন একই সময়ে যে চিত্তচেষ্টা হয়, তাহার নাম ব্যবসায়। সদ্ব্যবসায়=গ্রহণ, অনুব্যবসায়=চিন্তন ও অপরিদৃষ্টব্যবসায়=ধারণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে অধিকার করিয়া যে বর্ত্তমান-বিষয়ক ব্যবসায় হয়, তাহাই সদাখ্য। অনুব্যবসায় স্মৃতবিষয়ের আলোড়নাত্মক, তাহা অতীত ও অনাগত বিষয়ক। যে অবিদিত ব্যবসায়ের দ্বারা নিদ্রাদিতেও চিত্তের পরিণাম হয়, আর যাহা দ্বারা সংস্কার সকল অনুজীবিত থাকে, তাহা অপরিদৃষ্টব্যবসায়। যথা, উক্ত হইয়াছে,—"নিরোধ, ধর্ম্মসংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহারা চিত্তের দর্শনবর্জ্জিত ধর্ম্ম"। নিরোধ=সমাধিবিশেষ, ধর্ম্মসংস্কার=আহিতভাব, পরিণাম=অপরিদৃষ্টব্যবসায়, জীবন=প্রাণ, কার্য্য ও কারণের অভেদবিবক্ষায় প্রাণ স্বকারণ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, চেষ্টা=অবধানরূপা, শক্তি=চেষ্টার জননী, অর্থাৎ সর্ব্ব-

"मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयाय सः।
एवं लिङ्ग स सर्व्वत्र प्राणैन परिचाल्यते॥"

इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ज्ञानेन्द्रियादिगतबाह्योद्भवविषयविज्ञानस्रोतःसु प्राणवृत्तिरित्यवगम्यते। चत्वारः खलु बाह्योद्भवबोधाः। ते यथा चैत्तिकप्रमाणं, बुद्धीन्द्रियसाध्यालोचनं ज्ञानं, कर्म्मेन्द्रियस्थोपश्लेषबोधः, तथा चाजिहीर्षाबोध इति। वातपेयान्नरूपस्याहार्य्यस्य त्रैविध्यात् त्रिविध आजिहीर्षाबोधः, श्वासेच्छाबोधः पिपासा च क्षुधा चेति। आहार्य्यस्य बाह्यत्वादाजिहीर्षाबोधः बाह्योद्भवः। तत्र श्वासेच्छादिबोधाधिष्ठाने प्राणस्य मुख्यवृत्तिः। यथाम्नायः—"प्राणो हृदयं," "हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः," "प्राणो ऽत्ता" इत्यादि। उक्तञ्च—

"आस्यनासिकयोर्मध्ये हृन्मध्ये नाभिमध्यगे।
प्राणालय इति प्रोक्तः॥" इति।

অহঙ্কার, ভূত ও বিষয় সকল প্রাণের দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়" ইত্যাদি স্মৃতি হইতে, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগত বাহোদ্ভব বিষয়ের যে বিজ্ঞান, তাহার স্রোতঃ বা মার্গ সকলে প্রাণের স্থান, ইহা জানা যায়। বাহোদ্ভব বোধ চারিপ্রকার, যথা—(১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্য আলোচনবোধ, (৩) কর্ম্মেন্দ্রিয়স্থ উপশ্লেষবোধ, (৪) আজিহীর্ষাবোধ। আজিহীর্ষাবোধ পুনশ্চ ত্রিবিধ, যথা—শ্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা ও ক্ষুধা। ইহাদের ত্রৈবিধ্যের কারণ এই যে, আহার্য্য ত্রিবিধ, যথা—বাত, পেয় ও অন্ন। আর আহার্য্য বাহ্য বলিয়া আজিহীর্ষাবোধ বাহোদ্ভববোধ। উপরি-উক্ত চতুর্ব্বিধ বাহোদ্ভববোধের অধিষ্ঠানের মধ্যে আজিহীর্ষা-বোধাধিষ্ঠানে (অর্থাৎ শ্বাসেচ্ছা-পিপাসা-ক্ষুধা-বোধের অধিষ্ঠানে) প্রাণের মুখ্যবৃত্তি, অন্যত্র গৌণবৃত্তি। শ্রুতি যথা—"প্রাণ হৃদয়," "হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত," "প্রাণ আহারকর্ত্তা" ইত্যাদি। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"মুখ-নাসিকার মধ্যে, হৃদয়মধ্যে ও নাভিমধ্যে (ক্ষুধাস্থানে) প্রাণের আলয়"। চিত্ত

नाभिमध्यगो स्पृष्टबोधाधिष्ठान इत्यर्थः। चित्तेन्द्रियशक्ति-वशगः प्राणस्तेषां बाह्योद्भवबोधाधिष्ठानांशं निर्म्मिमीते ॥ ४५ ॥

शारीरधातुगतबोधाधिष्ठानधारणमुदानकार्य्यम्। "पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पाप"मिति श्रुतेः "उदानजयाज्जल-पङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्चे"ति योगसूत्रात् "उदान उत्-क्रान्तिहेतु"रिति वचनाच्च अपनीयमानादुदानान्मरणव्यापार-शेष इति प्राप्तम्। मरणकाले अग्रे बाह्यबोधचेष्टानिवृत्तिः। उक्तञ्च—"मरणकाले क्षीणेन्द्रियवृत्तिः सन् मुख्यया प्राणवृत्त्याव-तिष्ठते"। तदा शारीरधातुगतबोध एवावशिष्यते, यस्य क्रमशः शरीराङ्गत्यागान्मृतिः। तस्मादुदानः शारीरधातुगतबोधः। स्मर्य्यते च—"शरीरं त्यजते जन्तुश्छिद्यमानेषु मर्म्मसु" इति। मर्म्मसु शारीरधातुगतबोधाधिष्ठानेष्वित्यर्थः। "अथैकयोर्द्ध्व

এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তির বশগ হইয়া প্রাণ তাহাদের বাহ্যোদ্ভব-বোধাধিষ্ঠানাংশ ধারণ করে ॥ ৪৫ ॥

শারীর-ধাতু-গত-বোধাধিষ্ঠান-ধারণ করা উদানের কার্য্য। "পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপের দ্বারা পাপলোকে উদান নয়ন করে," এই শ্রুতি হইতে, "উদানজয়ে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদির সহিত অসঙ্গ অর্থাৎ শরীর লঘু হয়; এবং ইচ্ছা-মৃত্যু-ক্ষমতা হয়," এই যোগসূত্র হইতে, এবং "উদান শরীরত্যাগের হেতু," এই শাস্ত্রবাক্য হইতে অপনীয়মান উদান হইতে মরণব্যাপার শেষ হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল। মরণকালে অগ্রে বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টার নিবৃত্তি হয়। উক্ত হইয়াছে যথা—"মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তিতে অবস্থান করে"। তখন (বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মনিবৃত্তি হইলে) শারীর-ধাতুগত বোধই অবশিষ্ট থাকে, যাহা ক্রমশঃ শরীরাঙ্গ সকল ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়। স্মৃতি যথা—"মর্ম্ম সকল ছিদ্যমান হইলে জন্তু শরীরত্যাগ করে।" মর্ম্ম অর্থাৎ শারীরধাতুগত বোধাধিষ্ঠান। "তাহাদের (নাড়ীর) মধ্যে একের দ্বারা উদান

उदान" इत्यादिश्रुतिभ्य. "सुषुम्ना चोर्द्ध्वगामिनी"ति, "ज्ञाननाडी भवेद्देवि योगिना सिद्धिदायिनी' चेति शास्त्राभ्यामूर्द्ध्वस्रोतस्विन्या सुषुम्नानाड्यां मेरुदण्डमध्यगतायामान्तरबोधस्य मुख्यस्रोतो भूतायामुदानस्य मुख्या वृत्ति, सर्व्वत्र तु सामान्यवृत्तिरिति। उक्तञ्च—"तयैकयोर्द्ध्व सन्नुदानो वायुरापादतलमस्तकवृत्ति'-रिति। चित्तेन्द्रियशक्तिवशगा उदानशक्तिस्तेषां धातुगतबोधाधिष्ठानाम्श विधियते ॥ ४६ ॥

चालनशक्त्यधिष्ठानधारण व्यानकार्य्यम्। "अथ यान्यन्यानि वीर्य्यवन्ति कर्म्माणि यथाग्नेर्मन्थनमाजि सरण दृढस्य धनुष आयमन मिति, "यो व्यान सा वाक्" इत्यादिश्रुतिभ्य स्वेच्छाचालनशक्त्यधिष्ठानधारण व्यानकार्य्यमिति गम्यते। "अत्रैतदेकशत नाडीना तासा शत शतमेकैकस्या द्वासप्ततिर्द्वासप्तति प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरती'ति श्रुते हृदयात्प्रस्थितासु

উর্দ্ধগত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং "সুষুম্না উৰ্দ্ধগামিনী," "সুষুম্না জ্ঞান নাড়ী, তাহা যোগিদের সিদ্ধিদায়িনী" এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে, মেরুদণ্ড মধ্যগত উর্দ্ধস্রোতস্বিনী সুষুম্না নাড়ী যাহা আন্তরবোধের মুখ্যস্রোত, তাহাতে উদানের মুখ্যবৃত্তি, আর সর্ব্বত্র সামান্যবৃত্তি। যথা উক্ত হইয়াছে—"উর্দ্ধগত উদান আপাদতল মস্তকবৃত্তি" (প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য)। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়শক্তির বশগ হইয়া উদান তাহাদের ধাতুগত বোধাধিষ্ঠানাংশ বিধারণ করে॥ ৪৬॥

চালনশক্তির যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য্য। "অগ্নিমথন, ধাবন, দৃঢ়ধনুর আযমন প্রভৃতি যে সকল অন্য বীর্য্যবৎ কার্য্য তাহারা ব্যানের," "যাহা ব্যান, তাহা বাগিন্দ্রিয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্বেচ্ছাচালনশক্তির যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য্য বলিয়া জানা যায়। "হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান সঞ্চরণ করে' এই শ্রুতির দ্বারা হৃদয় হইতে প্রস্থিত নাড়ী সকলেও

नाड़ीषु व्यानवृत्तिरित्यपि च गम्यते । ता हि हृन्मूला नाड्यो रसरक्तादीन् सञ्चालयन्ति । तथाच स्मृतिः—

"प्रस्थिता हृदयात् सर्व्वाः तिर्य्यगूर्द्ध्वमधस्तथा ।
वहन्त्यन्नरसान्नाड्यो दशप्राणप्रचोदिताः ॥" इति ।

अतः स्वेच्छासञ्चालके स्वतःसञ्चालके च शरीरांशे व्यानवृत्तिरिति सिद्धम् । एतयोरन्त्ये च तस्य मुख्यवृत्तिः । इतरकरणशक्तिवशगेन व्यानेन तत्तत्सञ्चालकांशः विध्रियत इति ॥ ४७ ॥

मलापनयनशक्त्यधिष्ठानधारणमपानकार्य्यम् । "निरोजसां निर्गमनं मलानाञ्च पृथक् पृथ"गिति स्मृतेरोजोहीनानां सर्व्वधातुगतमलानां पृथक्करणमेवापानकार्य्यम् । ननु विण्मूत्रोत्सर्गस्तत्कार्य्यं तस्य पायुकार्य्यत्वात् । "पायूपस्थेऽपान"मिति श्रुतेः मूत्रादिमलपृथक्कारके शरीरांशे पाय्वादौ तस्य मुख्यवृत्तिः, सर्व्वगात्रेषु च सामान्यवृत्तिरिति ॥ ४८ ॥

ব্যানের স্থান বলিয়া জানা যায়। সেই হৃদয়মূলা নাড়ী সকল রসরক্তাদিকে সঞ্চালিত করে। স্মৃতি যথা—"হৃদয় হইতে বক্রভাবে উর্দ্ধে ও অধোদিকে নাড়ীগণ প্রস্থিত হইয়াছে। তাহারা দশ প্রাণ প্রেরিত হইয়া অন্নের রস সকল বহন করে"। এই হেতু স্বেচ্ছাসঞ্চালক এবং স্বতঃসঞ্চালক এই উভয় শরীরাংশেই ব্যানের স্থান, ইহা সিদ্ধ হইল। এতন্মধ্যে শেষ বা স্বতঃসঞ্চালক শরীরাংশেই ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। অন্যান্য করণশক্তির বশগ হইয়া ব্যান তাহাদের সঞ্চালক অংশ বিধারণ করে ॥ ৪৭ ॥

মলাপনয়নশক্তির অধিষ্ঠান ধারণ করা অপানের কার্য্য। "নিরোজ মল সকলের পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন করা," এই স্মৃতি হইতে জীবনহীন সর্ব্বধাতুগত মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য্য। বিণ্মূত্রোৎসর্গ অপানের কার্য্য নহে, কারণ তাহারা পায়ুনামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছানুলক কার্য্য। "পায়ু ও উপস্থে অপান" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, মূত্রাদি মল পৃথক্কারক পায়্বাদি শরীরাংশে অপানের মুখ্যবৃত্তি এবং সর্ব্বশরীরে তাহার সামান্যবৃত্তি ॥ ৪৮ ॥

देहोपादाननिर्म्माणशक्त्यधिष्ठानधारणं समानकार्य्यम्। तथा-च श्रुति —"एष ह्येतद्धुतमन्नं समंनयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ती'ति, "यदुच्छ्वासनिश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समान' इति च। अत विविधाहार्य्यस्य देहोपादानत्वेन परि-णामनं समानकार्य्यमिति सिद्धम्। उक्तञ्च—

"पीतं भक्षितमाघ्रातं रक्तपित्तकफानिलात्।
समं नयति गात्राणि समानो नाम मारुतः ॥" इति।

"मध्ये तु समान" इति श्रुतेर्नाभिदेशस्थे आमाशयपक्वाश-यादौ मुख्या समानवृत्तिः। सर्व्वगात्रेषु च तस्य सामान्यवृत्ति-रिति। यथोक्तं योगार्णवे—"सर्व्वगात्रे व्यवस्थित"मिति ॥ ४८ ॥

वाह्योद्भवबोधाधिष्ठानं धातुगतबोधाधिष्ठानं चालकशक्त्य-धिष्ठानं मलापनयनशक्त्यधिष्ठानं देहोपादाननिर्म्माणशक्त्यधिष्ठान-ञ्चेति पञ्चैतेषामधिष्ठानानां सङ्घातः शरीरम्। एभ्योऽतिरिक्तं

দেহের উপাদান (রস রক্ত মাংসাদি) নির্ম্মাণ করিবার যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য্য। শ্রুতি যথা—"এই সমান হুত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহাতে অন্ন সপ্তার্চ্চি হয়'। অন্য শ্রুতি যথা—"উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস রূপ এই দুই আহুতিকে যে সমনয়ন করে সে সমান। অতএব ত্রিবিধ আহার্য্যের (খাদ্য পেয় ও অন্ন) দেহোপাদানরূপে পরিণাম করাই সমানের কার্য্য ইহা সিদ্ধ হইল। যথা উক্ত হইয়াছে— পীত ভুক্ত ও আঘ্রাত আহারকে রক্ত, পিত্ত কফ ও বায়ু হইতে সমনয়ন করা (শরীররূপে) সমান বায়ুর কার্য্য'। "মধ্যে সমান" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাভিদেশস্থ আমাশয় ও পক্বাশয়াদিতে সমানের মুখ্যবৃত্তি আর সর্ব্বত্র তাহার সামান্যবৃত্তি। যথা যোগার্ণবে উক্ত হইয়াছে—"সমান সর্ব্বগাত্রে ব্যবস্থিত" ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যোদ্ভব বোধের অধিষ্ঠান ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠান, চালক শক্তির অধি ষ্ঠান মলাপনয়ন শক্তির অধিষ্ঠান, আর দেহোপাদাননির্ম্মাণ-শক্তির অধিষ্ঠান, এই পঞ্চ অধিষ্ঠানের সঙ্ঘাত শরীর। ইহাদের অতিরিক্ত আর শরীরাং শ

नास्त्यन्यः शरीराणः । प्रकाशाधिक्यात् प्राणः सात्त्विकः, आवृततरत्वादुदानः सात्त्विकराजसः, क्रियाधिक्याद्व्यानः राजसः, अपानः राजसतामसः, स्थित्याधिक्यात् समानश्च तामसः ॥ ५० ॥

ज्ञानकर्म्मेन्द्रियवत् प्राणा अप्यस्मितात्मकाः । श्रुतिश्चात्र— "आत्मन एष प्राणो जायत" इति । अपरिणामित्वाच्चिदात्मनः । आत्मनोऽस्मितायाः इत्यर्थः ।

"सत्त्वात् समानो व्यानश्च इति यज्ञविदो विदुः ।
प्राणापानावाज्यभागौ तयोर्मध्ये हुताशनः ॥"

इति स्मृतेरप्यन्तःकरणात्प्राणोत्पत्तिः सिद्धा । तथाच सांख्यानुशिष्टिः—"सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्चे"ति । अन्तःकरणत्रयाणां प्राणो वृत्तिः परिणाम इति भावः ॥ ५१ ॥

बाह्यकरणानां ज्ञानेन्द्रियेषु प्रकाशगुणस्याधिक्यं क्रियास्थित्योश्चाप्राधान्यं, ततः सात्त्विकं ज्ञानेन्द्रियम् । कर्म्मेन्द्रियेषु

নাই। প্রাণ সকলের মধ্যে আদ্য প্রাণে প্রকাশাধিক্য হেতু তাহা সাত্ত্বিক; তাহা হইতে আবৃততরত্ব-হেতু উদান সাত্ত্বিক রাজস, ক্রিয়াধিক্য হেতু ব্যান রাজস, অপান রাজস তামস; আর স্থিত্যাধিক্য হেতু সমান তামস ॥ ৫০ ॥

জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণও অস্মিতাত্মক। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা— "আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয়," অর্থাৎ আত্মা হই'তে যাহা হইবে, তাহা অভিমানাত্মক হইবে। "বুদ্ধি সত্ত্ব হইতে সমান, অপান, প্রাণ, ব্যান ও তাহাদের মধ্যস্থ হুতাশনরূপ উদান উৎপন্ন হয়," এই স্মৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। সাংখ্যীয় উপদেশ যথা—"অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্যবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু"। অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রয়ের প্রাণ বৃত্তি বা পরিণাম ॥ ৫১ ॥

এক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, এই তিনপ্রকার বাহ্যকরণের একত্র তুলনা হইতেছে। বাহ্যকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রকাশগুণের আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিগুণের অপ্রাধান্য, তজ্জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে

क्रियागुणस्य प्राधान्यं प्रकाशस्थित्योरल्पता, ततः राजसं कर्म्मेन्द्रियम्। प्राणेषु च स्थितिगुणस्य प्राधान्यं प्रकाशगुणस्यास्फुटता तथा स्वेच्छानधीनत्वात् कर्म्मेन्द्रियेभ्यः क्रियागुणस्याप्यपकर्षस्तस्मात् प्राणास्तामसाः ॥ ५२ ॥

आबुद्धि समानान्तानि करणानि। बाह्याश्रितास्तेषां विषयाः। ग्रहणेन ग्राह्यो यथा व्यवह्रियते, स विषयः। ग्राह्यग्रहणयोर्व्यतिषङ्गफलं विषयः। ग्राह्यो विषयद्वारेण गृह्यते, तस्माद्विषयः सम्पर्कफलोऽपि ग्राह्याश्रित इवावभासते। यथा शब्दविषयः ग्राह्याश्रित इव प्रतीयते, वस्तुतस्तु नास्ति ग्राह्यद्रव्ये शब्दः, तत्र घातजन्यो वेपथुरेवास्ति। विषया ग्राह्याश्रितधर्म्मरूपेण ग्राह्याश्च धर्म्माश्रयरूपेण व्यवह्रियन्ते। तस्मान्नास्ति ग्राह्यस्य वास्तवमूलस्वरूपसाक्षात्कारोपायः। गौणेनानुमानादिहेतुना तत्स्वरूपमवगम्यते। विषयास्तु साक्षात्कृतस्वरूपाः।

ক্রিয়াগুণের প্রাধান্য, প্রকাশ ও স্থিতির অল্পতা, তজ্জন্য তাহারা রাজস। প্রাণ সকলে স্থিতিগুণের প্রাধান্য, প্রকাশগুণের অস্ফুটতা, আর স্বেচ্ছার অনধীন বলিয়া ক্রিয়াগুণের কর্ম্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা অপকর্ষ, তজ্জন্য প্রাণ তামস ॥ ৫২ ॥

বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তিই করণ। তাহাদের বিষয় বাহ্যদ্রব্যাশ্রিত। গ্রহণশক্তির দ্বারা গ্রাহ্য যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বিষয়। বাহ্যবিষয় ত্রিবিধ; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কার্য্য, ও প্রাণের বিষয় ধার্য্য। বিষয় গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্কফল। গ্রাহ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়, তজ্জন্য সম্পর্কফল হইলেও বিষয় গ্রাহ্যাশ্রিতের ন্যায় প্রতীত হয়। যেমন শব্দবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত ধর্ম্মরূপে প্রতীত হয়; কিন্তু গ্রাহ্যদ্রব্যে শব্দ নাই, তাহাতে আঘাতজন্য কম্পনমাত্র আছে। বিষয় সকল যেমন গ্রাহ্যাশ্রিত, গ্রাহ্যও তেমনি বিষয়ের আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য বিষয়ের বাস্তব-মূল-সাক্ষাৎকারের উপায় নাই; অনুমানাদি গৌণ হেতুর দ্বারা তাহার সেই মূল-স্বরূপ জানা যায়। বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃতস্বরূপ। করণের নৈর্ম্মল্যবিশেষ

करणप्रसादविशेषात् विषयस्यैव सूक्ष्मावस्था साक्षात्क्रियते न मूलग्राह्यमिति ॥ ५३ ॥

बाह्यधर्म्माश्रयो ग्राह्योऽधुना विचार्य्यते। बोध्यत्वं क्रियात्वं जाड्यत्वञ्चेति ग्राह्यधर्म्माः। तत्र सविशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति पञ्च प्रकाश्यधर्म्माः, अन्ये च बोध्यविषयाः ग्राह्याश्रितबोध्यत्वधर्म्माः। देशान्तरगतिर्बाह्यस्य क्रियात्वधर्म्मलक्षणम्। कर्म्मेन्द्रियैः शरीरं सञ्चाल्य तथा प्रकाश्यविषयपरिणतिं देशान्तरगतिञ्चावलोक्य क्रियात्वधर्म्मा उपलभ्यन्ते। क्रियाबोधका जाड्यत्वधर्म्माः। शारीरबाधां बुद्ध्वा तथा जाड्यत्वापगमार्थे शरीरचालने कर्म्मशक्तिव्ययञ्च बुद्ध्वा, तथाच प्रकाश्यविषयावरणमवलोक्य

অর্থাৎ সমাধি হইতে বিষয়েরই সূক্ষ্মাবস্থা (ভূত-তন্মাত্ররূপ) সাক্ষাৎকৃত হয়, গ্রাহ্যমূলের হয় না ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ গ্রাহ্য অধুনা বিচারিত হইতেছে। বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ইহারা গ্রাহ্যধর্ম্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহ্যধর্ম্ম মূলতঃ এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বগতবৈচিত্র্য সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্যধর্ম্ম এবং অন্য বোধ্যবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত বোধ্যত্বধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণগত অনুভবশক্তির দ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই বোধ্যত্বধর্ম্ম। দেশান্তরগতি বাহ্যের ক্রিয়াত্বধর্ম্মের লক্ষণ। ক্রিয়াত্বধর্ম্ম তিন-প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—(১) কর্ম্মেন্দ্রিয় বা স্বকীয় চালনশক্তির দ্বারা (ইহাতে শরীরে গতি অনুভব হয়), (২) প্রকাশ্যবিষয় বা শব্দাদির পরিণাম দেখিয়া জানা যায় যে, তাহারা ক্রিয়াযুক্ত, (৩) বাহ্যদ্রব্যের দেশান্তরগতি দেখিয়াও ক্রিয়াত্বধর্ম্ম জানা যায়। ক্রিয়ার বোধক ধর্ম্মের নাম জাড্যত্বধর্ম্ম। জাড্যত্ব ধর্ম্মও তিনপ্রকারে বোধগম্য হয়, যথা—(১) শরীরের বাধাবোধ করিয়া অর্থাৎ গতিশীল দ্রব্যের শরীরে লাগিয়া বোধ অথবা গতিশীল শরীরের কোন দ্রব্যের দ্বারা বোধ, এই ক্রিয়াবোধ বুঝিয়া, (২) শরীরচালন জাড্যত্বের অপগম-স্বরূপ, তাহাতে কর্ম্মশক্তি ব্যয় করিয়া (ইহাতে শরীরের জাড্যমাত্র বোধ-

জাড্যত্বধর্ম্মা অবগম্যন্তে। কঠিনতা-তরলতা-বষ্টম্ভতা বায়বীয়তাদয়ঃ জাড্যত্বমূলা বোধাঃ॥ ৫৪॥

প্রত্যেকং বাহ্যদ্রব্যেষু বোধ্যত্বক্রিয়াত্বজাড্যত্বধর্ম্মাণাং কতিপয়বিশেষধর্ম্মা বর্ত্তন্তে। তাদৃংশি ত্রিবিশেষধর্ম্মাশ্রয়দ্রব্যাণি ভৌতিকমিত্যুচ্যন্তে। যথা ঘটপটধাতুপাষাণাদয়ঃ। ক্রিয়াত্বজাড্যত্বয়োরপি বোধ্যত্বাৎ তয়োর্বোধ্যত্বধর্ম্মে উপসর্জ্জনীভাবঃ। দ্বিষ্টো হি বাহ্যবোধ্যত্বধর্ম্মঃ, প্রকাশ্যবিষয়ো বাহ্যোদ্ভবানুভাব্যবিষয়শ্চেতি। তত্র প্রকাশ্যধর্ম্মাণামেব বাহ্যাভিবিধিঃ বিস্তারযুক্ত বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপঃ। বাহ্যজন্যত্বেঽপি নানুভাব্যবিষয়স্য

গম্য হয়); (৩) প্রকাশ্যবিষয় যে শব্দাদি, তাহার আবরণ গোচর করিয়া, অর্থাৎ ব্যবধানদূরত্বাদির দ্বারা জ্ঞানবোধ বোধ করিয়া। কঠিনতা, তরলতা, বায়বীয়তা, বষ্টম্ভিতা প্রভৃতি বোধ সকল জাড্যত্বধর্ম্মমূলক॥ ৫৪॥

প্রত্যেক বাহ্যদ্রব্যে বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্মের কতিপয় বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ ত্রিবিশেষ ধর্ম্মাশ্রয় দ্রব্যকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। যেমন ঘট, পট, ধাতু, পাষাণ প্রভৃতি। ত্রিবিশেষ ধর্ম্মের উদাহরণ যথা—স্বর্ণ একটী ভৌতিক দ্রব্য, উহাতে স্ববিশেষ হরিদ্রাবর্ণরূপ বোধ্যত্বধর্ম্মের বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ স্ববিশেষ শব্দাদিও আছে। ভার বা পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ বিশেষ ক্রিয়াধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়াও আছে। সেইরূপ বিশেষপ্রকারের কঠিনতা এবং অন্যান্য বিশেষপ্রকার জাড্যত্বধর্ম্ম আছে। এইরূপে সমস্ত ভৌতিক দ্রব্যই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্মের আশ্রয়।

ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্মও বোধ্য (নচেৎ কিরূপে গোচর হইবে?)। সেইজন্য বোধ্যত্বধর্ম্মেই তাহাদের উপসর্জ্জনভাব বা বিশেষণভাব থাকে। সেই বাহ্য বোধ্যত্বধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকাশ্য বিষয় (শব্দ স্পর্শাদি) এবং বাহ্যোদ্ভব অনুভবের বিষয়। তন্মধ্যে প্রকাশ্যধর্ম্ম সকলেরই বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্যব্যাপ্তি আছে। বাহ্যজন্য হইলেও অনুভাব্য বিষয়ের (সুখকরত্বাদি) বাহ্যব্যাপ্তি

सुखकरत्वादिः वाह्याभिविधिः। तस्मात् सर्व्वबोध्यत्वक्रियात्व-जाड्यत्वधर्म्मेषु पुरोवर्त्तिनः प्रकाश्यधर्म्माः।' तान् पुरस्कृत्यान्ये उपलभ्यन्ते। तस्मात् प्रकाश्यधर्म्मानुसारत एव स्थूलविषयान् सूक्ष्मविषयेषु विभज्य साक्षात्करणीयम्। प्रत्यक्षविषयाणां प्रकाश्यधर्म्माणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति पञ्च भेदाः। तस्मात् पञ्च एव तत्तद्धर्म्माश्रयाणि साक्षात्कारयोग्यानि भौतिकोपादानानि भूताख्यद्रव्याणि। क्रियात्वजाड्यत्वे परिणामरुद्धता-रूपाभ्यां सामान्यतः भूतेषु समन्वागते ॥ ५५ ॥

आकाशवायुतेजोऽप्क्षितयो भूतानि। तत्र शब्दमयं जड़परिणामिद्रव्यमाकाशम्। तथा स्पर्शादिमया यथाक्रमं वाय्वादयः। प्रकाश्यधर्म्ममूलविभागत्वान्न भूतानि हस्तादिभिः पृथक्करणीयानि। हस्तादिभिर्विभक्तस्य भौतिकस्य भौतिकान्त-

---

স্ফুট নহে। তজ্জন্য সমস্ত বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্মের মধ্যে পুরোবর্ত্তী প্রকাশ্য ধর্ম্ম। তাহাদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া অন্য সব ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য প্রকাশ্যধর্ম্মানুসারেই বাহ্য স্থূলবিষয় সূক্ষ্মবিষয়ে বিভাগ করিয়া সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকাশ্যধর্ম্ম, তাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চ ভেদ আছে। তজ্জন্য সেই পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎকারযোগ্য ভৌতিকোপাদান পঞ্চপ্রকার দ্রব্য আছে, তাহাদের নাম ভূততত্ত্ব। ক্রিয়াত্ব ও জাড্যত্ব ধর্ম্ম, পরিণাম ও রোধকত্বরূপে ভূতেতে সামান্যভাবে অনুগত আছে ॥ ৫৫ ॥

আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পাঁচটী পঞ্চভূতের নাম (কেহ যেন ঐ শব্দের দ্বারা সাধারণ জল, বাতাস, মাটী না বুঝেন)। তন্মধ্যে শব্দময় জড়-পরিণামী দ্রব্য আকাশের লক্ষণ। সেইরূপ স্পর্শাদিময় জড়পরিণামী দ্রব্য সকল যথাক্রমে বায়ুতেজাদি। প্রকাশ্য(প্রত্যক্ষ)-ধর্ম্মমূলকবিভাগ বলিয়া ভূত সকল হস্তাদির দ্বারা পৃথক্করণের যোগ্য নহে। হস্তাদির (অর্থাৎ হস্ত ও তৎসহায় যন্ত্রাদি) দ্বারা বিভাগ করিলে ভৌতিক দ্রব্যের অপর আর এক

रेषु भूतत्त्वानुसारी विभागः स्यात्। निरुद्धापरेषु एकैकेन ज्ञानेन्द्रियेण भूतानि पृथगुपलभ्यन्ते। वितर्कानुगतसमाधौ निरुद्धेषु त्वगादिषु अनिरुद्धेन श्रोत्रमात्रेण यदाह्यं शब्दमयं वस्त्वस्तीति प्रत्यक्षीक्रियते तदाकाशस्वरूपम्। एतेन वाय्वादीनामपि स्वरूपमुक्तम्। केचिद्वदन्ति, न सन्ति शब्दाद्येकैकगुणाश्रयाणि पृथग्भूतानि द्रव्याणि, हस्तादिभिः पृथक्कृतानां तादृशामलाभादिति। लौकिकानामर्व्वाग्दृशां पक्षे तत् सत्यं; नतु योगिनां समाधिबलयुक्तानामिति व्याख्यातम्। तैः पुनरिदमुच्यते, एकस्यैव जड़बाह्यद्रव्यस्य क्रियाभेदाः शब्दादयः, किं

ভৌতিকে অতত্ত্বানুসারী বিভাগ হয়। মনে কর, হিঙ্গুলকে পারদ ও গন্ধকে বিভাগ করিলে, তাহা ভৌতিককে ভৌতিকে বিভাগ করা হইল, তত্ত্বান্তরে বিভাগ হইল না। তবে ভূত সকল কিরূপে পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধ হয়? অপর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভূত সকল পৃথক্ উপলব্ধ হয়। বিতর্কানুগত সমাধিতে ত্বগাদি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বাহ্য "শব্দময় বস্তু আছে" বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাই আকাশের স্বরূপ *। ইহার দ্বারা বায়ু-তেজাদির স্বরূপও ঐপ্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শব্দাদি এক্ একটী গুণের আশ্রয় স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ করিয়া তাদৃশ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষের পক্ষে তাহা সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগিদের পক্ষে তাহা সত্য নয়, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ হস্তাদির দ্বারা পৃথক্‌করণযোগ্য না হইলেও তাঁহারা সমাধিস্থৈর্য্যবলে ঐ পাঁচটী ভাব পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা পুনরায় বলে, একই জড় বাহ্যদ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্দস্পর্শাদি; অতএব

---

* পরিশিষ্ট § ২ দ্রষ্টব্য।

पञ्चद्रव्यकल्पनेनेति। शब्दादीनां क्रियाजन्यत्वात् न च शब्दाश्रयस्य बाह्यद्रव्यस्य यस्य क्रियाभ्यः शब्दादय उत्पद्यन्ते, तस्यास्ति प्रत्यक्षयोग्यता। बाह्यस्यानुमेयमप्रत्यक्षयोग्यं मूलमस्मितात्मकमुपरिष्टात् प्रतिपादयिष्यामः। बाह्यमूलाया अस्या अस्मितायाः परिणामभेदा एव शब्दादीनामाश्रयद्रव्याणि। येषामस्मितात्मकं बाह्यमूलमननुमतं, तेषां शब्दाद्याश्रयद्रव्यं सर्व्वथाप्रमेयं स्यात्। अप्रमेयद्रव्यमेकमनेकं वेति न विचार्य्यम्। किञ्च प्रत्यक्षधर्म्मानुसारत एव भूतविभागः। सूक्ष्मातिसूक्ष्ममपि बाह्यभावं साक्षात्कुर्व्वतः पञ्चधैव बाह्योपलब्धिः स्यात्॥ ५६॥

यथा लौकिकैस्त्रिविशेषधर्म्माश्रयाणि भौतिकद्रव्याणि सन्तीति निश्चीयते, तथा योगिभिरपि भूततत्त्वं साक्षात्कुर्व्वद्भिः

পঞ্চ দ্রব্য কল্পনা করিবার কাষ কি? তাহাদের সংশয়ের উত্তর এই—শব্দাদি ক্রিয়াজন্য, অতএব শব্দাদির আশ্রয় যে বাহ্যদ্রব্য, যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। বাহ্যের অপ্রত্যক্ষযোগ্য অনুমেয় অস্মিতাস্বরূপ মূল আমরা পরে প্রতিপাদিত করিব। সেই অস্মিতাস্বরূপ বাহ্যমূলের পরিণাম ভেদই শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য। যাঁহারা অস্মিতাত্মক বাহ্যমূল স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য সর্ব্বথা অপ্রমেয় হইবে। সেই অপ্রমেয়দ্রব্য এক কি অনেক, তাহা বিচার্য্য নহে। অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, সেই বাহ্য মূলদ্রব্য একই হইবে, পঞ্চ হইবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষীভূতধর্ম্মানুসারে ভূতবিভাগ করা হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহ্যদ্রব্য সাক্ষাৎকারকালেও পঞ্চপ্রকারেই বাহ্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহা পঞ্চভাবেই প্রত্যক্ষ হয়, এক বলিয়া কখনও হয় না, তজ্জন্য ভূতরূপ প্রত্যক্ষতত্ত্ব পঞ্চ বলাই সঙ্গত॥ ৫৬॥

লৌকিকগণ বোধ্যত্বাদি তিনপ্রকার ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ ভৌতিক পদার্থ আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ নিশ্চয় করে, সেইরূপ

शब्दादीकैकधर्म्माश्रयिणो बाह्यभावा निर्णीयन्ते। यथा वा लौकिकाः हाटकरूप्यकादिषु भौतिकानि विभज्य शिल्पादौ प्रयुञ्जन्ते, तथा योगिभिरपि सर्व्वभौतिकेषु शब्दमयादीनि भूताख्यानि पञ्चद्रव्याणि साक्षात्कुर्व्वद्भिस्त्रिकालदर्शनादौ तानि प्रयुज्यन्ते। भूतलक्षणं यथाहुः—

"शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पर्शलक्षणः ।
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः ।
धारिणी सर्व्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा ॥"इति ॥ ५० ॥

घातमन्थनादिजन्यत्वात् क्रियात्मकाः शब्दादय इति प्राग्व्याख्यातः। तत्र शब्दगुणस्याव्याहतता विश्वतःप्रसार्य्यता तदितरतुलनया च पुष्कलग्राह्यता, ततः शब्दाश्रयमाकाशं सात्त्विकम्। तापादेः शब्दादप्रसार्य्यतादर्शनाद्वायुः सात्त्विकराजसः।

যোগিগণ ভূততত্ত্বসাক্ষাৎকারকালে শব্দাদি এক এক প্রকার ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত বাহ্যভাব প্রত্যক্ষনিশ্চয় করেন। আর যেমন লৌকিকগণ স্বর্ণরৌপ্যাদিতে ভৌতিক পদার্থ বিভাগ করিয়া শিল্পাদিতে প্রয়োগ করে, সেইরূপ যোগিগণও ভৌতিকের ভিতর শব্দাদি এক এক গুণময় ভূতনামক পঞ্চ ভিন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহা ত্রিকালদর্শনাদিতে প্রয়োগ করেন *। ভূতলক্ষণ স্মৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ, অপ্ রসলক্ষণ এবং সর্ব্বভূতের ধারিণী পৃথ্বী গন্ধলক্ষণা ॥ ৫০ ॥

ঘাত-মন্থনাদি-জন্য বলিয়া শব্দাদিরা ক্রিয়াত্মক, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দগুণের চতুর্দ্দিকে প্রসার, অব্যাহততা এবং অপর সকলের তুলনায় অধিকতম গ্রাহ্যতা দেখা যায়, তজ্জন্য শব্দাশ্রয় আকাশ সাত্ত্বিক। তাপাদির শব্দাপেক্ষা অপ্রসার্য্যতা দেখা যায় বলিয়া বায়ু সাত্ত্বিক-

---

* পরিশিষ্ট § ৫ দ্রষ্টব্য।

तदुभयाभ्यां रूपस्य व्याहततरः प्रसारः तथा चाशुसञ्चाराच्च तस्य क्रियाधिक्यं, ततस्तेजो राजसम्। रसो गन्धात् सूक्ष्मक्रियात्मक-स्तस्मात् अब्भूतं राजसतामसम्। स्थूलक्रियात्मकत्वाद्गन्धस्य चितिभूतं तामसम्। स्मर्य्यते च—"अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्च धातवः" इति। पञ्च धातवः पञ्च भूतानीत्यर्थः॥ ५८॥

षड्जर्षभ-नीलपीत-मधुराम्लादयः शब्दादिगुणानां विशेषाः। सौक्ष्म्याद्यत्र षड्जादयः भेदाः प्रत्यस्तमिता भवन्ति, तदविशेष-शब्दादिमात्राश्रयं बाह्यद्रव्यं तन्मात्रम्। स्थूलस्य सूक्ष्मसङ्घात-जन्यत्वात् तन्मात्रं भूतकारणम्। भूतवत् तन्मात्रमपि प्रत्यक्ष-तत्त्वं, नानुमेयम्। प्रत्यक्षेण यस्य तत्त्वमुपलभ्यते तत्प्रत्यक्ष-तत्त्वम्। उक्तमिन्द्रियाणां विषयात्मकक्रियावाहकत्वम्। समाधिना स्थैर्य्यकाष्ठाप्राप्तेषु इन्द्रियेषु तेषां विषयात्मचाञ्चल्य-ग्राहकताभावे च प्रत्यस्तमयते विषयज्ञानम्। प्रागस्तगमना-

---

রাজস। তদুভয় হইতে রূপের প্রসার আরও বাধনযোগ্য (অর্থাৎ শব্দ ও তাপ যাহার দ্বারা বাধিত হয় না, রূপ তাহার দ্বারাও বাধিত হয়), এবং তাহা আশু-সঞ্চারী বা ক্রিয়াধিক বলিয়া তেজঃ রাজস। গন্ধ হইতে রস সূক্ষ্মক্রিয়াত্মক, তজ্জন্য অপ্ রাজস-তামস। আর গন্ধের স্থূলক্রিয়াত্মকত্ব হেতু ক্ষিতিভূত তামস। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চভূত উৎপাদন করে" (ভারত)॥ ৫৮॥

ষড্জ, ঋষভ; নীল, পীত, মধুর, অম্ল প্রভৃতিরা শব্দাদি গুণ সকলের বিশেষ। সূক্ষ্মতাবশতঃ যেখানে ষড্জাদি-ভেদ একীভূত হইয়া যায়, সেই অবিশেষ শব্দাদিমাত্রের আশ্রয়ভূত বাহ্যদ্রব্য তন্মাত্র। স্থূল সকল সূক্ষ্মের সঙ্ঘাত জন্য বলিয়া তন্মাত্র স্থূলভূতের কারণ। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রও প্রত্যক্ষতত্ত্ব, অনুমেয়-মাত্র নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহার তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষতত্ত্ব। ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়াত্মক ক্রিয়ার বাহক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সমাধিদ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণরূপে অচঞ্চল হইলে বিষয়জ্ঞান প্রত্যস্তমিত হয়। বিষয়-

इति स्थिरैरैन्द्रियप्रणालिकया उह्यमानातिसूक्ष्मवैषयिकक्रियैकी यद्बाह्यज्ञानमुत्पादयति तत् तन्मात्रस्वरूपम् । तदाति-स्थैर्य्यत्वादिन्द्रियाणां स्थूलक्रियात्मानो विशेषविषयाः सूक्ष्मया एकयैव दिशा गृह्यन्ते । तस्मात् तन्मात्राणि अविशेषा इत्यु-च्यन्ते । यथोक्तम्—

"तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ।
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः ॥" इति ।

विशेषाः षड्जादयस्तद्रहिता अविशेषा इत्यर्थः । यथोक्तम्— "विशेषाः षड्जगान्धारादयः शीतोष्णादयः नीलपीतादयः कषायमधुरादयः सुरभ्यादयः" इति । विशेषरहितत्वात्तानि शान्ततादिशून्यानि । शान्तः सुखकरः घोरः दुःखकरः मूढो मोहकर इति । बाह्यस्य नीलपीतादिविशेषगुणेभ्य एव सुखादि-करत्वं, तद्रहितस्याविशेषस्यैकरसस्य तन्मात्रस्य नास्ति सुखादि-

---

জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, অতিস্থির ইন্দ্রিয়ের প্রণালীদ্বারা সূক্ষ্ম বৈষয়িক ক্রিয়া গৃহীত হইয়া যাইয়া যে বাহ্যজ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই তন্মাত্রের স্বরূপ। তখন ইন্দ্রিয়গণের অতিস্থৈর্য্যহেতু স্থূলচাঞ্চল্যাত্মক বিশেষ-বিষয়গণ, সকলেই একমাত্র সূক্ষ্মপ্রকারে গৃহীত হয়, তজ্জন্য তন্মাত্রগণকে অবিশেষ বলা যায়। যথা উক্ত হইয়াছে—"সেই সেই গুণের মধ্যে তাহা মাত্র বলিয়া (অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি) তন্মাত্র নাম হইয়াছে। তাহারা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে, অবিশেষ মাত্র"। অবিশেষ বা বিশেষরহিত, বিশেষ ষড়্জাদি। যথা উক্ত হইয়াছে—"বিশেষ ষড়্জগান্ধারাদি, শীতোষ্ণাদি, নীলপীতাদি, কষায়মধুরাদি, সুরভ্যাদি"। শান্ত সুখকর, ঘোর দুঃখকর, মূঢ় মোহকর। বাহ্যদ্রব্যের নীলপীতাদি বিশেষ গুণ হইতেই সুখদুঃখাদিকরত্ব হয়, নীলাদিবিশেষরহিত একরস তন্মাত্র তজ্জন্য সুখাদিকর নহে। তন্মাত্র-

करत्वमिति। तन्मात्राणि यथा—शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति। तानि यथाक्रममाकाशादीनां कारणानि। शब्दादिगुणानां यातिसूक्ष्मावस्था तदाश्रयं द्रव्यमेव तन्मात्रम्। यथोक्तं भास्कराचार्य्येण वासनाभाष्ये—"गुणस्यातिसूक्ष्मरूपावस्थानं तन्मात्रशब्देनोच्यते" इति। सूक्ष्मगुणाश्रयस्याविरलद्रव्यस्य सूक्ष्मैकोऽवयवः परमाणुः। भूतवत् तन्मात्राण्यपि ज्ञानेन्द्रियमात्रग्राह्याणि। निरुद्धेष्वपरेष्वेकेनैव ज्ञानेन्द्रियेण विचारानुगतसमाधिस्थिरेण गृह्यमाणानि तानि पृथगुपलभ्यन्ते ॥ ५९ ॥

तन्मात्रेभ्यः परः सूक्ष्मो ग्राह्यो भावो न प्रत्यक्षयोग्यः। भूततन्मात्रयोः स्वरूपप्रत्यक्षं तत्त्वसाक्षात्कारे समासत उपपादयिष्यामः। तन्मात्रकारणं न ग्राह्यत्वेन प्रत्यक्षीभवति। तत्तु अनुमानेन निर्णीयते। योगिना परमप्रत्यक्षपूर्व्वकं हि तदनु-

---

গণ যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহারা যথাক্রমে আকাশাদির কারণ। শব্দাদি গুণ সকলের যে অতি সূক্ষ্মাবস্থা, তাহার আশ্রয়দ্রব্যই তন্মাত্র। ভাস্করাচার্য্যকর্তৃক বাসনাভাষ্যে যথা উক্ত হইয়াছে—"গুণের অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থানই তন্মাত্র শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে"। তাদৃশ সূক্ষ্মগুণাশ্রয় অবিরল দ্রব্যের একাবয়বই পরমাণু। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রগণও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া একটীমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিচারানুগত সমাধির দ্বারা স্থির করিয়া গ্রহণ করিলে তন্মাত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয় ॥ ৫৯ ॥

তন্মাত্র হইতে পর সূক্ষ্ম গ্রাহ্যভাব আর প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ভূত ও তন্মাত্রের স্বরূপপ্রত্যক্ষ তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিব। তন্মাত্রের কারণ পদার্থ গ্রাহ্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তাহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। যোগিদের পরমপ্রত্যক্ষপূর্ব্বক সেই অনুমান হয়। তন্মাত্র সাক্ষাৎ-

মানম্। তন্মাত্রসাক্ষাৎকারে বিষয়স্য সূক্ষ্মচাঞ্চল্যাত্মকত্ব-মনুভূয়তে, তত ইন্দ্রিয়াণামপি অভিমানাত্মকত্বমুপলভ্যতে। তস্য চাভিমানস্য, গ্রাহ্যক্রতীদ্রেকাজ্জ্ঞানম্। যদভিমানং চালয়তি তদভিমানসজাতীয়ং স্যাদিতি। তস্মাদ্‌গ্রাহ্যমভি-মানাত্মকমিত্যনয়া দিশা গ্রাহ্যমূলগ্রহণয়োঃ সজাতীয়ত্বং নির্ণীয়তে। ৫০ ॥

সতঃ বিষয়াশ্রয়দ্রব্যস্য বাহ্যমূলস্য গত্যন্তরাভাবাদপি অভিমানাত্মকত্বকল্পনং যুক্তম্। সদ্বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষে ভাবে গৃহ্যমাণ-ধর্ম্মৈঃ বিশিষ্টা সম্প্রজায়তে, অপ্রত্যক্ষে চ ভাবে পূর্ব্বজ্ঞাতধর্ম্মৈর্বিশিষ্টা

কারকালে বিষয়ের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য স্বরূপতা উপলব্ধি হয় (সমাধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তিকে সম্পূর্ণ স্থির করিলে বিষয়জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্যকে শ্লথ করিলে তন্মাত্রজ্ঞান হয়, এইরূপ অনুভব করিয়া বিষয়ের চাঞ্চল্যাত্মকত্ব অনুভূত হয়)। আর তন্মাত্র সাক্ষাৎকারের পর ইন্দ্রিয়গণও যে অভিমানাত্মক, তাহা উপলব্ধি হয়। সেই অভিমানের গ্রাহ্যকৃত উদ্রেক হইতে জ্ঞান হয়। যাহা অভিমানকে চালিত করে, তাহা অভিমান সজাতীয় হইবে। তজ্জন্য গ্রাহ্য অভিমানাত্মক। এইপ্রকারে গ্রাহ্য মূল যে অভিমানাত্মক, তাহা যোগিগণ পরম প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অনুমান করেন (লৌকিকগণের পরম প্রত্যক্ষ না থাকিলেও ঐপ্রকারের যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় হয়)॥ ৬০ ॥

সৎ, বাহ্যমূল, বিষয়াশ্রয় দ্রব্যকে, গত্যন্তরাভাবেও অভিমানাত্মক বলিয়া কল্পনা করা যুক্ত, অর্থাৎ তাহা 'আছে' বলিয়া জানা যায়, কিন্তু অভিমানস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপে কল্পনা করা যুক্ত হয় না। তাহার কারণ এই, সদ্বুদ্ধি প্রত্যক্ষ দ্রব্যে গৃহ্যমাণ শব্দাদিধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়, যেমন "কৃষ্ণবর্ণ, শব্দকারী মেঘ আছে"। আর অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুমান ও আগমের দ্বারা নিশ্চেয় বিষয়ে পূর্ব্বজ্ঞাত ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়। যেমন দূরস্থ ধূমদণ্ডের নীচে "অগ্নি আছে," এইরূপ সদ্বুদ্ধিতে অগ্নি পূর্ব্বজ্ঞাত ধর্ম্মসমষ্টি, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। সদ্বুদ্ধি কখনও

उत्पद्यते, नाविशिष्टा सद्बुद्धिः स्यातुमुत्सहते। अप्रत्यक्षस्य वाह्यमूलस्य सत्ता स्वमाहात्म्येनैवोपतिष्ठते, सा च सद्बुद्धिः कैरेव धर्म्मैः विशिष्टा कल्पनीया स्यात्। न रूपादिधर्म्मास्तत्र कल्पनीयाः, वाह्यमूले तदभावात्। तस्माद्गत्यन्तराभावादान्तरद्रव्यधर्म्मा एव तत्र कल्पनीया। यतः 'वाह्यस्य रूपादेरान्तरस्य चाभिमानादेरतिरिक्तो वस्तुधर्म्मो नास्माभिर्ज्ञायते। सर्व्वाऽप्रत्यक्षज्ञेयपदार्थसत्ता वाह्यैर्वान्तरैर्वा धर्म्मैरेव विशिष्टा कल्पनीया॥ ६१॥

अतः सिद्धं वाह्यमूलस्याभिमानात्मकत्वम्। यस्य तदभिमानः, स विराट्पुरुष इत्यभिधीयते। अस्मत्तुलनया तस्य निरतिशयमहत्त्वम्। तथाच शास्त्रम्—

অবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎ শুধু "আছে" এরূপ জ্ঞান হয় না, "কিছু আছে" এইরূপ হয়। 'আছে' বলিলে তাহার সঙ্গে 'কিছু'ও কল্পনীয়। অপ্রত্যক্ষ যে বাহ্যমূল (তন্মাত্রের কারণ), তাহার সত্তা স্বমাহাত্ম্যেই উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়কে যাহা উদ্রিক্ত করিতেছে, সেইরূপ কিছু অবশ্যই বর্ত্তমান আছে। সেই সদ্বুদ্ধিকে কোন্ ধর্ম্ম সকলের দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা উচিত? রূপাদি ধর্ম্ম তাহাতে কল্পনীয় নহে, কারণ বাহ্যমূলে তাহা নাই। তজ্জন্য গত্যন্তরাভাবে তাহাকে আন্তরদ্রব্যের সধর্ম্মক বলিয়া কল্পনা করা উচিত, কারণ বাহ্য রূপাদি এবং আন্তর অভিমানাদির অতিরিক্ত বস্তুধর্ম্ম আর আমরা জানি না। সমস্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞেয় পদার্থের সত্তা হয় আন্তর, নয় বাহ্য, এই উভয়প্রকার ধর্ম্মের একজাতীয় ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া কল্পনা করাই যুক্ত কল্পনা। (সকল সত্তাই বাহ্য ও আন্তর দুইপ্রকার ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া কল্পনীয়। তন্মধ্যে যখন বাহ্যমূলে রূপাদি ধর্ম্ম নাই ইহা নিশ্চয়, তখন তাহাকে আন্তরধর্ম্মযুক্ত বলিয়া কল্পনা করাই যুক্ত)॥ ৬১॥

এই সকল হেতু বশতঃ বাহ্যমূলের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল। যে পুরুষের সেই অভিমান, তাঁহার নাম বিরাট্ পুরুষ। আমাদের তুলনায় তাঁহার

"यदा प्रबुद्धो भगवान्, प्रबुद्धमखिलं जगत्।
तस्मिन् सुप्ते जगत् सुप्तं, तन्मयञ्च चराचरम्॥" इति।

सुप्तिजागराभ्यां चेज्जगतः लयाभिव्यक्ती, तदा तयोराश्रयभूतं विराट्पुरुषस्यान्तःकरणमेव जगदात्मकमिति सिद्धम्॥ ६२॥

येषान्तु पुरुषविशेषस्येच्छासम्भूतमिदं जगत्, तत्रापि जगतः अभिमानात्मकत्व स्यात्। इच्छाया अन्तःकरणवृत्तिता प्राग्व्याख्याता, सा चेज्जगतः एकमेव कारणं, तदा जगन्मूलतः अन्तःकरणात्मक स्यादिति। ग्राह्यात्मकं वैराजाभिमानं भूतादीति आख्यायते। ग्रहणे यः प्रकाश्यधर्म्मः ग्राह्यतापन्नायामस्मितायां स बोध्यत्वधर्म्मत्वेन भासते। तथा ग्रहणे यः प्रवृत्तिधर्म्मः ग्राह्ये तत्क्रियात्वम्। ग्रहणे च यदावरणं ग्राह्ये तज्जाड्यत्वम्।

নিরতিশয় বৃহত্ত্ব। শাস্ত্র যথা—"যখন ভগবান্ প্রবুদ্ধ হন, তখন অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, আর যখন তিনি সুপ্ত হন, তখন সমস্ত জগৎ সুপ্ত হয়, এই চরাচর তন্ময়"। সুপ্তি এবং জাগরণ হইতে যদি জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে সেই দুই বৃত্তির আশ্রয়ভূত বিরাট্ পুরুষের অন্তঃকরণ বা অস্মিতাই যে জগদাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৬২॥

যাঁহাদের মতে এই জগৎ কোন পুরুষ-বিশেষের ইচ্ছা সম্ভূত, তাঁহাদের মতেও জগতের অভিমানাত্মকত্ব হইবে। তাহার কারণ এই, ইচ্ছা যে অন্তঃকরণধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যদি জগতের একমাত্র কারণ হয় (নিমিত্ত ও উপাদান), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক হইবে। গ্রাহ্যের আত্মভূত বৈরাজাভিমানকে ভূতাদি বলে। গ্রহণের দিকে যাহা প্রকাশ্যধর্ম্ম, অস্মিতা গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্বধর্ম্মরূপে প্রতিভাসিত হয়। সেইরূপ গ্রহণে যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টা ধর্ম্ম, গ্রাহ্যে তাহা ক্রিয়াত্বধর্ম্ম। আর গ্রহণে যাহা আবরণ, গ্রাহ্যে তাহা জাড্যত্ব। বিরাট্ পুরুষের সক্রিয় অস্মিতার দ্বারা আমাদের অস্মিতা ক্রিয়াশীল হইলে বাহ্যজ্ঞানোদ্রেক হয়। বিরাটের অভিমান চাঞ্চল্যের মধ্যে যাহা প্রকাশাধিক, তাহা হইতে বোধ্যত্বধর্ম্ম-প্রতীতি হয়;

ग्रहणभावस्याधिकरणं कालः, ग्राह्यभावस्य दिक् । परिणामस्यानन्त्यात् कालावकाशयोरनन्तता प्रतीयते । अतः सत्त्वक्रियाधिकरणभूतौ देशकालौ अपरिमेयौ । ग्रहणात्मिकाया अस्मितायाः याः पञ्चधा परिणतयः ग्राह्यतापन्नास्ता एव पञ्च भूततन्मात्ररूपा बाह्यभावाः । यथा ग्रहणे गुणविभागस्तथैव ग्राह्ये ॥ ६२ ॥

न भूतात् तत्त्वान्तरं भौतिकम् । प्रकाश्यकार्य्यधार्य्यधर्म्माणां सङ्कीर्णग्रहणमेव भौतिकस्वरूपम् । चाञ्चल्यात् स्थूलेन्द्रियस्य तथा ग्रहणम् । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति पञ्च

সেইরূপ ক্রিয়াধিক ও আবরণাধিক চাঞ্চল্য হইতে ক্রিয়ার ও জাড্যের ধর্ম্ম-প্রতীতি হয়। গ্রহণভাবের অধিকরণ কাল এবং গ্রাহ্যভাবের অধিকরণ দিক্। পরিণামের অনন্ততা অর্থাৎ এতপরিমাণ পরিণাম হইবে, আর হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম বা সঙ্কোচক হেতু না থাকাতে, দিক্ ও কালের অনন্ততা প্রতীতি হয়। তজ্জন্য সত্ত্বক্রিয়ার অধিকরণ দিক্ ও কাল অপরিমেয়। গ্রহণাত্মিকা অস্মিতার যে পঞ্চধা পরিণতি, গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া সেই পঞ্চপ্রকার পরিণতিই ভূত ও তন্মাত্র স্বরূপ বাহ্যভাব হয়। যেমন গ্রহণে গুণের বিভাগ, তেমনি গ্রাহ্যেও গুণ বিভাগ ॥ ৬২ ॥

ভূত হইতে ভৌতিক তত্ত্বান্তর নহে, অর্থাৎ ভূতেরও যেমন নীলপীতাদি গুণ, ভৌতিকেরও তদ্রূপ। প্রকাশ্য কার্য্য এবং ধার্য্য ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গ্রহণই ভৌতিকের স্বরূপ। * স্থূলেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হেতু সেইরূপ গ্রহণ হয়। শব্দ,

---

* সাধারণ চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু বহুবিধ শব্দাদি বিষয় যথায় যুগপত্তর ন্যায় গৃহীত হয়, তাহাই ভৌতিক দ্রব্য। ভূত ও ঘটাদি ভৌতিকের ইহাই প্রভেদ, গুণের কোন পার্থক্য নাই। ঘট প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দাদি-ধর্ম্মের সমষ্টি কিন্তু সেই ধর্ম্ম সকল ঘট জ্ঞান কালে চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু সঙ্কীর্ণভাবে উদিত হয়। তাহাই ঘট নামক ভৌতিক। স্থির চিত্তের দ্বারা ঘটের রূপাদি ধর্ম্ম পৃথক উপলব্ধি করিতে থাকিলে ঘটরূপ ভৌতিক ভাব অপগত হইয়া তথায় তেজাদি ভূতের প্রতীতি হয়।

প্রকাশ্যবিষয়াঃ, বাক্যশিল্পগম্যসর্জ্জ্যজন্যানীতি পঞ্চ কার্য্যবিষয়াঃ, তথাচ বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানং চালনশক্ত্যধিষ্ঠানং অপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানং সমনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানমিতি পঞ্চ ধার্য্যবিষয়াঃ, যেষাং সঙ্ঘাতঃ শরীরমিতি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যাতানি তত্ত্বানি। সর্গপ্রতিসর্গাবুচ্যেতে। অনাদী প্রধানপুরুষৌ উপাদাননিমিত্তভূতৌ করণানাম্। বিদ্যমানে কারণে প্রতিবন্ধাভাবে চ কার্য্যস্যাপি বিদ্যমানতা স্যাদিতি নিয়মাৎ করণান্যনাদীনি। যথাহুঃ—"ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিসংযোগঃ" ইতি। তথাচ—'অনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগঃ" ইতি। তথাচ গৌপবনস্মৃতিঃ—"নিত্যো মনোঽনাদিত্বাৎ, ন হ্যমনা পুমাংস্তিষ্ঠতী"তি। অগ্নিবেশ্যস্মৃতিশ্চাত্র—

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়। বাক্য, শিল্প, গম্য, সর্জ্য ও জন্য এই পঞ্চ কার্য্যবিষয়। আর বাহ্যোদ্ভববোধ, ধাতুগতবোধ, চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তির অধিষ্ঠানই ধার্য্যবিষয়। তাহাদের সঙ্ঘাতই শরীর ॥ ৬৪ ॥

তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হইতেছে। উহার বিশেষজ্ঞান অনুমেয় নহে বলিয়া শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে। অনাদি পুরুষ ও প্রধান করণ সকলের নিমিত্ত ও উপাদান ভূত। কারণ বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য্যও বিদ্যমান থাকিবে, এই নিয়ম হেতু করণ সকলও অনাদি। যখন পুরুষ ও প্রধান করণ সকলের কেবলমাত্র কারণ, এবং তাহারা যখন অনাদি বিদ্যমান আছে, আর কার্য্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ তৃতীয় পদার্থ যখন বর্তমান নাই, তখন তাহাদের কার্য্য সকলও অনাদি বর্তমান বলিতে হইবে। যথা উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্মী সকলের অনাদি-সংযোগ হেতু ধর্ম্ম সকলেরও অনাদি সংযোগ দেখা যায়"। "পুংপ্রকৃতির অনাদি অর্থঘটিত সংযোগ" (যোগভাষ্য)। গৌপবনস্মৃতি যথা—"মন নিত্য, অনাদির হেতু; পুরুষ কখনও অমনা থাকে না"।

"सोऽनादिना पुण्येन पापेन चानुबन्धः परेण निर्मुक्तोऽनन्ताय कल्पते" इत्यादि शास्त्रशतेभ्योऽपि पुरुषस्यानादिकरणवत्ता सिध्यति। करणानि लिङ्गशरीरमित्युच्यन्ते। लिङ्गशरीराणामसङ्ख्यत्वदर्शनादसङ्ख्याताः पुरुषाः। कस्मादसंख्यानि लिङ्गशरीराणि, स्वोपादानस्यामेयत्वादिति। अपरिमेयस्योपादानस्य परिमितकार्य्याण्यसंख्यानि स्युः। गुणसंयोगभेदानामानन्त्यादसङ्ख्याताः करणप्रकृतयः। अतः असंख्याः जीवयोनयः। उपादानस्यामेयत्वाज्जीवनिवासा लोका अप्यनन्तास्तथा चानन्तवैचित्र्यान्विताः। यथोक्तम्—

"ते चानन्त्यं न पश्यन्ति नभसः प्रथितौजसः।
दुर्गमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्धि मानस॥" इति।

अतस्ते ह्यसंख्येया जीवाः कदाचिल्लीनकरणाः कदाचिद्-

পঞ্চশিখ শ্রুতি যথা—"অনাদি পুণ্য ও পাপের দ্বারা অনুবদ্ধ সেই পুরুষ পরমজ্ঞানের দ্বারা নির্মুক্ত হইয়া অনন্তকাল থাকে"। ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র হইতে, পুরুষের অনাদি-করণবত্তা সিদ্ধ হয়। করণ সকলকে লিঙ্গ শরীর বলা যায়। লিঙ্গ শরীর সকল অসংখ্য বলিয়া পুরুষও অসংখ্য। কেন লিঙ্গ শরীর সকল অসংখ্য?—তাহাদের উপাদান অমেয় বলিয়া। অপরিমেয় উপাদানের পরিমিত কার্য্য সকল অসংখ্য হইবে। কারণ পরিমিতের সমষ্টি পরিমিত হয়, অপরিমিত হয় না। এই অপরিমিত বিশ্বের উপাদান যে প্রধান, তাহা অপরিমিত।

গুণের সংযোগভেদ অনন্তপ্রকারের হইতে পারে। তজ্জন্য করণ সকলের প্রকৃতিও অনন্ত, সুতরাং জীবের জাতিও অনন্তপ্রকারের। আর উপাদানের অমেয়ত্ব-হেতু জীবনিবাস লোক সকল অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন এবং অসংখ্য। শাস্ত্রে আছে—'দুর্গমত্ব ও অনন্তত্ব হেতু দেবতারাও এই নভোমণ্ডলের আনন্ত্য উপলব্ধি করিতে পারেন না'। অতএব সেই অসংখ্য জীব সকল কখনও লীন-

व्यक्तकरणा वाऽसंख्या योनीः आपद्यमाना वा त्यजन्तो वाऽसंख्येषु लोकेषु वर्त्तन्ते ॥ ६५ ॥

द्विविधः करणलयः, साधितः सांसिद्धिकश्च। तत्र योगेन साधितः लिङ्गशरीरलयः,' ग्राह्याभावलयाच्च सांसिद्धिकः। ग्राह्याभावे करणकार्य्याभाव', कार्य्याभावे शक्तिलय इति नियमात् ग्राह्यलये लयः करणशक्तीनाम्। यथाहुः—

"चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया।
तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् ॥" इति।

लीने ग्राह्ये करणानि लीनास्तिष्ठन्ति। न च तेषामत्यन्तनाशो, नाभावो विद्यते सत इति नियमात्। ग्राह्याभिव्यक्तौ तानि पुनरभिव्यज्यन्ते। स्रुतिश्चात्र—"तेऽविनष्टा एव विलीयन्ते, अविनष्टा एव उत्पद्यन्ते" इति; "भूतग्राम. स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते" इति चात्र स्मृतिः ॥ ६६ ॥

করণ, কখনও বা ব্যক্তকরণ হইয়া অসংখ্য যোনিতে উৎপন্ন হওত বা ত্যাগ করত অসংখ্য লোকেতে বর্ত্তমান আছে ॥ ৬৫ ॥

বুদ্ধ্যাদি করণলয় দ্বিবিধ, সাধিত বা উপায় প্রত্যয় এবং সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে যোগের দ্বারা লিঙ্গশরীরের সাধিত লয় হয়, আর গ্রাহ্যদ্রব্য লয় হইলে যে লিঙ্গদেহ লয় হয়, তাহা' সাংসিদ্ধিক। গ্রাহ্যের অভাবে করণের কার্য্যাভাব হয় আর কার্য্যাভাবে শক্তিলয় হয়, এই নিয়মে গ্রাহ্যাভাবে করণশক্তি সকলের লয় হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—"চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে অথবা ছায়া যেমন স্থাণ্বাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ বা ভাব শরীর বিনা লিঙ্গ নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারে না"। তাহাদের অত্যন্তনাশ হয় না, কারণ বিদ্যমান পদার্থের অভাব অসম্ভব। গ্রাহ্যের অভিব্যক্তি হইলে তাহারা পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"তাহারা (জীবগণ) অবিনষ্ট হইয় লীন হয়, এবং অবিনষ্ট থাকিয়া উৎপন্ন হয়" ॥ ৬৬ ॥

उक्तं जगतः वैराजाभिमानात्मकत्वम्। स्मृतिस्तत्र यथा—

"अभिमान इति ख्यातः सर्व्वभूतात्मभूतकृत्।
ब्रह्मा वै स महातेजा यत्र ते पञ्च धातवः।
शैलास्तस्यास्थिसंज्ञास्तु मेदो मांसञ्च मेदिनी॥" इति।

तदन्तःकरणस्य च सुप्तिजागराभ्यां जगतः लयाभिव्यक्ती। सुप्तौ जाड्यता क्रियाशून्यता वा भवति। विषयाणां क्रियात्मकत्वाज्जाड्यतापन्ने स्वाद्यमूले वैराजाभिमाने विषया लीयन्ते। ततः अस्मदादीनामपि लिङ्गलयः। जागरे च क्रियाशीले वैराजाभिमाने विषया अभिव्यज्यन्ते। ततः सजातीयत्वात्तैश्चाल्यमानान्यस्मदादीनां करणानि व्यक्ततामापद्यन्ते। यथा सुप्तः पुरुषश्चाल्यमान उन्निद्रो भवति तद्वत्। स्वमूलस्य क्रियावैचित्र्यात् शब्दादीनां वैचित्र्यम्। स्मर्य्यते च—

"अहंकारेणाहरते गुणानिमान्
भूतादिरेवं सृजते स भूतकृत्।

জগতের বৈরাজাভিমানাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—"ভূতকর্ত্তা সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মা (বিরাট্ ব্রহ্মা) অভিমান বলিয়া খ্যাত। তাঁহাতেই পঞ্চভূত অবস্থিত। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি-স্বরূপ এবং মেদিনী তাঁহার মেদ-মাংস-স্বরূপ"। সেই অন্তঃকরণের সুষুপ্তি ও জাগরণ হইতে জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়। সুপ্তিতে জাড্যতা বা ক্রিয়াশূন্যতা হয়। বিষয় সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া তাহাদের মূল বৈরাজাভিমান জাড্যতাপন্ন হইলে বিষয় সকলও লীন হয়। তাহা হইতে অস্মদাদিরও করণ সকল লীন হয়। আর জাগ্রদবস্থায় বৈরাজাভিমান ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ অভিব্যক্ত হয়। তখন সজাতীয়ত্ব হেতু বিষয়াত্মক ক্রিয়ার দ্বারা চাল্যমান হইয়া আমাদের করণ সকলও অভিব্যক্ত হয়। যেমন সুপ্ত পুরুষ চাল্যমান হইলে জাগরিত হয়, তদ্রূপ। স্বমূল বৈরাজাভিমান ক্রিয়া বৈচিত্র্য হইতে শব্দাদির বিচিত্রতা হয়। এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—"ভূতকৃৎ,

वैकारिकः सर्व्वमिदं विचेष्टते ।
स्वतेजसा रञ्जयते जगत्तथा ॥” इति।

स भूतकृद्भूतादिर्वैकारिकोऽहङ्कारः अभिमानेन इमान् शब्दादिगुणानाहरते विचेष्टते च। विचेष्टश्च जगदिदं स्वतेजसा रञ्जयते विषयानारोपयतीत्यर्थः॥ ६७॥

सुप्तौ जाड्यत्वान्निष्क्रिये वैराजाभिमाने तद्गताशेषक्रियात्मानो येऽशेषविशेषास्तत्प्रतिष्ठाविषया निस्तैलदीपवत् लीयन्ते। तदाऽप्रतर्क्यं स्तिमितं वाह्यम्भवति। यथाहुः—

“तदा स्तिमितमाकाशमनन्तमचलोपमम्।
नष्टचन्द्रार्कपवनं प्रसुप्तमिव सम्बभौ॥” इति।

निद्राजागरतोरन्तरालं स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्थायां जाड्यता वाह्यकरणानां, चेतसश्च चेष्टा। वाह्यकरणानियमितस्य सूक्ष्मतरस्य चित्ताभिमानस्य क्रिया ग्राह्यतापन्ना कारणसलिलाख्यं

ভূতাদি অহঙ্কার অভিমানের দ্বারা বিশেষরূপে চেষ্টা করে ও শব্দাদি ভূতগুণ সকল সৃজন করে এবং নিজের তেজের দ্বারা জগৎ অনুরঞ্জিত করে, অর্থাৎ এই জগতের দ্রব্য, শব্দাদিগুণ এবং ক্রিয়া, সমস্তই ভূতাদি নামক বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত” (ভারত)॥ ৬৭॥

সুষুপ্তিকালে জাড্যত্ব হেতু বৈরাজাভিমান নিষ্ক্রিয় হইলে, সেই অস্মিতাগত অশেষপ্রকার ক্রিয়াত্মক যে অশেষপ্রকার বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয় সকল নিস্তৈল দীপের মত লীন হয়। তখন বাহ্য স্তিমিত ও অপ্রতর্ক্য হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—“সেই সময় আকাশ স্তিমিত, অনন্ত, অচলবৎ, চন্দ্র সূর্য্য পবন শূন্য প্রসুপ্তের মত হয়”। নিদ্রা ও জাগরণ, ইহাদের অন্তরালভূতা অবস্থা স্বপ্ন। স্বপ্নে বাহ্যকরণ সকল জড় হয়, এবং চিত্তের চেষ্টা থাকে। সেই অবস্থায় বাহ্যকরণের দ্বারা অনিয়ত, সুতরাং সূক্ষ্মতর চিত্তাভিমানের ক্রিয়া গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া কারণ সলিল-রূপ তন্মাত্র সর্গ উৎপাদন করে। স্মৃতি যথা—

तस्मात्सर्गमुत्पादयति। तथाच स्मृतिः—"ततः सलिलमुत्पन्नं तमसीवापरं तमः" इति। ततः प्रागुक्तस्तिमितावस्थानानन्तरमित्यर्थः। सत्याख्ये स्वप्नस्थाने जगतः सृष्टिरित्यस्मिन् श्रुतिस्मृतिप्रवादः॥ ६८॥

जागरे तु स्थूलक्रियाशालिनोऽभिमानाद्‌ग्राह्यतापन्नात् कठिनता-कोमलता-स्निग्धता-वायवीयता-रश्मितादि धर्म्माश्रयद्रव्यात्मकः भौतिकसर्ग आविर्भवति। तत्र काठिनताऽतिरुद्धता क्रियायाः। विपरीतक्रिययैव क्रियारोधदर्शनात् कठिने द्रव्ये स्वगतरुद्धक्रियाऽनुमीयते। रश्मिता च अत्यरुद्धता क्रियायाः। न च तत्र जाड्यताभावः, योगिनां रश्मिषु विहारसम्भवात्। यथाहुः—"ततस्तूर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरन्ती"ति। कोमलताद्या अल्पाल्परुद्धक्रियात्मिकाः। वैराजा-

---

"তৎপরে তমের ভিতর দ্বিতীয় তমের ন্যায় সলিল উৎপন্ন হইল। তৎপরে অর্থাৎ প্রাগুক্ত স্তিমিত অবস্থানের পরে। সত্য নামক স্বপ্নস্থানে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে॥ ৬৮॥

বৈরাজাভিমানের জাগরণে স্থূলক্রিয়াশালী অভিমান গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে কঠিনতা, কোমলতা, তরলতা, বায়বীয়তা, রশ্মিতা প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয়দ্রব্যস্বরূপ ভৌতিক সর্গ আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে কঠিনতা ক্রিয়ার অতিরুদ্ধভাব। বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা একটী ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, এই নিয়ম-বশতঃ, এবং কঠিন দ্রব্যের দ্বারা অধিক পরিমাণে গতিক্রিয়া রুদ্ধ হয় দেখা যায় বলিয়া, কঠিন দ্রব্যে স্বগত রুদ্ধক্রিয়া আছে, ইহা অনুমিত হয়। রশ্মিতা বাহ্যক্রিয়ার অতিমাত্র অরুদ্ধতা। তাহাতে যে জাড্যতার অভাব আছে এরূপ নহে, যেহেতু যোগীরা রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিহার করেন। যথা উক্ত হইয়াছে—"তাহার পর ঊর্ণনাভির তন্তুমাত্রে বিচরণ করিয়া শেষে রশ্মিতে বিহার করেন"। কাঠিন্যাপেক্ষা কোমলতাদিরা অল্পাল্প জাড্যতা সম্পন্ন। বৈরাজাভিমানের ক্রিয়াভেদ

भिमानस्य क्रियाभेदाद्ग्राह्ये काठिन्यादिभेद । भूतादाख्यस्य तदभिमानस्य क्रियावर्त्तो ग्राह्यस्य व्यवधिहेतुर्जलावर्त्तवत् । तदभिमानस्य ग्रहणात्मकस्य यौगपदिकमिव परिणामबाहुल्य ग्राह्यतापन्न विस्तारबोधमारोपयति, तस्य च परिणामप्रवाह विशेष ग्राह्यभूतो देशान्तरगतिर्भवति ॥ ६८ ॥

स्थूलोत्पत्तौ साङ्ख्यानुमता स्मृतिर्यथा—

'पुरा स्तिमितमाकाशमनन्तमचलोपम् ।
नष्टचन्द्रार्कपवन प्रसुप्तमिव सम्बभौ ॥
तत सलिलमुत्पन्न तमसीवापर तम ।
तस्माच्च सलिलोत्पीडादुदतिष्ठत मारुत ॥
यथा भाजनमच्छिद्र नि शब्दमिव लक्ष्यते ।
तच्चाम्भसा पूर्य्यमाण सशब्द कुरुतेऽनिल ॥

হইতে গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদি ভেদ হয়। ভূতাদি নামক সেই অভিমানের যে ক্রিয়াবর্ত্ত তাহা গ্রাহ্যের ব্যবধি হেতু, যেমন জলাবর্ত্ত স্বগত জলকে অবশিষ্ট জল হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করে তদ্রূপ। আর গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে এককালীন বহু পরিণাম তাহা গ্রাহ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তার জ্ঞান আরোপিত করে এবং তাহার বিশেষপ্রকার পরিণাম প্রবাহ গ্রাহ্যভূত হইয়া বাহ্যের দেশান্তর গতি বোধ জন্মায়। ৬৯॥

স্থূলোৎপত্তি বিষয়ে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি যথা—"পুরাকালে চন্দ্রার্ক পবন শূন্য আকাশ, অনন্ত অচল ও প্রসুপ্তবৎ হইয়াছিল।* তৎপরে তমের ভিতর আর এক তমের মত সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড় হইতে মারুত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন পাত্র জলের দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলে তন্মধ্যস্থ

---

* সেই সময়ের বাহ্যভাবের কোন কল্পনা হইতে পারে না, এই বিবরণ হইতে বিকল্পবৃত্তিমাত্র উঠে।

তথা সলিলসংরুদ্ধে নভসোঽন্তে নিরন্তরে ।
ভিত্ত্বার্ণবতলং বায়ু সমুৎপততি ঘোষবান্ ॥
তস্মিন্ বায়ুম্বুসঙ্ঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ ।
প্রাদুরভূদূর্দ্ধশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিরং নভঃ ॥
অগ্নিপবনসংযুক্তং খং সমাক্ষিপতে জলম্ ।
সোঽগ্নির্মারুতসংযোগাদ্ঘনত্বমুপপদ্যতে ॥
তস্যাকাশে নিপততঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি যোঽপরঃ ।
স সঙ্ঘাতত্বমাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি ॥
রসানাং সর্ব্বগন্ধানাং স্নেহানাং প্রাণিনাং তথা ।
ভূমির্যোনিরিহ জ্ঞেয়া যস্যাং সর্ব্বং প্রসূয়তে ॥" ইতি ।

নিরন্তরালস্য কারণসলিলস্য স্থৌল্যপরিণামি পরিচ্ছিন্ন-ভৌতিকদ্রব্যপ্রকীর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং বভূব । তদা স্থূলসূক্ষ্মবায়ুকৃতান্তরালং জ্যোতিঃপিণ্ডময়ং জগদাসীৎ । ঘনত্বাপদ্যমানাৎ কাঠিন্যাদ্যতিস্থৌল্যাত্মকাৎ দ্রব্যাৎ সূক্ষ্মতরাণি বায়বীয়দ্রব্যাণি পৃথগ্-

---

বায়ু সশব্দে বুদ্‌বুদাকারে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী নিরন্তরাল সলিলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। সেই বায়ু ও সলিলের সঙ্ঘর্ষ হইতে দীপ্ততেজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জল, অগ্নি ও পবন সংযুক্ত হইয়া নিজকে সমাক্ষিপ্ত করে। মারুত-সংযোগে সেই অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নির যে স্নেহাংশ থাকে, তাহা সঙ্ঘাতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শেষে ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, রস, প্রাণী ও স্নেহের আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত প্রসূত হয়" (শান্তিপর্ব্ব, ভৃগু ভারদ্বাজ-সংবাদ)।

নিরন্তরাল কারণ সলিলের স্থৌল্য পরিণাম হইলে জগৎ পরিচ্ছিন্ন-ভৌতিক দ্রব্য প্রকীর্ণ হইয়াছিল। তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম(নভঃস্থিত সূক্ষ্ম জড়দ্রব্য) বায়ুর দ্বারা কৃত অন্তরালযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডময় হইয়াছিল। যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাঠিন্যাদি-স্থূলধর্ম্মযুক্ত পাষাণাদি দ্রব্য এবং সূক্ষ্মতর

बभूवुः । तस्मादाहुः—"भित्त्वे"ति । घनत्वाप्तिजनितसङ्घर्षाच्च उत्तापोद्भवो येनोत्तप्तानि स्थूलभौतिकानि ज्योतिःपिण्डाकाराणि बभूवुः । तत आहुः—"तस्मिन् वाय्वम्बुसङ्घर्षे" इति । अथ तेषां ज्योतिःपिण्डानां खे विचरतां मध्ये केचिद्वायुयोगतः निस्तापत्वमापद्यमानाः स्नेहत्वमथ सङ्घातत्वमापद्यन्ते, केचिच्च वृहत्त्वात् स्वयंप्रभज्योतिष्करूपेणाद्यापि वर्त्तन्ते । उक्तञ्च—

"उपरिष्टोपरिष्टात्तु प्रज्ज्वलद्भिः स्वयंप्रभैः ।
निरुद्धमेतदाकाशमप्रमेयं सुरैरपि ॥" इति ।

तस्माच्चाहुः—"सोऽग्निर्मारुतसंयोगा"दिति ॥ ७० ॥

বায়বীয় দ্রব্য সকল পৃথক্ হইতে লাগিল। সেইজন্য বলিয়াছেন—"জলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল"। আর ঘনত্ব-প্রাপ্তিজন্য সঙ্ঘর্ষ হইতে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, তাহার দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া স্থূল ভৌতিক দ্রব্য সকল জ্যোতিঃপিণ্ডাকার হইয়াছিল। তজ্জন্য বলিয়াছেন—"সেই বায়ু ও জলের সঙ্ঘর্ষে দীপ্ততেজা" ইত্যাদি। অনন্তর আকাশে বিচরণকারী সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্যে কতকগুলি বায়ুযোগে নিস্তাপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরলতা এবং তৎপরে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বৃহত্ত্ব হেতু বা অন্য কারণে অদ্যাপিও জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে বর্ত্তমান আছে। যথা উক্ত হইয়াছে—"এই আকাশ উপর্য্যুপরি প্রোজ্জ্বল স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ, ইহা সুরগণের অপ্রতর্ক্য"। তজ্জন্য বলিয়াছেন—"সেই জল, অগ্নি ও পবন সংযোগে" ইত্যাদি * ॥ ৭০ ॥

---

* ইহা লোকালোক রূপ ভৌতিক সর্গ। তত্ত্বের দিক্ হইতে "আকাশাৎ বায়ুর্ব্বায়োস্তেজঃ" ইত্যাদিক্রমে ভূতোৎপত্তি বিবেচনা করিতে হইবে। ঐরূপ ক্রমের প্রমাণ যথা—শব্দ কম্পনাত্মক, তাহার শেষাবস্থা তাপ, তাপ অধিক হইলে রূপোৎপাদন করে, রূপ (তাপ-সহ) জলাদি রাসায়নিক মিলন উৎপাদন করে। কিন্তু সূর্য্যালোক সমস্ত রসদ্রব্যের উৎপাদয়িতা। সেই রাসায়নিক ক্রিয়া রসজ্ঞান উৎপাদন করে, এবং রাসায়নিক দ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন করে। অন্য কথায়, শব্দক্রিয়া রুদ্ধ হইলে তাপ হয়, তাপ রুদ্ধ বা পুঞ্জীকৃত হইলে রূপ হয়। রূপ বা আলোক রুদ্ধ হইলে রস হয় (এইজন্য উদ্ভিজ্জাদিকে রুদ্ধ সূর্য্যালোক বলা যায়)।

গ্রহণদৃষ্টৌ যঃ প্রবলক্রিয়াসমুদ্রেকঃ, গ্রাহ্যদৃষ্টৌ সা ঘনত্বাপ্তিঃ স্থৌল্যাত্মিকা। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবী"তি শ্রুতের্দৃশ্যমানা লোকাঃ পাদমাত্রং, ভুবঃস্বরাদয়ঃ সূক্ষ্মাশ্চ লোকাস্ত্রিপাদঃ। তেষু শ্রেষ্ঠতমো মহত্তমশ্চ সত্যলোকঃ। স চ বৈরাজমহদাত্মপ্রতিষ্ঠিতঃ। গ্রহণদৃষ্টৌ সর্ব্বাঃ গ্রহণক্রিয়াঃ মহদাত্মনি নিবদ্ধাস্ততো গ্রাহ্যদৃষ্টৌ সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধাঃ সর্ব্বে স্থূলসূক্ষ্মলোকাঃ। গ্রহণে তামসাভিমানঃ স্থিতিহেতুঃ, গ্রাহ্যে তদভিমানপ্রতিষ্ঠা সঙ্কর্ষণাখ্যা তামসী শক্তির্লোকধারণহেতুঃ। উক্তঞ্চ—

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।

গ্রহণ দৃষ্টিতে যাহা এককালীন প্রবল ক্রিয়ার উদ্রেক, তাহা গ্রাহ্যদৃষ্টিতে ঘনতা প্রাপ্তি বা স্থূলতা। "এই বিশ্ব ও ভূত সকল তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র এবং অমৃত দিব্যলোক তিন-চতুর্থাংশ"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দৃশ্যমান লোক সকল চতুর্থাংশ এবং ভুবঃ-স্বরাদি লোক সকল অবশিষ্ট ত্রিপাদ। তাহাদের (দিব্যলোকের) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম লোকের নাম সত্যলোক। তাহা বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, কারণ বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারীরা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। গ্রহণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, সমস্ত গ্রহণক্রিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে নিবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়, তজ্জন্য গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম লোক সকল নিশ্চল সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধ। গ্রহণে তামসাভিমানই স্থিতির হেতু, তজ্জন্য গ্রাহ্যদৃষ্টিতে বিরাট্ পুরুষের তামসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কর্ষণ নামক তামসী ধারণশক্তি লোক ধারণের হেতু। যথা উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূগোল,

রস বা রাসায়নিক দ্রব্য নাসারন্ধ্রের দ্বারা রুদ্ধ হইলে গন্ধ হয়। উদ্ধৃত শাস্ত্র হইতেও এইরূপ ক্রম দেখা যায়, যথা—প্রথমে কারণ-সলিল হইতে সর্ব্বব্যাপী প্রবল শব্দ, তৎপরে স্পর্শ বা তাপ-লক্ষণ বায়ু, তৎপরে তেজঃ তৎপরে স্নেহ বা জলাদি রাসায়নিক দ্রব্যের তরল অবস্থা, পরে তাহার সঙ্ঘাত অবস্থা যাহা অন্নব্যবহার্য্য গন্ধাদির আশ্রয়।

बिभ्राण: परमां शक्तिं ब्रह्मणो धारणात्मिकाम् ॥" इति।
तथाच—"द्रष्टृदृश्ययोः सङ्कर्षणमहमित्यभिमानलक्षण"मिति। अनया सङ्कर्षणाख्यधारणशक्त्या सत्यलोकाभ्यन्तरे निबद्धाः स्थूललोका विचरन्ति वर्त्तन्ते च ॥ ३१ ॥

स्थूलसूक्ष्मलोकसर्गानन्तरं धार्थ्यप्राप्ती लीनकरणा जीवाः व्यक्तकरणाः सूक्ष्मबीजरूपाः प्रादुर्बभूवुः। कर्म्माशयवैचित्र्या-

---

ব্রহ্মের পরম ধারণশক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছে", অন্যত্র যথা—"দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সঙ্কর্ষণ, 'আমি' এইরূপ অভিমান-লক্ষণ"। এই সঙ্কর্ষণ, শেষ নাগ বা অনন্ত নামক তামস ধারণশক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম সত্যালোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধ হইয়া স্থূললোক সকল বর্তমান আছে ও বিচরণ করিতেছে ॥৩১॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম লোক সকলের অভিব্যক্তির পর ধার্য্যপ্রাপ্ত হওয়াতে লীনকরণ জীব সকল ব্যক্তকরণ হইয়া প্রথমে সূক্ষ্মবীজরূপ (দেহগ্রহণের পূর্ব্বাবস্থা *) হইয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সূক্ষ্মবীজ-জীব সকল কর্ম্মাশয়ের

---

* স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণের পূর্ব্বে জীব যেভাবে থাকে, তাহাই সূক্ষ্মবীজভাব। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা বুঝিলে এ বিষয়ের ধারণা হইতে পারে। যোগভাষ্যে আছে যে, এক জীবনে কৃত কর্ম্মের অধিকাংশ সংস্কার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত উপযুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক মৃত্যুকালে "যেন যুগপৎ এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া" উদিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়, তাহা হইতে যথোপযুক্ত শরীর গ্রহণ হয়, অর্থাৎ করণ সকল বিকশিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারভাবই সূক্ষ্মবীজ। স্থূলশরীর গ্রহণের সময়ও সেইরূপ সূক্ষ্মবীজরূপ পূর্ব্বাবস্থা হয়। প্রেতশরীর সকল চিত্তপ্রধান। তাহাদের ভোগকাল জাগরণস্বরূপ। তজ্জন্য দেবগণের এক নাম অস্বপ্ন। সেই জাগরণের পর যখন গুণবৃত্তির পর্য্যায়ক্রমে নিদ্রা আসে, তখন চিত্তের জাড্যতা সহ তাহাদের শরীরও লীন হয় (কারণ তাহাদের শরীর চিত্তপ্রধান)। নিদ্রার পূর্ব্বে স্বপ্নবৎ তাহাদেরও কর্ম্মসংস্কার পিণ্ডীভূত হইয়া উদিত হয়। সেই পিণ্ডীভূতসংস্কারপূর্ব্বক তমোঽভিভূত, লীনকরণ, প্রেতশরীরিগণ যেভাবে থাকে, তাহাও গ্রন্থোক্ত 'সূক্ষ্মবীজভাব'। তাদৃশ তমোঽভিভূত, সূক্ষ্মবীজ জীবগণ স্বপ্রকৃতি অনুসারে আকৃষ্ট হইয়া যথোপযোগী লোকে যায়। তথায় পুনশ্চ আকৃষ্ট হইয়া প্রধান জনকের হৃদয়ে (আধ্যাত্মিক স্পর্শ) যায়, পরে যোগ্যবোগি ক্ষেত্র (জনক বা জনক জননীর শরীরাংশভূত) কর্ত্তৃক আকৃষ্ট

दैवमानुषतिर्य्यगुद्भित्प्रकृत्यापूरितैर्विचित्रकरणैः समन्वितास्ते सूक्ष्मबीजजीवा अभिव्याञ्जिषुः । तेष्वसङ्ख्येयेषु बीजजीवेषु मध्ये ये त्वौपपादिकदेहबीजा जीवास्ते सहसा प्रादुर्बभूवुः । काल-पर्य्यायादुद्भिज्जदेहबीजा जीवा अत्युर्व्वरभूमियोगात् स्वत एव शरीराणि परिजगृहुः । स्मृतिश्चात्रेयं भवति—

"भित्त्वा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कालपर्य्ययात् ।
उद्भिज्जानि च तान्याहुर्भूतानि द्विजसत्तमाः ॥" इति ।

तथाच—"उद्भिज्जा जन्तवो यद्वत् शुक्लजीवा यथा यथा ।
अनिमित्तात् सम्भवन्ति ॥" इति ।

বৈচিত্র্য-হেতু দৈব, মানুষ, তির্য্যক্ ও উদ্ভিদ্ জাতীয় প্রাণীর করণপ্রকৃতির দ্বারা আপূরিত (সুতরাং বিচিত্র-করণ-বীজ-যুক্ত) হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল। সেই অসংখ্য বীজ-জীবের মধ্যে যাহারা ঔপপাদিক-দেহবীজ (পিতামাতার সংযোগ ব্যতিরেকে যাহারা হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারা ঔপপাদিক জীব), সেই জীব সকল সহসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কালক্রমে পৃথিব্যাদি লোক সকল উপযোগী হইলে উদ্ভিজ্জ-দেহের বীজভূত জীব সকল অত্যুর্ব্বর ভূমি-সংযোগে স্বতই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিল। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"যাহারা কালপর্য্যায়ে পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, হে দ্বিজসত্তমগণ! তাহাদের নাম উদ্ভিদ্"। অন্যত্র যথা—"উদ্ভিজ্জগণ, শুক্ল জীবগণ যেমন অকারণে জন্মায়

হইয়া, তাহার মধ্যাধিকার করত পূর্ণ স্থূলশরীররূপে বিকশিত হয়। সেই সূক্ষ্মবীজ জীবগণ স্বকীয় বিগত কোম্পুন কর্ম্মসংস্কারের বৈচিত্র্য-হেতু বিচিত্র প্রকৃতির, সুতরাং বিচিত্র-শরীর-গ্রহণোপযোগী হয়। সর্গাদিতে জীবগণ প্রথমে উক্তপ্রকার সূক্ষ্মবীজভাবে অভিব্যক্ত হয়। পরে সূক্ষ্ম লোকে ঔপপাদিক শরীরিগণ প্রাদুর্ভূত হয়। স্থূল লোকের উদ্ভিজ্জাদি প্রাণিগণ যদিচ সাধারণতঃ ঔপপাদিক নহে, তথাচ আদিম নিমিত্ত (উপাদানের প্রাচুর্য্য ও তাপাদি সকলের অত্যুপযোগিতা)-হেতু ঔপপাদিকরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। পরে আদিম নিমিত্ত সকলের উপযোগিতা হ্রাস হইলে তাহারা কেবলমাত্র জনক-হইতে বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে; কেহ কেহ বা প্রতিকূল নিমিত্ত-বশে লুপ্ত হইয়া যায়।

অথান্যে প্রাণিনঃ সমজায়ন্ত। প্রাণিষু যেঽস্ফুটবরকরণা তথা চাতিপ্রবলাঽবরকরণা তেষ্বেকায়তনস্থিতা জননীশক্তির্ভবতি। স্ফুটবরকরণপ্রাণিষু প্রাণশক্তের প্রাবল্যাদ্দ্বিধা বিভক্তা জননীশক্তির্বর্ত্ততে। তস্মাৎ স্ত্রীপুম্ভেদ ইতি ॥ ৭২ ॥

ইতি সাঙ্খ্যযোগি শ্রীহরিহরযতি বিরচিত

সাঙ্খ্যতত্ত্বালোক সমাপ্ত।

ওঁ

ইত্যাদি"। অনন্তর অন্য প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রাণী সকলের মধ্যে যাহাদের বরকরণ বা সাত্ত্বিক দিকের করণ অস্ফুট এবং অবরকরণ বা তামস দিকের করণ প্রবল তাহাদের জননীশক্তি একদেহস্থিতা। আর যাহাদের বরকরণ সকল স্ফুট, তাহাদের প্রাণশক্তির অপ্রাবল্য হেতু জননীশক্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ হয় * ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগি শ্রীহরিহরযতি কৃত সাংখ্যতত্ত্বালোক সমাপ্ত।

---

* উদ্ধৃত সৃষ্টিবিষয়ক সাংখ্যমত হইতে পাঠক দেখিবেন যে পূর্ব্বে আগ্নেয় ভাব পরে তারল্য ও পরে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া ভূলোক স্থূলপ্রাণীর নিবসযোগ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূবিদ্যারও মত ইহার অনুরূপ। ভূলোকের প্রাণিধারণের উপযোগী হইলে আদিতে ঔপপাদিক জন্ম ক্রমে প্রাণী সকল প্রাদুর্ভূত হয়। পাশ্চাত্যগণের Evolution বা অভিব্যক্তিবাদের সহিত এবিষয়ে যে ভেদ ও সাম্য আছে তাহার বিচার করিয়া দেখান যাইতেছে। শাস্ত্রমতে যেমন প্রাণীর জন্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ ঔপপাদিক ও মাতাপিতৃজ বা প্রাণিজ পাশ্চাত্যমতেও তাহা স্বীকৃত। প্রথমের নাম Ab ogenes s ও দ্বিতীয়ের নাম B ogenes s যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বর্ত্তমানে ঔপপাদিক জন্ম বা Ab ogenes sএর উদাহরণ পাওয়া যায় না তথাপি আদিতে তাহা স্বীকার্য্য বলেন। Huxley বলিয়াছেন— If the hypothes s of e olution s true l v ng matter must have arisen from non l v ng matter for by the hypothes s the condit on of the globe was at one t me such that l ving matter could not have existed in it * * But living matter once orig nated there is no necess ty for further origina t on প্রাণিজ জন্ম বা B ogenes s পুনশ্চ দুইপ্রকার Agamogenes s বা একজনক-

সম্ভব জন্ম এবং Gamogenesis বা উত্তরজনক(পুং স্ত্রী-সম্ভব জন্ম। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাদি প্রাণীতে Agamogenesis সাধারণ নিয়ম এবং উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে Gamogenesis সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য অভিব্যক্তিবাদের মতে আদিতে ঔপপাদিক জন্ম ক্রমে এককোষময় বা Protozoa শ্রেণীর প্রাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া কোটি কোটি বৎসরে বিকাশক্রমে মানবজাতি উৎপাদন করে। ডারউইন প্রবর্তিত এই মতের প্রমাণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রাণিগণের যে ক্রম দেখা যায়, তাহা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত পর পর অল্প অল্প ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়া বাহ্যনিমিত্তবশ কিছু পরিবর্ত্তিত এক উন্নত জাতিতে উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ মানবজাতি হইয়াছে। প্রাণিগণের ঐপ্রকার ক্রম দেখিয়া ঐবাদিগণ ঐ নিয়ম গ্রহণ করেন। শুদ্ধ পৃথিবীর স্থিতিকাল লইয়া বিচার করিলে ঐ বাদ কতক সঙ্গত বোধ হয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণ, যাঁহারা অনাদি সিদ্ধ কার্য্য কারণ লইয়া বিচার করেন তাঁহাদিগকে আরও উচ্চদিকের বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ অভিব্যক্তিবাদের এপর্য্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী যে বাহ্যনিমিত্তবশে অন্যজাতীয় হইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, বরং Palæontology বা প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা হইতে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে একজাতীয় প্রাণী লক্ষ লক্ষ বৎসরেও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। Prof Owen ১৮৭০ সালে Geological Societyতে একপ্রকার Petrodactyle (অর্থাৎ পক্ষাঙ্গুলি এইজাতীয় প্রাণী কতক সরীসৃপ ও কতক পক্ষীর মত, ইহাদের পক্ষ বাদুড়ের ন্যায় এবং উপরে বা সামনে কতকগুলি অঙ্গুলি থাকিত) বিবৃত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ঐ প্রাণী ভূবিদ্যার Lias কাল হইতে Chalk কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ছিল, অর্থাৎ ঐ দুই স্তরে প্রাপ্ত Fossil Petrodactyle একই প্রকার। গ্রাম্য পশুগণ লক্ষ লক্ষ বৎসর মানব সহবাসে উন্নতির নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেও যে জাত্যন্তরতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও কেহ দেখাইতে পারেন না। কিন্তু অশ্বতরগণ বা শৃগাল-কুক্কুরজাত সন্তানগণ কখনও বিভিন্ন এক জাতি উৎপাদন করে না। তাহারা হয় বন্ধ্যা হয়, নয় কতক পুরুষে আদিম শৃগাল কুক্কুরাদি জাতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যদিও সাংখ্যসিদ্ধান্তে একজাতীয় প্রাণিশরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্নজাতীয়তা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর প্রাণী সকল যে সেইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ প্রাণীর জাতি সকল অদৃষ্টের অনাদি সংযোগে অনাদি বর্ত্তমান পদার্থ। অদৃষ্টবশেই তারতম্যানুসারে প্রাণী সকলের অসংখ্য ভেদ ও ক্রম হয়। শরীরধারণের মূল হেতু শরীর নহে, জীবেই শরীরগ্রহণের মূলবীজ বর্ত্তমান। দৈবকরণত্ব গুণবিকাশের তারতম্যানুসারে জীবের সমস্তপ্রকার শরীরগ্রহণ হইতে পারে। উচ্চবিকাশের হেতু থাকিলে, ভোগশরীরী জীব (সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) ভোগক্ষয়ে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। সেইরূপ অবনতও হইতে পারে। ইহাই বস্তুতত্ত্বের অভিব্যক্তিবাদ। একজাতীয় প্রাণীর শরীর পরিবর্তিত হইয়া অন্যজাতীয় শরীর উৎপাদন কোন কোন স্থলে সম্ভব হইলেও, তাহা সাধারণ

নহে। ঔপপাদিক-জন্ম ক্রমে সর্ব্বনিম্নের ন্যায় উচ্চজাতীয় শরীরও আদিতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তাহাতে অবশ্য আদৌ উদ্ভিজ্জাতি, পরে উদ্ভিজ্জীবী ও পরে আমিষাশী জাতি উদ্ভব স্বীকার্য্য। প্রজাপতির মানস সৃষ্টীয় জন্মও শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত, তদ্দ্বারাও মানবজাতি অংশবিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় এরূপ উপযোগিতা ছিল, যাহতে মৃত্তিকাদি অজৈব পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্ভূত হইয়াছিল। তাহা সম্ভবপর হইলে, তদ্বীজ গ্রহণ করিয়া নানাজাতীয় উচ্চপ্রাণী যে একদা সম্ভূত হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। ঔপপাদিক জন্ম পিতামাতার যোগ ব্যতিরেকে অকস্মাৎ জন্ম। তাহা ঠিক্ Abiogenesis নহে, তবে Abiogenesis উহার অন্তর্গত।

সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে (২৬ পৃষ্ঠা) দেখান হইয়াছে যে, উদ্ভিদে প্রাণের অতিপ্রাবল্য, গর্ভ-জাতিতে নিম্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কোন কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবল বিকাশ। আরও, ভোগশক্তি জাতির এক লক্ষণ এই যে, তাহাদের কতকগুলি করণের অতিবিকাশ এবং কতকগুলি মোটেই বিকাশ থাকে না। প্রাণীদের মধ্যে যাহাদের প্রাণ ও নিম্নদিকের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (জননেন্দ্রিয়ের) অতিবিকাশ, তাহারা একাকীই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। যেমন Gemmiparous, Fissiparous প্রভৃতি জাতি। মধুমক্ষিকার রাজ্ঞী গড়ে ঘণ্টায় ৫টী অণ্ড প্রসব করে। অতএব তাহার জননেন্দ্রিয় খুব বিকশিত বলিতে হইবে। তজ্জন্য মধুকর রাজ্ঞী পুংবীজ ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পারে (যাহারা পুং-জাতীয় হয়)। এই জননকে Parthenogenesis বলে। এরূপ অনেক নিম্নপ্রাণী আছে, যাহাদের সমুদায় করণশক্তি দেহধারণাদি নিম্নকার্য্যেই পর্য্যবসিত, তাহারা একাকী বা সঙ্গত হইয়া, উভয়প্রকারে সন্তান উৎপাদন করে। উচ্চপ্রাণী জাতিতে উচ্চ উচ্চ করণ সকল অনেক বিকশিত, তাহাদের সমস্ত শক্তি দেহধারণমাত্রে পর্য্যবসিত নহে, তজ্জন্য তাহারা একাকী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না, দুই ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। জননকার্য্যে উভয় ব্যক্তির কার্য্যশক্তিব্যয় সমান ধরিলেও, পুংবীজেরই সমধিক গুরুত্ব বোধ হয়। কারণ মাতাকে গর্ভ-বর্দ্ধন করিতে যে শক্তি-ব্যয় করিতে হয়, তাহা পিতার বীজ-জনন-ক্রিয়ার সমতুল্য, সুতরাং পিতৃবীজই প্রধান ও গুরুতর। মাতার গর্ভ পোষণ-কার্য্য দেখিয়া অনুমান হয়, মাতৃবীজ প্রকৃত প্রাণি বীজ নহে, তাহা প্রকৃত বীজের পোষক মাত্র। তজ্জন্য বোধ হয় স্ত্রীবীজ বা Ovum ডিম্বকুসুমের ন্যায় আহার্য্যপূর্ণ থাকে। পুংবীজ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তদ্দ্বারা এবং মাতৃরক্ত অন্যান্য পোষণের দ্বারা পুষ্ট হইয়া পূর্ণপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে "তজ্জন্য জীব প্রথমে পিতৃহৃদয়ে থাকে, পরে বীজ সহ গর্ভে যায়" বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। "কর্ম্মতত্ত্বে" সে বিষয় বিশেষরূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

—



तत्त्वनिदिध्यासनगाथा।



विमोहमैरेयविदुष्टदृष्टि-
र्ददर्श दारद्रविणादिमायाम्।
शब्दस्पृशारूपरसाथ.गन्ध
इत्येव बाह्यं खलु धर्ममात्रम्॥ १ ॥
गुणास्त्रयो ये सुखदुःखमोहा-
स्तदात्मरज्ज्वाहमहो निबद्धः।
छित्त्वा विरागेण गुणात्मपाशं
पश्यामि बाह्यं ह्यविशेषमात्रम्॥ २ ॥

তত্ত্বনিদিধ্যাসনগাথা।

ভৌতিক দ্রব্য সকল ব্যবহারকল্পিত; তাহারা প্রকৃতপক্ষে শব্দাদিগুণশালী পঞ্চভূতমাত্র। অতএব ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেচ্ছু যোগী ভৌতিক ভাব ত্যাগ করিয়া ভূতভাবে জগৎকে দেখিতে শিখেন। তাহা যথা—পূর্ব্বে আমি বিমোহরূপ সুরার দ্বারা দূষিতদৃষ্টি থাকাতে দারা-ধনাদি অশেষ ভৌতিক দ্রব্যরূপ মায়া দর্শন করিতাম, এক্ষণে তত্ত্বধ্যানপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বাহ্যজগৎ কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চপ্রকার গুণের (নীল-পীতাদি) সমষ্টি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১ ॥

সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ যে তিন গুণ বা গুণবৃত্তি (পক্ষে তিন তার), তদাত্মক রজ্জুর দ্বারা আমি নিবদ্ধ রহিয়াছি। বৈরাগ্যের দ্বারা সেই গুণসম্ভূত পাশ ছেদন করিয়া বাহ্যকে অবিশেষমাত্র দেখিতেছি। তন্মাত্রতত্ত্ব সুখাদিশূন্য; অতএব তন্মাত্রতত্ত্ব প্রণিধান করিতে হইলে বাহ্যজগৎ আমাকে সুখ, দুঃখ ও মোহ দিতে পারে না, এইরূপ ধ্যানাভ্যাস করিতে হইবে ॥ ২ ॥

सङ्घातनीलरक्तादिकुहकं प्रविलीयते ।
तन्मात्रतत्त्वबुद्ध्या तु यथावश्या खरांशुना ॥ ३ ॥
छिद्राणि करणानि स्युः अभिमानगृहस्य मे ।
यैर्भीमा यान्ति चायान्ति सदा विषयजिह्मगाः ॥ ४ ॥
आलाने ह्यस्मितारज्ज्वा बद्धस्य प्रतिभाति मे ।
बाह्यसञ्चालनात् सर्वो विषयस्तापदायकः ॥ ५ ॥
निविष्टमात्रे करणस्वरूपे
अन्तःस्थसत्त्वाधिगते च चित्ते ।
दिग्देशभानं समपैयते हि
शब्दादियुक्तं मृगतृष्णिकेव ॥ ६ ॥

সঙ্ঘাত (কাঠিন্য), নীল, লাল প্রভৃতি অসংখ্য স্থূলগুণাত্মক যে কুহক, তাহা তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রবিলীন হয়। যেমন সূর্য্যের দ্বারা কুজ্ঝটিকা নাশ হয়, তদ্রূপ ॥ ৩ ॥

তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়তত্ত্ব অভিধ্যেয়, তাহা যথা—আমার অভিমানরূপ গৃহের করণ সকল ছিদ্রস্বরূপ, তাহার ভিতর দিয়া ভীষণ বিষয়রূপ জিহ্মগ সকল নিয়ত আসা যাওয়া করিতেছে। জিহ্মগ অর্থে কুটিলগতি সর্প; ক্রিয়াত্মক বিষয় সকলও সেইরূপ। তন্মধ্যে কার্য্যবিষয় অন্তর হইতে বাহিরে যায়, এবং বোধ্যবিষয় বাহির হইতে অন্তরে আসে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়রূপ আলান বা বন্ধনকাষ্ঠে অস্মিতারূপ রজ্জুর দ্বারা আমি বদ্ধ। বাহ্যবিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতে আমার যে বেদনা হয়, তাহাই তাপদায়ক বিষয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়কে অভিমানস্বরূপ বোধ করিয়া ইন্দ্রিয়তত্ত্ব অনুধ্যান করিতে হয় ॥ ৫ ॥

চিত্তাদিকরণের স্বরূপতত্ত্বে নিবিষ্ট হইলে এবং আন্তর-সত্তার ধারণক্ষম হইলে, শব্দাদিযুক্ত যে বাহ্য দিগ্দেশ বোধ, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সম্যক্ অপগত হয়। যত দিন আন্তরভাবে অবস্থান করিবার সামর্থ্য না জন্মে, তত দিন চিত্তাদিযুক্ত বাহ্যসত্তাই যথার্থ বোধ হয়, এবং চিত্তাদিশূন্য আন্তরভাব অলীক বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয়তত্ত্বের অধিগম হইলে ইহার বিপরীত হয় ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতাহমেবাস্মি তথা চ কর্ত্তা
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামহমেব নিষ্ঠা।
সদাধিতিষ্ঠানি তদস্মিভাবং
সমাহৃতান্তঃ করণপ্রধানম্ ॥ ৭ ॥

স্বতন্ত্রমাত্মাধিগমপ্রজাত-
মহো সুখং স্বাত্মবিভাসমুত্থম্।
সুধাবসিক্তং হি মদীয়সর্ব্ব-
মানন্দনাশ্রূৎসমিম তনোতি ॥ ৮ ॥

অস্মীতি-স্মৃতিসন্তান-ভানু-ভাত-মনোঽম্বরে।
সদা তিষ্ঠানি সংলীন-বিতর্ক-গ্রহতারকে ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পর অন্তঃকরণতত্ত্ব অনুধ্যেয়। তাহা যথা—আমি জ্ঞাতা, আমি কর্ত্তা, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আমি নিষ্ঠা, অর্থাৎ "আমি" এই ভাবের উপর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান ত্যাগ করিয়া সেই "আমি"-রূপ করণপ্রধান বুদ্ধিতে সদা অবস্থিত রহিলাম ॥ ৭ ॥

অহো! আমিস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের অনুভবে, স্বতন্ত্র, আত্মাধিগম-প্রজাত, স্বাত্মপ্রকাশ-সমুত্থ সুখ উত্থিত হয়। তাহা দ্বারা আমার সমস্ত (অর্থাৎ অধ্যাত্মভাব সকল) সুধার দ্বারা অবসিক্ত হইয়া এই আনন্দাশ্রুর উৎস সঞ্জাত করিতেছে ॥ ৮ ॥

"আমি" এইপ্রকার ভাবাত্মক স্মৃতি-সূর্য্যের দ্বারা হৃদয়াকাশ প্রকাশমান হয়, এবং বিতর্করূপ গ্রহ ও তারকা বিলীন হয়। তাদৃশ প্রকাশ ও নৈর্ম্মল্য-যুক্ত হৃদয়াকাশে সদা অধিষ্ঠান করিয়া রহিলাম। আমিত্ব-প্রত্যয়ের একতান স্মরণের দ্বারা অন্যচিন্তাশূন্য মন আকাশবৎ শূন্য হয়, এবং বোধের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সূর্য্যপ্রকাশে যেমন গ্রহ ও তারকা বিলীন হয়, সেইরূপ আত্মস্মৃতির দ্বারা মনোরূপ আকাশে বিতর্কাদি বিলীন হয়, এবং বিমল সাত্ত্বিক-ভাবরূপ আলোকে হৃদয়াকাশ পূর্ণ হয় ॥ ৯ ॥

स्मार स्मार सदास्मीतिमात्र रुद्धाखिलस्य खम् ।
कदाभिनिविशे श्रेयश्चिन्मात्र कैवल पदम् ॥ १० ॥
ओम्मम्मित्येतन्महामन्त्र सर्व्वतत्त्वार्थवाचकम ।
संहृत्योकारतो दृश्य मम्मकार दृशि योजयेत् ॥ ११ ॥

इति साङ्ख्ययोगि श्रीहरिहरयति विरचिता
तत्त्वनिदिध्यासनगाथा समाप्ता ।

"আমি" এইরূপ প্রত্যয়মাত্র স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া কবে পরম শ্রেয় স্বরূপ চিন্মাত্র কৈবল্য পদে অভিনিবিষ্ট হইব ? ॥ ১০ ॥

ওমম্ম্ এই মহামন্ত্র সমস্ত তত্ত্বার্থের বাচক। ওকারের দ্বারা দৃশ্য সংহৃত করিয়া অর্থাৎ দৃশ্য হইতে অবধানবৃত্তিকে উঠাইয়া মকারের দৃক্‌শক্তিতে যোজিত করিবে * ॥ ১১ ॥

---

* এই শ্লোক সকলের অর্ন্তভূত তত্ত্বধ্যানের সংক্ষেপ উক্ত হইতেছে। প্রথমে ভূত তত্ত্বধ্যান যথা—রাগ দ্বেষাদির আস্পদ যে দারা সবিতাদি তাহা কেবল শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধমাত্র ইহা ধ্যান করিবে। তৎপরে তন্মাত্রধ্যান যথা—বহির্বিষয়ক বৈরাগ্য দ্বারা অন্তরকে প্লাবিত করিয়া ভাবিবে যে শব্দাদি কেবল আমার ইন্দ্রিয়ের উদ্রেককারী মাত্র, অর্থাৎ তাহা তাহাদের স্বরূপশূন্য। তৎপরে ইন্দ্রিয়ধ্যান যথা—ধ্যান করিবে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ আমার অভিমানের বাহ্যস্পন্দ মাত্র অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞান তাহা কেবল ইন্দ্রিয়স্থিত অভিমানের উদ্রেক মাত্র। তৎপরে অন্তঃকরণ তত্ত্বধ্যান যথা—সমস্ত করণের অধিষ্ঠাতা যে আমি এরূপ প্রত্যয় তাহার অনুসন্ধান করিবে। বোধ পদার্থ উপলব্ধ করিবার জন্য ধ্রুবা স্মৃতির অভ্যাস করিবে। স্মৃতিধারা আয়ত্ত হইলে নিশ্চালন বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিস্পন্দশূন্য বোধ পদার্থের উপলব্ধি হয়। কারণ স্মৃতি একপ্রকার অনুভব, তাহার বিচ্ছেদানবাপ্তি ধারা চিত্তে উদিত রাখিতে পারিলে অনুভব বা বোধ স্বরূপে স্থিতি হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ ধ্যান পটু হইলে ভূমত্বের উপলব্ধি হয়। প্রণব ও তদর্থকল্প এই যোগ কার্য্য উভয়েরই বাচক আমি শব্দপূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবে অর্থাৎ প্রণবশব্দের দ্বারা অন্তঃকরণ সংহৃত চিত্ত সমাধানরূপ প্রবাহ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে। তদ্দ্বারা ধ্যান প্রগাঢ় হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়।

মহাযোগেশ্বরস্তোত্রম্।

ওঁ নমাম্যকার্য্যং প্রবিলীনলিঙ্গ-
মাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্।
অনাদিসত্ত্বাৎ খলু বদ্ধজাত্যা
মুক্তোঽপ্যনাদিঃ পুরুষোঽস্তি স ত্বম্॥ ১॥

প্রত্যক্ষং গরলং দুঃখং সুখং মধ্বাশ্রিতো গরঃ।
তয়োর্দ্ধাতা বিভো ন ত্বং গরদোঽসি কৃপাময়॥ ২॥

অনাদিকর্ম্ম-প্রবিপাকজন্যৈঃ
সুখৈশ্চ দুঃখৈরভিহন্যমানঃ।
ধ্যাত্বা প্রভো ত্বা পরিশান্তিমেমি
প্রিয়স্ততস্ত্বং নিখিলাদমাসি॥ ৩॥

মহাযোগেশ্বরস্তোত্র।

যিনি প্রলীনোপাধি, অক্রিয় ও আত্মাতেই আত্মাকে অবলোকন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। বদ্ধ জাতি অনাদি বিদ্যমান বলিয়া অর্থাৎ বিশ্বের কারণ অনাদি বলিয়া, সেই কারণ হইতে যতপ্রকার কার্য্য হইতে পারে, সেই "প্রকার" সকলও অনাদি বিদ্যমান। অতএব বদ্ধজাতীয় চিত্ত যেমন অনাদি, মুক্তজাতীয় চিত্তও সেইরূপ অনাদি বিদ্যমান আছে। সেই অনাদি বিদ্যমান যে মুক্ত পুরুষ, তিনিই তুমি। তত্ত্বতঃ অনাদি মুক্ত ঈশ্বর মুক্তিতত্ত্বস্বরূপ, নির্ব্বাণকামিগণই তাঁহার উপাসনায় সাহসী হন। সাধারণে সগুণ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভদেই উপাসনা করিতে সমর্থ॥ ১॥

দুঃখ প্রত্যক্ষ গরল স্বরূপ, এবং সুখ (বাহ্য) মধুমিশ্রিত গরল স্বরূপ। অতএব হে কৃপাময় দেব। তুমি সুখ ও দুঃখের দাতা, সুতরাং গরদ নও॥ ২॥

হে প্রভো। অনাদি কর্ম্মের বিপাক জন্য যে সুখ ও দুঃখ, তাহার দ্বারা অভিঘাত প্রাপ্ত হওত, আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া সর্ব্বতঃ শান্তি পাই। প্রভো। তজ্জন্য তুমি সমস্ত জগৎ অপেক্ষা আমার প্রিয়তম॥ ৩॥

इच्छैव साधनं ते हि क्रियासिद्धसमयः क्षणः ।
सोऽबोधकल्पितो यत्ते नानोपायपरिग्रहः ॥ ७ ॥
किं कामये त्वन्ननु सम्प्रमोक्ष
अद. स्विनात्माभिनिवर्त्तनीयम् ।
लिङ्गं न मे नाशयसि प्रभो त्वं
नात्माऽकृत. शाश्वतिको यतः स्यात् ॥ ८ ॥

ইচ্ছাই তোমার একমাত্র কার্য্যের সাধন এবং ক্ষণাবচ্ছিন্ন কাল ক্রিয়াসিদ্ধির সময়। অতএব তুমি নানা উপায় পরিগ্রহ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ কর, ইহা অবোধ কল্পিত, কারণ তাহাতে তোমার ঐশ্বর্য্যে দোষারোপ করা হয়। (যত্রকামাবসায়িত্ব রূপ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি অভীষ্টরূপে পরিণত করা যায়, তজ্জন্য দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ উপায়ের দ্বারা তুমি কার্য্য সিদ্ধ কর, ইহা তোমার ঐশ্বর্য্যে দোষারোপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?) ॥ ৭ ॥

হে প্রভো। তোমার নিকট কি কামনা করিব? তোমার নিকট কি বিমুক্তি কামনা করিব? না,—তাহাও করিতে পারি না, কেননা তাহা নিজের দ্বারা অভিনিবর্ত্তনীয়। তোমার প্রকৃতি বশিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য বলে তুমি যদি আমার সূক্ষ্মাদি লিঙ্গশরীর লয় কর, তবে ত আমি মুক্ত হইতে পারি। না,—তাহা হইলেও শাশ্বত মোক্ষ হয় না, কারণ লিঙ্গলয় নিজকৃত না হইলে তাহা শাশ্বতিক বা নিত্য হয় না, তজ্জন্য তুমি শক্ত হইলেও আমার লিঙ্গলয় কর না। (বিষোপম বাহ্য সুখ ত তোমার নিকট কামনা করিতেই পারি না, কিন্তু মুক্তিও কামনা করিতে পারি না। কারণ মুক্তি পর বৈরাগ্য-মূলক, অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া যে নিরবদ্যভাবে স্থিতি, তাহাই মুক্তি, অতএব মুক্তি পরেচ্ছাকৃত হইতে পারে না। তজ্জন্য তোমার নিকট তাহা প্রার্থনা করিলে, "সৎ অভাব দাও" এইরূপ নিরর্থক কথা বলা হয়। আর পুরুষান্তরের ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যদি উপাধি লয় হয়, তাহা হইলে তাহা নিত্য হয় না, যেহেতু সেই পুরুষ ঐশ্বর্য্য সংহরণ করিলে আবার উপাধি ব্যক্ত হইবে। অতএব দোষ বীজ থাকিয়া যায় বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজীবের উপাধি লয় করেন না) ॥ ৮ ॥

চিন্মাত্রমিত্যেব ভবান্ হি গীতঃ
স্বস্থো যতস্ত্বঞ্চ স্তুতং শ্রুতৌ তে।
লিঙ্গং তথৈশং হ্যপি রুদ্ধবান্ যত্
শ্রেয়ঃ পরং কিঞ্চিদিতি দর্শয়ন্ ত্বম্ ॥ ৯ ॥
আসঙ্গমিচ্ছামি নিরন্তরালং
খমাবৃতিরিন্দ্রিয় তু বাধতে মাম্।
প্রাপ্যাত্মনি ত্বাং সমনুপ্রবিষ্টং
বিচ্ছেদবহ্নিঃ প্রিয় শাম্যতীশ ॥ ১০ ॥
ত্বন্নামকীর্ত্তনে চেতো বাচি চাপি প্রবর্ত্ততে।
পরানুরক্তিমেষ্যামি ত্যক্ত্বা তদপ্যহো কদা ॥ ১১ ॥

তুমি আত্মস্থ বলিয়া শ্রুতিতে চিন্মাত্ররূপে গীত হইয়াছ। আর তোমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত উপাধিও শ্রুতিতে স্তুত হইয়াছে; অর্থাৎ ঈশ্বর যখন সর্ব্বদাই আত্মস্থ, তখন তাঁহাকে চতুর্থতত্ত্ব বা আত্মা এবং ঈশ্বর উভয়ই বলা যায়। সর্ব্বেশ্বরতা অপেক্ষাও পরমশ্রেয়ঃ কি, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তুমি সেই ঐশ উপাধিও রুদ্ধ করিয়া বিরাজমান আছ॥ ৯ ॥

তোমার সহিত অন্তরালশূন্য মিলন ইচ্ছা করি, কিন্তু হায়! তখন ইন্দ্রিয়রূপ প্রাবৃতি বা বেড়া আমাকে বাধা দেয়। হে ঈশ! প্রিয়তম! তোমাকে আত্মমধ্যে অনুপ্রবিষ্টরূপে প্রাপ্ত হইলে বিচ্ছেদরূপ বহ্নি নির্ব্বাণ হয়। (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাহ্য রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা নাই, কারণ আমি ও তুমি উভয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণ থাকিয়া যায়, সুতরাং বিচ্ছেদজ্বালাও সম্যক্ উপশান্ত হয় না। আত্মমধ্যে তোমাকে পাইলেই পূর্ণ মিলন হয় ও বিরহ দহন শমিত হয়) ॥ ১০ ॥

(যখন সম্যক্‌রূপে তোমাতে মন ন্যস্ত করিয়া পরানুরক্তি করিতে চাই, তখন তোমার নাম উচ্চারণও বন্ধ হইয়া যায়, কারণ তোমাতেই যদি সম্যক্‌রূপে মন থাকে, তাহা হইলে বাগিন্দ্রিয়ে উহা বাহিতে পারে না।) হে প্রভো! তোমার নাম কীর্ত্তনে মন বাগিন্দ্রিয়েও প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব তাহাও ত্যাগ করিয়া কবে তোমাতে অনন্যচিত্ততা-রূপ পরা অনুরক্তি লাভ করিব! ॥ ১১ ॥

त्वां त्वन्निवेदितात्माहं कदा स्मृतिसुधाप्लुतः ।
आनन्दाश्रुकणान् मुञ्चन् अधितिष्ठामि चानिशम् ॥ १२ ॥
प्रणिधानात् समाप्नोमि कैवल्यं परमं पदम् ।
अनवच्छिन्नकालात्त्व कदाधिराजसे यतः ॥ १३ ॥
ओमुम्मित्येतन्महामन्त्रं महायोगीशवाचकम् ।
स्मृतिमुत्थाप्य चोंकारात् तिष्ठेन्मुम्मकारतस्ततः ॥ १४ ॥

इति साङ्ख्ययोगि श्रीहरिहरयति विरचितं
महायोगीश्वरस्तोत्रं समाप्तम् ।

হে নাথ। তোমাতেই আত্মনিবেদনপূর্ব্বক, তোমার স্মৃতিরূপ সুধার দ্বারা আপ্লাবিত হইয়া, কবে আনন্দাশ্রুকণা ত্যাগ করিতে করিতে নিরন্তর তোমাতেই অবস্থান করিব ? ॥ ১২ ॥

অনবচ্ছিন্ন কাল হইতে তুমি যে যোগপদে অধিরাজমান আছ, তোমাতে প্রণিধান করিয়া কবে আমি সেই কৈবল্যরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইব ? ॥ ১৩ ॥

ওম্‌মম এই মহামন্ত্র মহাযোগেশ্বরের বাচক। তন্মধ্যে ওকারের দ্বারা তাঁহার স্মৃতি অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে মনে যাহা ধারণা করিতে পার সেই ভাব উত্তোলিত করিবে, আর একতান ম্‌মকারের দ্বারা সেই ভাবে অবস্থান করিবে * ॥ ১৪ ॥

---

* মুমুক্ষুগণের উপাস্য মহাযোগেশ্বরের প্রণিধান প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথম যোগস্থ পুরুষের উপযুক্ত, অপার আত্মতৃপ্তিব্যঞ্জক, প্রসন্ন মন্দহাস্যযুক্ত বদন ও অনন্ত ভাব ব্যঞ্জক, উন্মেষ নিমেষশূন্য নয়ন এক ভগবানের মূর্ত্তি অনুচিন্তন করিবে। অন্তর ও বাহ্য সকল ভাব ব্যাপিত্ব হেতু মহেশ্বরকে সেই মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত নিশ্চয় করিয়া তাঁহাতে নিজকে অনুপ্রবিষ্ট করিবে। এইরূপে তন্মধ্যে আপনাকে বা আত্মমধ্যে তাঁহাকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত অবধারণ করত তাঁহার নিবাতস্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল চিত্তের সহিত আত্মচিত্ত মিশাইয়া পরমানুরাগপূর্ব্বক কামনাদি সর্ব্বদোষশূন্য তাঁহাতেই অবস্থান করিবে। এইরূপ ঐক্যভাবনা অভ্যাস করিতে করিতে, "যেমন এই পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ আমিও সেইরূপ" হওয়ার ক্রান্তিক্রমে আত্মচৈতন্যের অধিগম হইয়া কৈবল্য হয়। যাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ কামনাপূর্ব্বক সগুণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার কামনা করেন, তাহাদিগকে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা আবর্জ্জিত হওত সেই ধ্যেয় মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া, অভীষ্ট উপদেশ প্রদান করেন। সর্ব্বশক্ত ভগবানের বিগ্রহ ধারণ করিয়া সাকার হওয়া ঈশ্বরের বা

পারিভাষিক-শব্দার্থ।

☞ এই গ্রন্থ পাঠকালীন পাঠকগণ নিম্নলিখিত শব্দার্থগুলি স্মরণ রাখিবেন।

পদার্থ = পদের দ্বারা যাহা অভিহিত হয় (ভাব এবং অভাব)।

বস্তু = ভাব পদার্থ (দ্রব্য ও গুণ) = সৎ।

দ্রব্য = গুণের আশ্রয় (আন্তর ও বাহ্য)।

গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ব্যতিরিক্ত) = দ্রব্য যাহার আশ্রয়রূপে প্রতীত হয় = দ্রব্যের সূক্ষ্মভাব = ধর্ম্ম (বাহ্য এবং আন্তর)। মূল বাহ্য গুণ = বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব এবং জাড্যত্ব। মূল আন্তরগুণ = প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি।

বিষয় = বাহ্য ও আন্তর করণের ব্যাপার (বোধ্যবিষয়, কার্য্যবিষয় ও ধার্য্যবিষয়)। বোধ্য = প্রমেয় এবং অনুভাব্য। কার্য্য = স্বেচ্ছ এবং স্বতঃ। ধার্য্য = দ্রব্য (শরীরাদি) এবং শক্তি। প্রমেয় = গৃহ্যমাণ (প্রকাশ্য বা শব্দাদি) এবং অগৃহ্যমাণ (অনুমেয় ও আপ্ত)। স্বেচ্ছবিষয় = কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির কার্য্য। স্বতঃক্রিয়াবিষয় = প্রাণাদির কার্য্য। [সমস্ত বিষয় বাহ্য এবং আভ্যন্তর।]

বোধ = জ্ঞানমাত্র = আত্মবোধ বা স্বপ্রকাশ, প্রমাণ এবং অনুভব। প্রমাণ = করণবাহ্য ভাবের বোধ। অনুভব = করণগত ভাবের বোধ।

করণ = বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত যে সকল আত্মশক্তি পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ ক্রিয়ার সাধকতম, তাহারা।

শক্তি = ক্রিয়ার পূর্ব্ব এবং পর অবস্থা। আন্তরশক্তি = সংস্কার বা তদাধার মন। বাহ্যশক্তি = জাড্য, অর্থাৎ ক্রিয়ার উপশমাবস্থা।

ক্রিয়া = শক্তির ব্যক্তাবস্থা = বাহ্যক্রিয়া (দেশাশ্রয়) এবং আন্তরক্রিয়া (কালাশ্রয়)।

[illegible]। যিনি ইচ্ছামাত্রেই কত মহান্ ব্যাপার সাধন করিতে পারেন, তিনি যে বিগ্রহ ধারণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্তের সাক্ষাৎ হইতে পারেন না, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। এইজন্য 'সাকার-নিরাকার'-নামক কোনও বাদ দর্শনশাস্ত্রে পাওয়াই যায় না। তবে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত পুরুষ যখন সাধকের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কার্য্য করিবেন। জ্ঞান ও তজ্জন্য পরবৈরাগ্যই প্রকৃত কল্যাণ, ভগবানের নিকট কেবলমাত্র তদ্বিষয়ই আশা করা যাইতে পারে, নচেৎ (অন্যরূপ উপাসনায় ভোগ সিদ্ধ হইলেও) তাঁহাকে উপাসকের বিঘ্নকর্ত্তা বলা গোঁয়ার্ত্তমি মাত্র, যেহেতু অন্যায় অপকার না করিয়া প্রায়ই কোন বাহ্য উপভোগ সিদ্ধ হয় না। 'নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি' (যোগভাষ্য)।

পরিশিষ্ট।



সংক্ষিপ্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার।

১। সাংখ্যীয় তত্ত্ব সকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় না হইলেও, কয়েক স্থল বিশদ করিবার জন্য তাহা বলা আবশ্যক। চিত্তকে কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে ধারণ করার নাম্ ধারণা। পুনঃ পুনঃ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের এইরূপ স্বভাব হয় যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদিত হয়। সাধারণ অবস্থায় এক ক্ষণে যে বৃত্তি উঠে, পর ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক বৃত্তি উঠে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রবাহ চলে। ধারণা অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি সকলের প্রবাহ চলে বটে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলি একরূপ। পূর্ব্ব ক্ষণে যে বৃত্তি, পর ক্ষণে ঠিক্ তদ্রূপ আর এক বৃত্তি। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীত হয়; তাহার নাম একতানতা। বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় ধারণা, আর তৈল বা মধুর ধারার ন্যায় ধ্যান। ইহার ভিতর অসম্ভব কিছুই নাই; সকলেই অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারেন। প্রথমে অতি অল্প সময়ের জন্য চিত্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস করা যায়, তবে ক্রমশঃ অধিকাধিক কাল চিত্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিত্ত একতান হয়, ততই তাহা (একতানতা) প্রগাঢ় হয়, অর্থাৎ অন্য সকল বিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয় জাজ্বল্যমানরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শরীরাদি-সহ নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই জাজ্বল্যমান ধ্যেয় বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাওয়া যায়, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা যায়। সুবুদ্ধি পাঠক ইহাতে কিছুই অযুক্ততা দেখিতে পাইবেন না। এই সমাধিসিদ্ধি অতীব দুরূহ, কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হয়, কারণ সর্ব্বপ্রকার বিষয়-কামনা শূন্যতা এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রযত্ন সমাধি-সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন। বাহ্য বা আভ্যন্তর যে কোন ভাবকে সমাধি-বলে অনুভবগোচর করিয়া রাখার নাম সাক্ষাৎকার, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

২। সমাধির সময় ধ্যেয়াতিরিক্ত সর্ব্ব বিষয়েব সম্যক্ বিস্মৃতি হেতু সমস্ত শারীর ভাবেরও বিস্মৃতি হয়, তজ্জন্য শরীর জড়ব২ হইয়া অবস্থান করে। এই হেতু শরীরের প্রযত্নশূন্যতা (আসন প্রাণায়ামাদিব দ্বারা) সমাধি সিদ্ধির জন্য একান্ত আবশ্যক। শরীর সর্ব্বপ্রকারে জড়বৎ হইলে, শরীরস্থ শক্তি বা করণ সকল শরীর নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ ক্লেয়ার ভয়ান্স অবস্থায় দেখা যায় যে, আবেশক ব্যক্তির শক্তিবিশেষের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জডবৎ হইলে দর্শনাদি শক্তি স্থূলেন্দ্রিয় নিবপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহণ করে। সমাধি সিদ্ধি হইলে যে সেই শরীর হইতে স্বতন্ত্রভাব সম্যক ও সিদ্ধ ব্যক্তির স্বায়ত্ত হইবে এব' উৎফলস্বরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারী হইবে, তাহা আর অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধারণ অবস্থায় কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে গেলে আমরা মন স্থির করি, সূক্ষ্ম দ্রব্য দেখিতে গেলে সেইরূপ চক্ষু স্থির করি তজ্জন্য সমাধি নামক চরম স্থিরতা যখন হয়, তখন সেই স্থির চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের চরম জ্ঞান হয়। তজ্জন্য যোগসূত্রকার বলিয়াছেন— "তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক"। শুধু যে রূপাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আহিত করিয়া রাখা যায়, তাহা নহে, চিত্তের যে কোন ভাব বা (করণরূপ) যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত একভাবে অনুভব গোচর করিয়া রাখা যায়। তাহাতে সেই বিষয় অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে মূল হইতে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের চরমোৎকর্ষ করা যায়। তাহাতে ক্রমশ সর্ব্বজ্ঞতাও লাভ হয়।

৩। এক্ষণে সমাধি বলে কিরূপে তত্ত্ব সকলেব সাক্ষাৎকাব হয় দেখা যাউক। প্রথমত' ভূত সাক্ষাৎকাব করিতে হয়। মনে কর তেজোভূত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কোন একটী দ্রব্যের রূপে (মনে কর একটী ফুলের লাল রূপে) দর্শনশক্তি নিবিষ্ট করিতে হয়। সাধারণ অবস্থায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পরিণত হইয়া যায় তজ্জন্য সেই লাল রূপে চক্ষু থাকিলেও হয় ত ৫ মিনিটে পাঁচ শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে রূপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের অন্য গুণেরও জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহাতে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে বহু ধর্ম্ম একত্র জানা যায়, তাহাকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। কিন্তু সমাধিবলে কেবল

মাত্র সেই লাল রূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শব্দাদি সমস্ত ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র জগতে লালরূপ আছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। ফল অর্থাৎ তদর্থভূত বহু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান তখন থাকিবে না, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান যাইয়া ভূতসাক্ষাৎকার হইবে। শব্দসাক্ষাৎকারকালে বাহ্যে ধারাবাহিক শব্দ পাওয়া যায় না বলিয়া অনাহত-নাদ নামক শব্দকে প্রথমতঃ বিষয় করিতে হয়। বাহ্য শব্দের দ্বারা কর্ণ যখন উদ্রিক্ত না হয়, তখন স্বগতক্রিয়ামূলক যে বহুপ্রকার ধ্বনি স্থিরচিত্তে শুনিলে শুনা যায়, তাহাকে অনাহত-নাদ বলে। অবশ্য সমাধি-সিদ্ধ হইলে আর ধারাবাহিক বাহ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না; তখন ক্ষণমাত্র যে বিষয় গোচর হয়, তদাকারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির নিশ্চল রাখিয়া, তাহাতে সমাহিত হওয়া যায়। যেমন অনেক লোক একবার আলোকের দিকে চাহিলে, চক্ষু বুজিয়াও কতক্ষণ আলোক দেখিতে পায়, তদ্রূপ। বায়ু, অপ্ ও ক্ষিতি, ভূত সকল এইপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়। যখন যেটা সাক্ষাৎ করা যায়, তখন বাহ্যজগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সাধারণ বা ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট; কেননা সাধারণ জ্ঞান অস্থির চিত্তের; তাহা স্থির চিত্তের। সাধারণ জ্ঞানে এক ধর্ম্ম ক্ষণমাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, তাহাতে দীর্ঘকাল অতিস্ফুটরূপে থাকে।

৪। তৎপরে তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে। মনে কর, রূপতন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এক ক্ষুদ্র দ্রব্যও যদি স্থিরচিত্তে দেখা যায়, এবং অন্য সকল পদার্থ ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাই যদি জ্ঞানে ভাসমান থাকে, তবে তাহা জগদ্ব্যাপী (অর্থাৎ Field of vision-পূর্ণ) বলিয়া বোধ হইবে। কারণ তখন অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। মেস্‌মেরাইজ্ করিবার সময় আবেশ্য ব্যক্তি যখন আবেশকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকে, তখন যতই সে মুগ্ধ হয়, ততই সে আবেশকের চক্ষু বড় দেখে। শেষে অতিমুগ্ধ হইলে প্রায়শঃ সেই চক্ষু যেন জগদ্ব্যাপী বলিয়া বোধ করে। সমাধিতেও তদ্রূপ। মনে কর, একটী সরিষায় চিত্ত স্থির করা গেল। প্রথমতঃ তাহার আকৃষ্ট রূপময় তেজোভূত সাক্ষাৎকৃত হইবে। তখন অতিস্ফুটরূপে এবং জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া সেই সর্ষপের রূপ জ্ঞানে ভাসমান হইবে। পরে পুনশ্চ চিত্তকে অধিকতর স্থির করিয়া সেই ব্যাপী রূপের ক্ষুদ্র একাংশমাত্রে দর্শনশক্তিকে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পূর্ব্ববৎ ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইবে।

এই প্রক্রিয়া যতবার করা যাইবে, ততই দর্শনশক্তি অধিকতর স্থির হইতে থাকিবে। স্থিরতা সম্যক্ হইলে অর্থাৎ কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য না থাকিলে, দর্শনজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেননা রূপ ক্রিয়াত্মক, সেই ক্রিয়া দর্শনশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিলে তবে রূপজ্ঞান হয়, আর দর্শনশক্তি স্থৈর্য্য-হেতু যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়ার দ্বারাও ক্রিয়াবতী হইতে না পারে, তবে কিরূপে দর্শন জ্ঞান হইবে? সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়গণ জড় হওয়াতে, এই জন্য বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সমাধিকৃত স্থৈর্য্যের দ্বারা বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য বাহকতা বা গ্রাহকতা থাকে, তৎকালীন যে বাহ্যজ্ঞান হয়, তাহাই তন্মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে অতিস্থির দর্শনশক্তির দ্বারা যে সেই সর্ব্বরূপের সূক্ষ্মভাব গৃহীত হইবে, তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। সাধারণ আলোক এরূপে দেখিতে গেলে প্রথমেই নীলাদি সপ্ত বা ততোঽধিক দ্রষ্টব্য রশ্মিতে বিভক্ত হইবে। পরে নীল পীতাদির আর ভেদ থাকিবে না, কারণ তখন অতিস্থৈর্য্য হেতু নীল পীতাদি কৃত সমস্ত উদ্রেক, এক ও সূক্ষ্ম ভাবে গৃহীত হইবে। নীল পীতাদির মধ্যে যাহাতে অধিক ক্রিয়াভাব আছে, তাহা অধিক-ক্ষণব্যাপী তন্মাত্রজ্ঞান উৎপাদন করিবে মাত্র, কিন্তু সমস্ত হইতে সেই এক-প্রকারের জ্ঞান হইবে। সূক্ষ্মক্রিয়ার সমাহার স্থূলক্রিয়া, তজ্জন্য তন্মাত্র নীল পীতাদি ধর্ম্মাশ্রয় স্থূলভূতের কারণ। আর নীল-পীতাদি শূন্য বলিয়া তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। রূপমাত্রা আলোকস্বরূপও নহে, অন্ধকারস্বরূপও নহে। দৃষ্টিরোধশূন্য অন্ধকার বা উজ্জ্বলশ্বেততাশূন্য আলোক কল্পনা করিতে পারিলে, তান্মাত্রিক রূপের কতক ধারণা হইবে। শব্দাদি তন্মাত্রও ঐরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়। রূপাদিগুণের সেই সূক্ষ্মাবস্থাই সাংখ্যীয় পরমাণু।

৫। তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া পরে কৌশলক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে অধিকতর স্থির করিলে যেমন তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ হয়, তেমনি তন্মাত্রসাক্ষাৎকালে ইন্দ্রিয়গণকে লয় করিলে, তন্মাত্রের স্থূলভাব বা ভূততত্ত্ব পুনশ্চ গৃহ্যমাণ হয়। তন্মাত্র সাক্ষাৎকারকালীন যে অল্প মাত্র ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, তাহাও স্থির করিলে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যখন বাহ্যজ্ঞান বিলোপ করিবার ও ইন্দ্রিয়াভিমান লয় করিয়া তন্মাত্র ও ভূতবিজ্ঞান উদিত করিবার কুশলতা হয়, তখন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার সামর্থ্য জন্মে।

ভূত-তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে স্থূল ব্যবহার-মূঢ় লৌকিকগণের ন্যায় গো-ঘট-পাষাণাদিরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান থাকে না, তখন বাহ্যজগৎ কেবল গ্রাহ্যমাত্রযোগ্য সর্ববিশেষশূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাহ্যের সেই গ্রাহ্যতা ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বলিয়া বিজ্ঞাত হয় *। তখন চিত্তকে অন্তর্মুখ বা আমিত্বাভিমুখ করিলে, বিষয়-জ্ঞান যে প্রকাশশীল 'আমিত্বের' উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমিত্বের সহিত সম্বদ্ধ—; ইন্দ্রিয়স্থিতা অস্মিতা চাল্যমানা হইয়া যে বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা প্রস্ফুটরূপে বিজ্ঞানারূঢ় হয়। ইন্দ্রিয়াদি যখন সম্যক্ ক্রিয়াশূন্য হয়, তখন তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায়; সম্যক্স্থৈর্য্য বা ক্রিয়াশূন্য রাখিবার প্রযত্ন শ্লথ করিলেই ইন্দ্রিয়াভিমান ও তৎসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান আসে, ইহা ধ্যায়িগণ যখন অনুভব করিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয়গণ যে অভিমানাত্মক এবং জ্ঞান যে অভিমানের চাঞ্চল্যবিশেষ, তাহা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হন। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া তাহা অনুধ্যান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ যে আমিত্বপ্রতিষ্ঠিত অভিমানাত্মক সুতরাং একরূপ, আর শব্দ-স্পর্শাদি ভেদ যে কেবল অভিমানের চাঞ্চল্য-ভেদমাত্র, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সর্বেন্দ্রিয়-সাধারণ অভিমানের নাম ষষ্ঠ অবিশেষ বা অস্মিতামাত্র। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণও যে অস্মিতাত্মক, তাহাও ঐ প্রণালীতে সাক্ষাৎকৃত হয়। অর্থাৎ (সমাধি-কালে) শরীরকে সম্যগ্জড় করিলে তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায় এবং জাড্যতা শ্লথ করিলে অভিমান আসে, ইহা অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ অনুভব করিলে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অস্মিতা-অকত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবান্ সমাধির নাম সানন্দ; তাহাতে অতীব আনন্দ লাভ হয়। কারণ শক্তিলাভ করিলেই আমাদের আনন্দ হয়; ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে যখন তাহাদের উপাদানের উপর আধিপত্য হয়, তখন তাহাদের চরমোৎকর্ষ, সুতরাং জ্ঞানশক্তি ও কার্য্যশক্তির

---

* এবংবিধ অবস্থায় সঙ্কোচ বিকাশিনী বাহ্যক্রিয়া হইতে যে বিজ্ঞান হয়, তাহাও স্ফুরৎসংহরণাত্মক, অর্থাৎ ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি সকলের প্রবাহ বা সন্তান স্বরূপ। এতাবন্মাত্র যাঁহারা নিশ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞান বা বৈনাশিক-বাদ সৃজন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কোন কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও ঐমতাবলম্বী ছিলেন। ক্রিয়ামাত্রই সঙ্কোচ বিকাশিনী বা pulsative বেগ, তাহা পরে উক্ত হইবে। তজ্জনিত বিজ্ঞান অবস্থাবিশেষে ক্ষণিক সন্তান বলিয়া প্রতীত হয়।

পরম উৎকর্ষ, সুতরাং পরমানন্দ লাভ হয়। কর্ণ বাক্ প্রাণাদি সমস্ত করণগণ অস্মিতার এক একপ্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যূহন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব। যখন তাহাতে কুশলতাবশতঃ সকলের মধ্যে সামান্য এক অস্মিতার অবধারণ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের কারণ অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সমাধি বলে যেমন বাহ্যবিষয় জ্ঞান স্থির রাখিয়া বোধ করা যায়, সেইরূপ যে কোন আন্তর ভাবও স্থির রাখা যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পর যে আন্তর ভাব, তাহা স্থির রাখাই অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকার। ইহা বিবেচ্য, কারণ মনে হইতে পারে অন্তঃকরণের দ্বারা কিরূপে অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকার হইতে পারে? ইন্দ্রিয়কারণ সেই অস্মিতার যে চঞ্চল ও স্থিতি ভাব, তাহাই অহংতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব, বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্তঃকরণ। তাহার প্রকাশশীল ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহা জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ধর্ত্তা 'আমি'-স্বরূপ। অর্থাৎ বিষয়ব্যবহারকারী যে আমিত্ব, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। কেবলমাত্র "আমি" এইরূপ প্রত্যয়ানুসন্ধান করিলে বুদ্ধিতত্ত্বে যাওয়া যায়। ব্যাসোদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের বচন যথা—"সেই অণুমাত্র (দুরধিগম্য) আত্মাকে অনুচিন্তন করিয়া কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়।" ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে অনুভূতি হয় যে, আমিত্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অভিমানের দ্বারা সম্বদ্ধ। ইন্দ্রিয়গত চাঞ্চল্য হইতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ 'আমি'কে, প্রতিনিয়ত জ্ঞাতা করিতেছে। জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইয়া সেই জ্ঞাতৃত্বে সমাহিত করিলেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। শুদ্ধ জ্ঞাতৃভাব অতীব প্রকাশশীল, তাহা ইন্দ্রিয়াদিস্থ সত্ত্ব-প্রকাশের মূল, সুতরাং সেই ভাবে সমাহিত হইয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে জ্ঞাতৃত্বের বা জ্ঞানের অবধি থাকে না। সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়পথমাত্র অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, সে অবস্থায় তাহা হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তখন সমস্ত আবরক মল অপগত হইয়া জ্ঞানের অনন্ততা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবৎ হইয়া যায়", অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবৎ প্রতীত হয়, তখন তাহার বিপরীত হয়। এই মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে না জানিলে সাংখ্যীয় অনেক গুরু বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান হইতে পারে না। মহদাত্মা যদিও আমিত্বভাবরূপ, তথাপি সেই আমিত্ব 'জ্ঞাতা' অর্থাৎ জ্ঞেয়ভাবের আভাসের দ্বারা অনুবিদ্ধ। তাহা সম্যক্ দ্বৈতভানশূন্য বোধাত্মক

নহে। সেইজন্য মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারে সর্ব্বব্যাপিত্বভাব থাকে, যেহেতু উহা সার্ব্বজ্ঞের সহিত অবিনাভাবী। ভাষ্যকার বেদব্যাস তাহার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"তারঙ্গ, আকাশকল্প, নিস্তরঙ্গ মহার্ণববৎ শান্ত, অনন্ত, অস্মিত্ব-মাত্র"। এই মহদাত্মসাক্ষাৎকারিগণকে জন্য ঈশ্বর বলে, শিব-বিষ্ণ্বাদি লোকাধীশগণ এইরূপ। বৈদিক সর্ব্বোচ্চ লোকের নাম সত্যলোক, মহদাত্মসাক্ষাৎকারিগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনাত্মসম্পর্কীয় সর্ব্বাবস্থার মধ্যে ইহাতে পরমানন্দ-লাভ হয়। ইহার নাম বিশোকা। সাস্মিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাধিজন্য পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে, এই মহদাত্মভাবে ধারণা ও ধ্যান প্রবর্ত্তিত করিলেও, সেইপরিমাণ আনন্দের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

৬। মহদাত্মভাবও পরিণামী, যেহেতু তাহা বিষয়ের (সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতা-জ্ঞানের বিষয়ের) জ্ঞাতা। অর্থাৎ তদাত্মক প্রকাশ অনাত্মভাবকৃত উদ্রেকের দ্বারা অনুবিদ্ধ, সুতরাং পরিণামী। ব্যুত্থানে সেই পরিণাম অতীব স্থূল, বা যেন যুগপৎ অনেকাত্মক। সমাধিদ্বারা মহদাত্মা সাক্ষাৎ করিলে, তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও বর্ত্তমান থাকে, অভাব হয় না। সেই পরিণামের দ্বারা প্রকাশে বা আত্মচেতনায় পরিচ্ছেদ আরোপিত হয়। যখন যোগী স্বাত্মভাবে সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি-সম্পর্ক জন্য, সার্ব্বজ্ঞ্য-খ্যাতি হেতু উদ্রেককেও সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করেন, তখন অনাত্মভানশূন্য, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অপরিণামী যে স্বাত্মচেতনায় অবস্থান হয়, তাহাই পুরুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। অপরিণামী স্বপ্রকাশ আর পরিণামী বুদ্ধিরূপ বৈষয়িক প্রকাশ, এই উভয়ের ভেদ জ্ঞানের নাম বিবেকখ্যাতি, উহা সত্ত্বগুণবৃত্তি বা জ্ঞানের চরম। সর্ব্বপ্রকার অনাত্মসম্পর্ককে নিরুদ্ধ করার নাম পর বৈরাগ্য, উহা চেষ্টা বা রজোগুণবৃত্তির চরম। এবং করণবর্গের সম্যক্ নিরোধভাবে অবস্থানের নাম নিরোধ সমাধি, উহা স্থিতি বা তমোগুণবৃত্তির চরম। বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য ও নিরোধ, এই তিনই অবিনাভাবী ও এক বা তুল্যবল। অতএব করণবর্গের সেই প্রলীনাবস্থাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ একতা বা সাম্য প্রাপ্ত হয়। সেই গুণসাম্যলক্ষিত অব্যক্তাবস্থাকে সূক্ষ্মদর্শী সাংখ্যগণ অনাত্মভাবের চরম অবস্থা বা প্রকৃতি বলেন। করণবর্গকে প্রলীন করা বা দৃশ্য পদার্থকে না জানাই প্রকৃতিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি-

সাক্ষাৎকার অবিনাভাবী হইল। এইজন্য পরমার্থ দৃষ্টিতে পুরুষই একমাত্র সৎ, প্রধান অসৎ।

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥"

যোগভাষ্যোক্ত এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, এবং—

"অব্যক্তক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্।
সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥"

ইত্যাদি সাংখ্যস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতি ভাবরূপে সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। প্রকৃতি সাক্ষাৎকার অর্থে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা করণ ও বিষয় লয় করিয়া কেবলী হওয়া। অতএব সাম্প্রদায়িকগণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি সাক্ষাতের ভিন্ন অর্থ করিয়া সাংখ্যপক্ষে যে দোষারোপ করেন, তাহা সর্ব্বথা ভিত্তিশূন্য।

৭। অন্তঃকরণের লীনাবস্থা হইলেই যে কৈবল্য মুক্তি হয়, তাহা নহে। অন্য অবস্থাতেও অন্তঃকরণ লীন হইতে পারে। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক লয়ের কারণ গ্রন্থমধ্যে (৫৫ পৃষ্ঠে) উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিলয় ও বিদেহ-লয় নামক অবস্থাতেও ঐরূপ হয়। যাঁহারা সাস্মিত সমাধি সিদ্ধ মহদাত্মাকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া সেই আনন্দময় আত্মভাবেই পর্য্যবসিত-বুদ্ধি, তাঁহারা কল্পপ্রলয়ে যখন অনাত্ম বিষয় সম্যক্ লীন হয়, তখন প্রলীনান্তঃকরণত্রয় হইয়া কৈবল্যবদবস্থায় থাকেন। কারণ অনাত্ম বিষয়কৃত সূক্ষ্মতম উদ্রেক না থাকিলে মহত্তের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে না। পুনঃসর্গকালে তাঁহারা পূর্ব্বরূপে অভিব্যক্ত হন। তাঁহারাই হিরণ্যগর্ভ। বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকখ্যাতি না থাকাতেই তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়। কৈবল্য মুক্তিতে বিবেকখ্যাতি পূর্ব্বক লয় হয় বলিয়া আর পুনরুত্থান হয় না। যেমন তুল্য-শক্তির দ্বারা বিপরীত দিকে আকৃষ্ট দ্রব্য স্থির থাকে, সেইরূপ বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের উত্থান রহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের উত্থান রোধ করিতে করিতে যখন নিরোধ চিত্তের স্বভাব বা ভূমিকা হইয়া দাঁড়ায়, সেই অবস্থার নামই কৈবল্য-মুক্তি বা শাশ্বতী শান্তি। সাধারণ লোকে ইহার উৎকর্ষের মর্ম্ম মোটেই অবধারণ করিতে পারে না। তাহাদের ভাবা উচিত যে, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব রূপ ঐশ্বর্য্য হইতেও উহা ইষ্ট অবস্থা। বিদেহলীনগণও পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি-

তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরে কতক ক্ষণ ব্যাপিয়া সেই ক্রিয়া-প্রবাহের প্রকৃতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞাত হইয়া, একটী বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিণাম একত্রিত হইলে কিরূপ হইবে তাহার অনুধাবন করিলে, মানসচিত্রে তাহা সম্যক্ দেখা যাইবে। এইরূপে দুই দিন, দশ দিন, বা দশ বৎসর পরে সেই লৌহের কি পরিণাম হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা একটী সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ। মনে কর, ১০ বৎসর পরে সেই লৌহখণ্ড লইয়া একজন লোক ছুরি নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তমানে তাহা জানিতে হইলে বাহ্যতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরচিত্তের পরিণামও সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাহ্যদ্রব্যের ন্যায় চিত্তও প্রতিনিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। এক একটী চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। বৃত্তির মধ্যে যাহা সমুদ্রিক্ত বা প্রবলক্রিয়াবতী হয়, তাহাই আমাদের অনুভব-গোচর হয়। যাহা সূক্ষ্মক্রিয়াবতী, তাহা চিত্তে অজ্ঞাতভাবে বিধৃত হইয়া থাকে। [সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ (Thought-reader) ব্যক্তিরা প্রায়ই তোমার জীবনের এমন অতীত ঘটনা বলিবে যে, হয়ত তোমার তাহা মনে নাই, এবং তুমি মনে যাহা না ভাবিতেছ, এরূপ ঘটনাও অনেক বলিয়া দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তি সকল যে সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়াবতী হইয়া (কারণ ক্রিয়া-ব্যতীত বৃত্তি অনুজীবিত থাকিতে পারে না) চিত্তে থাকে, তাহা প্রমাণিত হয়।] সমাধি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত হইলে পরচিত্তের সমস্ত অতীতাদি ভাব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন চক্ষু কতকপরিমাণ দৃশ্যকে যুগপৎ দেখিতে পায়, অধিক পায় না; সমাধি-নির্ম্মল জ্ঞানের জ্ঞেয় পদার্থের সেরূপ সঙ্কীর্ণ পরিমিত বিস্তার নাই, তদ্দ্বারা যেন যুগপৎ জগৎস্থ যাবতীয় লোকের চিত্ত বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বাহ্যদ্রব্যের যেমন বর্ত্তমান ধর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থা সম্যক্ বিজ্ঞাত হইয়া ভবিষ্যদ্ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, সেইরূপ চিত্তেরও বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পরম্পরা-ক্রমে ভবিষ্যৎ যে কোন ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এখন এই কয়টী নিয়ম খাটাইয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বুঝা যাইবে। মনে কর, সেই লৌহখণ্ড লইয়া ১০ বৎসর পরে এক ব্যক্তি ছুরি গড়িবে। সাক্ষাৎকারেচ্ছুকে সেই ভবিষ্যদ্ঘটনাকে বর্ত্তমানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্ব্বথা ও সর্ব্বতঃ খ্যাতিমৎ প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা সেই লৌহের পরিণাম-ক্রম এবং দশবর্ষব্যাপী পার্থিব সমস্ত মানবের চিত্ত-পরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দেশ, কাল ও নিমিত্ত ব্যব-

দেশে যাহার সহিত সেই লৌহখণ্ডের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকে লক্ষ করিলেই সেই লৌহখণ্ডের ছুরিকা-পরিণাম-দৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইবে। ইহা দার্শনিক-শিক্ষাশূন্য সাধারণ পাঠকের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ব্যতীত চিত্তের ভবিষ্যৎজ্ঞানের আর যুক্তিযুক্ত উপায়-ব্যাখ্যা নাই। নিদ্রা সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিনপ্রকার (যোগভাষ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য), তন্মধ্যে সাত্ত্বিক নিদ্রার সময় অল্প সময়ের জন্য চিত্ত কখন কখন স্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দ্রব্যের ন্যায় সমাধির ও নিদ্রার ভেদ। তমোগুণবৃত্তি নিদ্রা অস্বচ্ছ বটে, কিন্তু সমাধির ন্যায় স্থির। আর জাগ্রৎ স্বচ্ছ হইলেও অস্থির। অস্থৈর্য্য ও অস্বচ্ছতা হেতু জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থায় সহসায় ভাবের যাহা প্রকাশ্যবিষয়, তাহা প্রকাশিত হয় না। তবে সাত্ত্বিক নিদ্রায় ক্বচিৎ অল্প সময়ের জন্য (১।২ চিত্তবৃত্তি উঠিতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ) স্বচ্ছ, স্থির ও প্রকাশশীল ভাব আসিতে পারে। সেই চিত্ত দ্বারা সেই কালেই ভবিষ্যৎজ্ঞান হয়। পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে যে, চিত্তের এক স্থূলবৃত্তি হইতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ স্থূল তিন ক্ষণ), সেই সময়ে কোটি কোটি সূক্ষ্মবিষয়িণী বৃত্তি উঠিতে পারে। স্থূল-স্বভাব হেতু ভবিষ্যৎজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত ক্রম সাধারণ চিত্ত ধারণা করিতে পারে না, শেষ দৃশ্যটাই গোচর করিতে পারে। এইরূপে স্বপ্নকালে কখন কখন ভবিষ্যৎজ্ঞান হয়, এবং সমস্ত ভবিষ্যৎজ্ঞানই এই উপায়ে হয়।

১০। অতীতজ্ঞানের জন্যও ঐপ্রকার নির্ম্মল চিত্তের প্রয়োজন। বিদ্যমান দ্রব্যের অভাব ও অবিদ্যমান দ্রব্যের ভাব হয় না, এই নিয়ম প্রত্যেক অবক্রচেতা ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম যেমন বর্তমানের অবস্থা-বিশেষ, তেমনি বর্তমান ধর্ম্মও অতীতের অবস্থা-বিশেষ। যেমন বর্তমানের পর পর অবস্থা সাক্ষাৎ করিলে ভবিষ্যৎকে উদিতরূপে জানা যায়, সেইরূপ বর্তমানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণাম ক্রম সাক্ষাৎ করিলে অতীতে উপনীত হওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে, কেবল ধর্ম্ম সকলের পথ ভেদে ঐরূপ ব্যবহার হয়"। সাধারণ অবস্থায় আমরা যেন ক্ষুদ্র গবাক্ষের সম্মুখে গম্যমান দ্রব্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে দ্রব্যের ধর্ম্মকে দেখি। আর একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশদ হইতে পারে। নদীতীরে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন একটী বানের তরঙ্গ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট-দৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও বৈরাগ্যাভিমানে, "বর্ত্তমান" নামক এক

ন ক্রিয়া তরঙ্গের দ্বারা আরষ্টবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছি। তাহাতে আমাদেরও মস্তে তৎসদৃশী এক "বর্ত্তমানা" স্থলা বৃত্তি উদিত রহিয়াছে। সেই তরঙ্গের স্তিতে যেমন জলের গতি হয় না, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানই আছে, াশ নাই। স্থূলের দ্বারা অনাকৃষ্টদৃষ্টি যোগিগণ অতবঞ্জিত বা সূক্ষ্ম উভয় ার্শ্বই (অতীতানাগত) বিজ্ঞাত হন। তজ্জন্য চরমজ্ঞানে অতীতানাগত মোহ মনেক বিদূরিত হইয়া যায়। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি, যাহাতে কেহ কেহ দূরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে জ্ঞাত হইয়াছেন (ঘটনা অতীত হইলে)। তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যক্ষ হয়। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঐরূপ ঘটনার কিছু পরেই যে নিদ্রিত ব্যক্তির সাত্ত্বিক নিদ্রা হইবে, তাহার সম্ভব কি? ইহা বুঝিতে হইলে আরও কয়েকটী নিয়ম বুঝা উচিত। আমাদের ভালবাসার পাত্রের সহিত বা যাহাকে চিন্তা করা যায়, তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহাকে En rapport বা Telepathy বলে। ইহাতেই দূরস্থ পুত্র কষ্টে পড়িলে বা বদ্ধ হইলে মাতার দৌর্ম্মনস্য অথবা নিঃসাড়ে অশ্রুপাত হয়। যেহেতু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানোদ্রেক কল্পনীয় নহে। নিদ্রাকালে যখন অজ্ঞাত অতীত ঘটনা যথাবৎ প্রত্যক্ষ হয়, তখন ঐ সম্বন্ধের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া নিদ্রাতে জাড্যতা যাইয়া সাত্তিকতা আইসে। নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যও উদ্রিক্ত হইয়া কখনও কখনও সাত্ত্বিক স্বপ্ন হয়। যাঁহারা এরূপ ঘটনা নিঃসংশয়ে জানিতে চান, তাঁহারা Night Side of Nature নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

১১। ত্রিকালজ্ঞানের কথায় কয়েকটী সমস্যা আসিয়া পড়ে। তাহা অনেকের মাথা ঘুরাইয়া দেয়। "যদি ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহা স্থির আছে, তবে আমার কোন কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি," এইরূপ ধাঁধা অনেকের হয়। অবশ্য সাংখ্যদের নিকট ইহা ধাঁধা নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিজের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ভবিষ্যদ বিধাতা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গোলকধাঁধা বটে। তাঁহারা ভবিষ্যৎ স্থির নাই এরূপ বলিতেও পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের ঈশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ (ভবিষ্যৎজ্ঞানাভাবে) হন। প্রায় সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের উহা মত নহে, তাঁহাদের মতে জীব সৃষ্ট নহে, অনাদি, এবং অনাদি-কর্ম্মবশে জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটে। ইহাতে ঐ ধাঁধা অনেক কাটে বটে, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে কর্ম্মফলবিধাতা ও করুণাময় বলেন, তাঁহাদের আপদ্

দূর হয় না। কারণ যে জীব দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে বলি "যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বহু পূর্ব্ব হইতেই যদি জানিতেন যে আমি এই কষ্ট ভো করিব, তবে এতদিন কণামাত্র করুণার দ্বারা স্বীয় সর্ব্ব-শক্তি-প্রয়োগে কি প্রতিবিধান করিলেন না কেন?" এতদুত্তরে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরকে অশক্ত, নয় করুণাশূন্য বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য ইহার দোষ এইরূপে খ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর মেঘের মত; মেঘ সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে, ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তেমনি ফল দেন; যে ভাল করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল দেন ও যে মন্দ য়াছে, তাহাকে কষ্টকর ফল দেন। তাহা না করিয়া, যে ভাল করি তাহাকে মন্দ ফল দিলে, বা যে মন্দ করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত"। ইহা হইতেও করুণাময়ত্ব সিদ্ধ হয় না; কার ভাল করিয়াছে, তাহার ভাল করিলে করুণা বলা যায় না, বরঞ্চ ভাল বার সামর্থ্য থাকিলেও যদি কাহারও ভাল না করা যায়, তবে নিষ্করুণ ব হইবে। অতএব "হয় নিষ্করুণ, নয় সামর্থ্যহীন" এ দোষ খণ্ডিত হইল তবে ঐ সিদ্ধান্ত হইতে ঈশ্বর যে ভাল ও মন্দ উভয়ের পক্ষপাতশূন্য, সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাতে কর্ম্মই প্রভু হইল, ঈশ্বর কর্ম্মফল-দানের হইলেন। যিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা কারুণ্য-প্রণোদিত হইয়া দুঃখীর কষ্ট না করিলেন, তিনি কিরূপে করুণাময় প্রভু হইবেন? অতএব কর্ম্ম বিধাতা ঈশ্বর স্বীকারেও উক্ত ধাঁধা মেটে না। সাংখ্যগণের ঈশ্বর কর্ম্ম দাতা নহেন। "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ" (সাংখ্য তিনি মুক্ত পুরুষবিশেষ। তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্য ও সর্ব্বশক্তি থাকিলেও নি জনতা-বিধায় তিনি নিষ্ক্রিয়। কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় জগতের সমস্ত তেছে। পুংপ্রকৃতি মূলকারণ; তাঁহাদের সংযোগ হইতে অনাদি বর্ত্তমান। যেমন হাত-কাটা-রূপ কর্ম্ম করিলে তাহার দুঃখরূপ ফল-ভো কর, তেমনি সমুদয় ঘটনাই কর্ম্মসংস্কারের বিপাক হইতে হইতেছে। বিপাকের জন্য তোমার আত্মগত কারণই যথেষ্ট; পুরুষান্তরের সাহায প্রয়োজন নাই। তোমার বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই কার্য্য কারণ-প স্পরার ফল। এই কার্য্য-কারণ-পরম্পরার জ্ঞানই ত্রিকালজ্ঞান। সাধা অবস্থায় আমরা কারণের অজ্ঞানতায় জানি বলিয়া কার্য্য সম্যক্ জানি

পারি না। সমাধি-সিদ্ধিতে তাহার বিপরীত হয়। ইচ্ছা, পুরুষকার, সমস্তই সেই কার্য্য-কারণের অন্তর্গত। অতএব প্রাগুক্ত ধাঁধা হইতে সাংখ্যগণের কর্ত্তব্য-মোহ বা সিদ্ধান্ত হানির সম্ভাবনা মোটেই নাই। তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যতের স্থিরতা জানিয়া, হয় নিরুদ্যম হইয়া নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন, না হয় গীতোক্তনীত্যনুযায়ী অতীতানাগত-ঘটনায় অনাসক্ত হন।

আর একটী ধাঁধা এই, এক ব্যক্তি কোন ত্রিকালজ্ঞকে ঠকাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি, আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব কি না?" তাহার ইচ্ছা, ত্রিকালজ্ঞ যাহা বলিবে, তাহার বিপরীত করিবে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ কিরূপে ঘটনা স্থির করিয়া বলিবে? ত্রিকালজ্ঞ কার্য্য-কারণ-পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া জানিল যে, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করাইলে সেই কারণ-বশে সে তাহার বিপরীত করিবে; অতএব ত্রিকালজ্ঞকে সে স্থলে ঘটনা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, "আমি যা বলিব, তাহার বিপরীত করিবে"। সে স্থলে যে ত্রিকালজ্ঞ ঘটনা বলিতে পারিবে না, তাহার কারণ এই যে, সেই কার্য্য-কারণের শেষ কারণ ত্রিকালজ্ঞের নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ "যাবে" কি "যাবে না" এইরূপ বলা। যে কর্ম্ম আমি করিতে পারি বা ইচ্ছা করিলে না করিতে পারি, তাহা করিব কি না, ইহা কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-সম্ভূত ভবিষ্য জ্ঞানের বিষয় নহে, অবশ্য নিজের পক্ষে। অতএব উপরোক্ত স্থলে ঘটনা যখন স্বেচ্ছকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন তাহা ভবিষ্যৎরূপে জ্ঞেয় নহে। অর্থাৎ "আমি (পাঁচ মিনিট পরে) হাত তুলিব কি না" এরূপ কর্ম্ম ভবিষ্যৎজ্ঞেয় বিষয় নয়, বর্ত্তমানে স্থির কর্ত্তব্য-বিষয়, অবশ্য নিজের কাছে। সুতরাং যে ঘটনা স্বেচ্ছকর্ম্মের উপর নির্ভর করে, সে স্থলে সেই ব্যক্তির কাছে ঐরূপপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞানের নিয়মের ব্যত্যয় হয়। তজ্জন্য স্বেচ্ছসাধ্য কৈবল্য মোক্ষ কোন পুরুষের নিজের কাছে ভবিষ্যদ্রূপে প্রমিত হইতে পারে না। অন্য পুরুষ অবশ্য নিশ্চয় করিতে পারে। ভাব-কারণ হইতে ভাব-কার্য্য হইবে, তজ্জন্য কার্য্য-কারণ-পরম্পরা-ক্রমে অতীত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া যোগিগণ কখনও সংসারের অভাব বা আদিতে যাইতে পারেন না। তজ্জন্য সংসার অনাদি।

১২। সমাধি সিদ্ধির দ্বারা জ্ঞান যেমন অব্যাহত হয়, ক্রিয়াশক্তিও সেইরূপ অব্যাহত হয়। সাধারণ অবস্থায় দেখা যায়, তুমি ইচ্ছা করিলে, আর

অমনি তোমার হাত উঠিল। ইহা যদি স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবে যে, ইচ্ছা কিরূপে তোমার ৩ সের ভারী হাতকে তুলিল। একটু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, হস্তস্থ উত্তোলক যন্ত্রের মর্ম্মদেশে থাকিয়া ইচ্ছা কোন অজ্ঞাতপ্রকারে হস্তকে তোলে। যাঁহাদের জড়তত্ত্বজ্ঞান ভারবত্তাদি সাধারণ ধর্ম্ম যুক্ত মাত্র অথবা অজ্ঞেয়, তাঁহাদের নিকট ইহা অসাধ্য সমস্যা। আমরা সাংখ্যসিদ্ধান্তে দেখাইয়াছি যে ইচ্ছা যে জাতীয়, বাহ্য জড় ও সেই জাতীয়, একপ্রকার দ্রব্যের একটা ভাব গ্রহণ ও একটা গ্রাহ্য। কঠিন কোমল প্রভৃতি সমস্ত জড়ধর্ম্ম এক একপ্রকার লোমহর্ষ, বোধগণ আমিত্বের এক একপ্রকার বাহ্যকৃত উদ্রেক মাত্র, অতএব বাহ্য এক প্রকার উদ্রিক্ত অভিমান আছে, যাহা আমার অভিমানকে উদ্রিক্ত করে। সুতরাং সেই বাহ্য অভিমান-দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার উদ্রেক হইতে কঠিন কোমলাদি ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। বাহ্য বা ভূতাদি অভিমানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাঞ্চল্যই নানাপ্রকার বাহ্যধর্ম্মের স্বরূপ *। আমাদের করণশক্তিরূপ অভি

---

* আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রাচীন দার্শনিকগণকর্ত্তৃক বিবৃত বস্তুতত্ত্বের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। Nicola Tesla নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'According to the adopted theory first clearly formulated by Lord Kelvin all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity vaguely designated by the word ether The atom of an elementary body is differentiated from the rest of the substance, which fills all space by movement as a small whirl of water would be in a calm lake All matter then is merely whirling ether By being set in movement ether becomes matter perceptible to our senses the movement arrested the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible This theory of the constitution of matter is not merely a beautiful conception, which in its essence is contained in the old philosophy of the Vedas but a physical truth Then, if ether whirl be shattered by impact or slowed down and arrested by cold, any material whatever it be would vanish into seeming nothingness and conversely if the ether be set is movement by some force, matter would again form Thus by the help of a refrigerating machine

দ্বারা অভিহত হইয়া বোধ উৎপাদন করে, এবং যাহা প্রবর্ত্তক, তাহা নিয়তই সেই বাহ্য চাঞ্চল্যে উপসংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে। সেই মিলিত বা উপসংক্রান্ত অবস্থাই ধারক অভিমান। ইহারাই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি নামক অন্তঃকরণের মূল ধর্ম্মত্রয়। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরেন্দ্রিয়াত্মক অভিমান সঙ্কীর্ণ এক ভাবে বাহ্যের সহিত মিলিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরকে ধারণ, চালন ও শরীর সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের গ্রহণ, এই কয় প্রকারের সঙ্কীর্ণ ভাবমাত্রেই অবস্থিত। মেস্মেরিজম্, ক্লেয়ার্ভয়ান্স, পরচিত্তজ্ঞতা (Thought reading) নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে অপরের শরীর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চালন ও অসাধারণ গ্রহণ প্রভৃতি হয় *। মহাভারতের বিপুলোপাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীয় গুরুপত্নীকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া নিজ কথা বলাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, সমাধি-বলে ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে সম্পূর্ণরূপে স্থূল-শরীর নিরপেক্ষ করা যায় এবং যথেচ্ছ নিয়োজিত করা যায়। এখন যেমন কেবলমাত্র শরীরের চালক যন্ত্রকে চালন করিতে পারা যায়, তখন সমস্ত দ্রব্যকেই সেইরূপে চালিত করা যাইবে। এই সিদ্ধি বাহ্যসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইপ্রকার, ভূতবশিত্ব ও তন্মাত্রবশিত্ব। নীল-পীতাদি ভূতগুণের উপর আধিপত্য, যদ্দ্বারা দ্রব্যের আকারাদি ও কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহা মহাভূতবশিত্ব (এবং ভৌতিকবশিত্ব)। আর যাহা দ্বারা নীলকে পীত বা পীতকে রক্ত ইত্যাদিরূপে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহা তন্মাত্রবশিত্ব। অলৌকিক শক্তির চরম প্রকৃতিবশিত্ব, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছরূপ-প্রকৃতি করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়। এক্ষণে একটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাউক। যোগসূত্রে আছে, (সমাধির দ্বারা) উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয়। গ্রন্থমধ্যে ও সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে প্রদর্শিত

* Miss Chandos Leigh Hunt তাঁর Animal Magnetism-সম্বন্ধীয় পুস্তকে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, Baron Du Potet নামক অসাধারণ মেস্মেরিক-শক্তিসম্পন্ন একজন ফরাসির কখন কখন এরূপ শক্তি প্রাদুর্ভূত হইত যে, তিনি কোন দরজা খুলিবার ইচ্ছা করিলে দরজা আপনি খুলিয়া যাইত। একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণেরও ইচ্ছাপূর্ব্বক দৃষ্টি রোধক স্থির করিয়া বিবর বা কোন দ্রব্যকে স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা ছিল; ইহা একজন সেনানী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব সাধারণ অবস্থাতেও কখন কখন নিজ শরীরের ন্যায় পর-শরীর বা 'জড়' দ্রব্যও ইচ্ছাধীন করা যায়।

হইয়াছে যে, উদান শরীরের ধাতুমধ্যস্থ বোধজনক। বোধ সকল শরীরের সর্ব্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে মস্তিষ্কস্থ বোধ-স্থানে যাইতেছে। অতএব উদান ধ্যান করিতে হইলে সর্ব্বশরীরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধারা ঊর্দ্ধে যাইতেছে, এইরূপ বোধ করিতে হয়। সর্ব্বশরীরব্যাপী সেই ঊর্দ্ধধারা ভাবনাতে সমাহিত হইলে অভিমান শক্তি শরীর-ধাতুতে উপসংক্রান্ত হইয়া তাহাদের (পূর্ব্ব প্রকৃতি অভিভূত করিয়া) প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া শরীরকে উত্থানশীল-প্রকৃতি বা লঘু করে। অর্থাৎ শরীর ধাতুর পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ যে ক্রিয়া আছে, ঊর্দ্ধাভিমুখ-ক্রিয়াশীল অভিমানের উপসংক্রান্তির দ্বারা তাহা অভিভূত ও অধীনীকৃত হয়, তাহাতেই শরীর লঘু হয় *।

জগতের সমস্ত ধর্ম্মই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্ম্মের ত কথাই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল। জটিল-কাশ্যপ, বিম্বসার-রাজা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মুসলমানাদি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুচর-সংগ্রহ করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মপ্রসিদ্ধ সেই অলৌকিক শক্তি কিরূপে হয় ও কেন হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে ভগবান্ পতঞ্জলি সম্যক্ যুক্তিপূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন। সেই বিস্তৃত বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থমধ্যে বলা সম্ভবপর নহে। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকের জিজ্ঞাসা উদ্দীপিত হইলে তিনি যদি যোগশাস্ত্রের সুগভীর আলোচনা করেন, তবে তাঁহার সমস্ত তত্ত্বই বিদিত হইবে।

---

* যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত "Eddies in ether"-পর্য্যন্ত বাহ্যতত্ত্ব কল্পনা করিতে পারেন, তাঁহাদের এ বিষয় বুঝা তত কঠিন হইবে না। শরীরের রক্ত মাংসাদি সমস্তই বিশেষ বিশেষপ্রকার "Eddies in ether", তাহারা বর্ত্তমানে আমাদের শক্তি বিশেষের দ্বারা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই বিধারণ-শক্তি সাধারণ অবস্থায় একমাত্রভাবে সেই "Eddies in ether"এর উপর প্রযুক্ত রহিয়াছে। Etherএর ক্রিয়া সম্যক রুদ্ধ করিলে মাংসদ্রব্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে, আর সেই ক্রিয়া বিশেষপ্রকারে রুদ্ধ অথবা উত্তেজিত করিলে দ্রব্য লঘু বা গুরু বা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। অতএব স্বায়ত্ত ও অব্যাহত শক্তির দ্বারা রক্ত মাংসাদিরূপ "Eddies in ether"কে লঘু ভাবনা-পূর্ব্বক ধারণ করিলে শরীর লঘু হইতে পারিবে। প্রাণায়াম সিদ্ধিতেও এই কারণে কখন কখন শরীর লঘু হয়।

মানবের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যনয় হইতে সর্ব্ব জগৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষে বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব-সমাজে প্রচলিত আছে। তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্ত আদৌ সাংখ্যগণ সুমার্জ্জিত যুক্তি অবলম্বন করেন। সাধারণ লোকে ঈশ্বরের ও জগৎকারণের প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই ধার ধারে না। কেবল সত্তায় বিশ্বাস ও অত্যস্ফুট জ্ঞান পূর্ব্বক কতকগুলি ধর্ম্মনীতির আচরণ করে। সার্ব্বজনীন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং অপকৃত হইয়াও দ্রোহত্যাগ (উপেক্ষা) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠনীতি সকল আদৌ সাংখ্যগণ বা মুমুক্ষু ঋষিগণ আচরণ করিতেন। কিন্তু তাদৃশ নীতির পূর্ণাচরণ না করিলে কৈবল্যের সম্ভাবনা মোটেই থাকে না। পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মও সাংখ্যের উপর স্থাপিত। ত্রিপিটকের আদিম ধর্ম্মনীতি পর্য্যালোচনা করিলে সাংখ্যীয় কৈবল্য সাধনের সহিত কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। অশ্বঘোষাদি পরাচীন গ্রন্থকারগণ বোধিসত্ত্বের মুখে অবশ্য নিজ নিজ মতই বলাইয়াছেন। বুদ্ধদেব প্রধানতঃ কিরূপে শান্তি হয়, তাহারই উপদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, আন্বীক্ষিকী বা Metaphysics সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব সাংখ্যমতকে সাধারণ গোচর করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের জন্ত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অবতারণা মোটেই উপযোগী নহে। যেমন অধুনাতন কালে শিষ্যগণ অবতার নির্ম্মাণ করে ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বকীয় গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণও সেইরূপ করিয়া গিয়াছেন ও পরস্পর বিবাদ করিয়া নানা দর্শনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কার্য্যকারণ-পরম্পরায় জগতের উদ্ভব-লয়, কম্ম, সংহতি, বাহ্যের দুঃখাধিক্য, চিত্তনিরোধ ("নির্ব্বিকারা স্মৃতে বেদনচিত্ততা" প্রজ্ঞা-পারমিতা), কৈবল্য এবং তজ্জন্য নৈত্র্যাদি সাধন ও সম্পূর্ণ আত্মসংযম প্রভৃতি মূল বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বতন সাংখ্যের (এবং ঔপনিষদ ধর্ম্মের) নিকট ঋণী। গ্রীকগণের ও বৌদ্ধ দূতগণের দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মনীতি সকল প্রসারিত হয়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে আছে, তিনি 'অন্তিয়োক'-নামক যোন বা গ্রীক নরপতির নিকট (ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়) দূত প্রেরণ করিতেন। অন্তিয়োক বা Antiochus সিরিয়া দেশের অধিপ ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনানী সিলিউকস নিকেটর সিরিয়ায় রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার

বংশধর "অন্তিয়োক" অশোকের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ২৪৭) ছিলেন। এইরূপে ভারতীয় ধর্ম্মনীতি এসিয়া মাইনর দেশে প্রচারিত হয় ও পরে খৃষ্টকর্ত্তৃক সেমেটিক-জাতীয়দের প্রাচীন ধর্ম্ম সুসংস্কৃত হয়। খৃষ্টকর্ত্তৃক যে সংস্কার হয়, তাহাতে মৈত্র্যাদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি এবং ভগবৎপ্রেম বা Devotion এই দুই বিশেষ। কিন্তু ঐ দুই খৃষ্টের নবোদ্ভাবিত নহে, পূর্ব্বেই ভারত হইতে গিয়াছিল। বস্তুতঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতাগণ প্রায়ই নূতন কিছুর উদ্ভব করিয়া যান না, কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতির সম্যক্ আচরণ করিয়াই অসাধারণত্ব লাভ করেন; ইহা সম্প্রদায়রক্ষগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সমাধির অসাধারণ শক্তির বিষয়ও খৃষ্ট অবগত ছিলেন। "যদি তোমার সর্ষপের ন্যায় অত্যল্প মাত্রও 'ফেথ' থাকে, তবে তুমি যদি পর্ব্বতকে সরিতে বল, তবে তাহা সরিবে," খৃষ্টের এই উক্তি এবং তাঁহার অলৌকিক-শক্তি-প্রদর্শন হইতে ইহা জানা যায়। S. Beal চৈনীয় বুদ্ধচরিতের অনুবাদগ্রন্থে বলিয়াছেন, খ্রীষ্টানগণ যাহাকে 'ফেথ' বলে, তাহাকে বৌদ্ধগণ সমাধি বলে। অতএব জগতের সমস্ত প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় সমস্ত গুরুতর বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্য ও যোগের নিকট ঋণী।

তত্ত্বসাধনের বিশ্লেষ ও সমবায় প্রক্রিয়া।

(অনুলোম ও বিলোম প্রণালীর যুক্তি।)

১৪। সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে সংক্ষেপে তত্ত্ব সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষ ও সমবায় প্রণালীর যুক্তি (Analytical and Synthetical Method) একত্র মিলাইয়া উপপাদিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথক্‌রূপে ঐ দুই প্রণালীর দ্বারা তত্ত্ব সকল উপপন্ন করিয়া দেখান যাইতেছে।

অনুলোম বা বিশ্লেষপ্রণালী (ANALYSIS)।

১৫। ধাতু, পাষাণ, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটী গুণপুরঃসর আমরা ভৌতিক দ্রব্য জ্ঞাত হই। যদিচ ক্রিয়া ও জাড্যতা নামক অপর দুইপ্রকারের ধর্ম্ম ভৌতিক দ্রব্যে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা শব্দাদি-ধর্ম্মের অনুগতভাবেই বুদ্ধ হয়।

ধর্ম্মশূন্য কোন বাহ্যদ্রব্য কল্পনীয় হইতে পারে না। অতএব আপাততঃ বাহ্যক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত পদার্থকে অজ্ঞেয় বা অকল্পনীয় বলিতে হইবে। পরে উহার স্বরূপ নিরূপণীয় (১১৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৭। যাহার দ্বারা আমরা বাহ্যদ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার নাম বাহ্যকরণ। তাহারা ত্রিবিধ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয়রূপে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্যরূপে ও প্রাণ সকলের দ্বারা ধার্য্যরূপে বাহ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসা। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। প্রাণও পঞ্চ, যথা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ের নাম জ্ঞেয়-বিষয়। বাক্যাদি বিষয়ের নাম কার্য্য-বিষয়। বাহ্যোদ্ভব বোধাধিষ্ঠানাদি পঞ্চ শারীরাংশগণ প্রাণের ধার্য্য-বিষয় (৪৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৮। বাহ্য করণ ব্যতীত আরও একপ্রকার করণ পাওয়া যায়। তাহা বাহ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ নহে। তাহা অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহ্য-করণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে। যেমন চিন্তা, উহা অন্তরেই কৃত হয়, কিন্তু বাহ্য-করণার্পিত গো-ঘটাদি বিষয় লইয়াই কৃত হয়। বাহ্য-বিষয় ব্যবহার-কারি সেই আন্তর করণের নাম চিত্ত। চিত্ত নিয়তই পরিণত হইয়া যাইতেছে। সেই এক একটী চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। অতএব চিত্ত বৃত্তিসকলের সমষ্টিস্বরূপ হইল। চিত্তের বৃত্তি সকল দুই-প্রকার, শক্তি-বৃত্তি ও অবস্থা-বৃত্তি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া হয়, তাহার নাম শক্তি বৃত্তি, আর ক্রিয়াকালে যে ভাবে চিত্তের অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থা-বৃত্তি। প্রমাণাদি পঞ্চপ্রকার মূল শক্তি-বৃত্তি আছে (তাহাদের ভেদ ও লক্ষণ ২৩।৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অপর সমস্ত বৃত্তিই তাহাদের অন্তর্গত। তাহারা যথা—প্রমাণ, অনুভব, চেষ্টা, বিকল্প ও স্মৃতি। অবস্থা-বৃত্তি যথা—সুখ, দুঃখ, মোহ; রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা (৩৬।৩৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

১৯। চিত্ত ও সমস্ত বাহ্য-করণের মধ্যে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অথবা বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতি (ধারণবৃত্তি) সাধারণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোন করণবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি দেখ, তাহাতে একরকম না একরকম বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতি পাইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন করণ ও চিত্তবৃত্তি সকল সেই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির ভিন্ন ভিন্নপ্রকার সংযোগমাত্র হইল। বোধ, ক্রিয়া ও

ধারাশক্তি আসে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ছাড়া বুদ্ধি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত করণশক্তিতে আর কিছুই পাওয়া যায় না।

২০। অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল দেশব্যাপী নহে, তাহারা কালব্যাপী। ইচ্ছা ক্রোধাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি নাই, তাহারা কতককাল ব্যাপিয়া চিত্তে থাকে মাত্র। বাহ্যক্রিয়া যেমন দেশান্তর-প্রাপ্যমানতা, আন্তরক্রিয়া সেইরূপ কালান্তর-প্রাপ্যমানতা, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ক্রিয়াকালে বৃত্তি সকল পর পর কালে অবস্থিত হয়, পর পর দেশে নহে। **অতএব কালব্যাপী ক্রিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইল, দেশব্যাপী ক্রিয়া বাহ্যদ্রব্যের ধর্ম্ম হইল।**

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যদ্রব্য (ভূত ও তন্মাত্র) বিশ্লেষ করিয়া রূপ রসাদিশূন্য এক মূলাধার পদার্থের ক্রিয়ামাত্র পাই, যে ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গণকে উদ্রিক্ত করিলে রূপরসাদি জ্ঞান হয়। রূপ রসাদি ব্যতীত বিস্তারজ্ঞান থাকিতে পারে না। বিস্তার ও রূপাদি জ্ঞান অবিনাভাবী, অর্থাৎ একটী থাকিলে আর একটী থাকিবে, একটী না থাকিলে আর একটী থাকিবে না। বাহ্যদ্রব্যের মূলভাব রূপরসাদি-শূন্য, সুতরাং বিস্তারশূন্য, কিন্তু তাহা ক্রিয়াশীল। অতএব বাহ্যমূল-দ্রব্য বিস্তারশূন্য অথচ ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ হইল। উপরে সিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ দ্রব্যেই বিস্তারশূন্য ক্রিয়া সম্ভব হয়। অতএব বাহ্যের মূলভাব অন্তঃকরণজাতীয় পদার্থ হইল। সেই বাহ্য জগতের মূলাধার অন্তঃকরণ যে পুরুষের, তাঁহার নাম বিরাট্ পুরুষ। (৬১ পৃষ্ঠ ও ৬৭।১০৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয়। শব্দাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়। সজাতীয় বস্তুই পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তজ্জন্যও বাহ্যমূল অন্তঃকরণজাতীয় হইল। অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক, অতএব বাহ্যদ্রব্য (যাহা মূলতঃ গ্রাহ্যতাপন্ন বৈরাজান্তঃকরণের উপর বিবর্ত্তিত) এবং আন্তর ভাব সকল, সমস্তই মূলতঃ **ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হইল।**

২১। বুদ্ধ্যাদিতে গুণ সকলের বৈষম্য বা ন্যূনাধিকরূপে সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ অর্থে ক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃকরণের জাড্যতা বা

যে অন্তঃকরণ, তাহার এই অব্যক্তাবস্থার নাম প্রকৃতি। গুণের সাম্য ও তদাত্মক অন্তঃকরণ-লয় দুইপ্রকারে হয়; (১) নিরোধ-সমাধি-বলে ও (২) প্রাকৃ-লয়ে (৬৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। ভাবপদার্থের অভাব অন্যায্য বলিয়া এই অব্যক্তা প্রকৃতি অভাবস্বরূপ নহে। অতএব বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভাবের অব্যক্তরূপ চরম সূক্ষ্ম অবস্থা সিদ্ধ হইল।

২২। পূর্ব্বে ব্যক্তভাবের মধ্যে আমিত্বভাব যে প্রধান, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। অন্তরে প্রতিনিয়ত যে পর পর বোধবৃত্তি সকল উঠিতেছে, তাহাদের সকলের সহিত একস্বরূপ বোদ্ধৃপ্রত্যয় সমন্বিত থাকে। কারণ বোদ্ধা 'আমিত্ব' ব্যতীত বিষয়-বোধ অসম্ভব। বোদ্ধৃত্বভাবের মধ্যে দুই-প্রকার বোধ পাওয়া যায়, এক অনাত্মবোধ, আর এক আত্মবোধ। অনাত্ম-বৈষয়িক ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া বৃত্তিপ্রবাহরূপ যে পরিণম্যমান বোধ বা জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহা অনাত্মবোধ। আর অনাত্মক্রিয়ার সহিত সংযোগ না থাকিলে (গুণসাম্যে) বোধের যে স্বস্বরূপে অবস্থান বা স্বরূপবোধ, তাহাই আত্মবোধ, বা স্বপ্রকাশ, বা চৈতন্য, বা চিতি-শক্তি, বা চিৎ। যদি বল,

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা সাংখ্যীয়-তত্ত্ব বিভাগ-প্রণালী সুন্দররূপে বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি পুরু সুচিত্রিত বস্ত্র। তাহার তত্ত্ব এরূপে বিশ্লেষণীয়, যথা—প্রথমতঃ তাহাতে যে নানাবিধ চিত্র রহিয়াছে, তাহা মূলতঃ ফুল, পুষ্প, অঙ্কুর, পত্র ও লতা স্বরূপ; তন্মধ্যে কতকগুলিতে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য, কতকগুলিতে রক্তের, কতকে শ্বেতের আধিক্য। সেইরূপ আমাদের যতপ্রকার শক্তি আছে, তাহা প্রথমে বাহ্য হইতে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, তাহারা তিনপ্রকার; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—প্রকাশা-ধিক, ক্রিয়াধিক ও স্থিত্যধিক। আবার দেখি, তাহারা ফলাদির ন্যায় প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ-প্রকার। বস্ত্রের ফল পুষ্পাদিকে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখি যে, তাহারা কতকগুলি সূত্রের (টানা ও পড়েন) বিশেষ বিশেষপ্রকার সংস্থান-ভেদ মাত্র। সূত্রগুলিকে বিভাগ করিলে দেখা যায়, তাহারা কতক বেশী শ্বেত, কতক বেশী রক্ত ও কতক বেশী কৃষ্ণ। পুনশ্চ তাহারা আবার তিন তার, সেই তিন তার আবার তিন বর্ণের, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ। ভন্তের দিকে দেখিলে দেখা যায়, বাহ্য করণগণ সেইরূপ অন্তঃকরণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা সংস্থান ভেদ মাত্র। অন্তঃকরণত্রয়ে আবার বুদ্ধি সত্ত্বাধিক, অহং রজোঽধিক এবং মনঃ তমোঽধিক। কিন্তু বুদ্ধি, অহং ও মনঃ এই তিনে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই মূল ত্রিজাতীয় সূত্রের ন্যায় মূলতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিয়াছে। শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ সূত্র যেমন সেই চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের মূল উপাদান, সেইরূপ গুণত্রয়ও সমস্ত করণের মূল উপাদান।

পরে একই বোধ বাহ্যজ্ঞান-কালে পরিচ্ছিন্ন হয় ও বাহ্যজ্ঞান রহিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন হয়, অতএব স্বাত্মবোধ জন্য ও পরিণামী হইল। নিম্নদিক্ হইতে চিতিশক্তিকে দেখিতে গেলে ঐরূপ (অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য) দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বৃত্তিবোধ ও স্বাত্মবোধ স্বতন্ত্র ভাব। স্বাত্মবোধ বা নিজেকেই নিজে জানা কখন পরকে জানা হইতে পারে না, বা পরকে জানা ভাব কখনও নিজকে জানা হইতে পারে না। অতএব স্বাত্মবোধ বা পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ বা বুদ্ধি একরূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন পদার্থ (পুরুষ তত্ত্বের বিশেষ বিবরণ ..১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষ করিয়া দুই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া যায়, এক—পুরুষ, যাহা আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ, আর এক—প্রকৃতি বা অনাত্মভাবের চরম স্বরূপ। অব্যক্ত ভাব পুনশ্চ বিশ্লেষযোগ্য নহে এবং স্বাত্মবোধও নহে, অতএব তাহাদের আর কারণ নাই। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি ও নিত্য বর্ত্তমান পদার্থ। বিশ্লেষপ্রণালীর দ্বারা এইরূপে দুই নিষ্কারণ নিত্য পদার্থ সর্ব্বভাবের মূলস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

সংশ্লেষ বা সমবায়প্রণালী (SYNTHESIS)।

২৩। অতঃপর সমবায়প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোপপন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে কিরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহ্য ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিচারিত হই

এইরূপ প্রত্যয় হইত এবং সেই পা ও পৃষ্ঠের অভাবে যদি খাটের 'খাটত্ব' নাশ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব নিয়ম বাধিত হইত। কাল্পনিক উদাহরণের দ্বারা প্রমিত নিয়মের অপবাদ হইতে পারে না। এইরূপ অস্মৎপ্রত্যয় করণ সকলের অতিরিক্ত, সুতরাং করণের লয়ে তাহার নওাহানি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

এতদপেক্ষা সাধনের দিক হইতে পুরুষ সিদ্ধ করিয়া বুঝা সরল ও সুনিশ্চয়কারক। চিত্তের স্থৈর্য্য হইলে যে কোন আন্তর বা বাহ্য বোধ অবলম্বন করিয়া থাকা যায় (২০ পৃষ্ঠ)। তখন লাল রূপ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলে কেবলমাত্র জাজ্জ্বল্যমান লালরূপ জগতে আছে বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। সেইরূপ অন্তরে অন্তরে বিশেষরূপে স্থিরচিত্তের দ্বারা বিচার করিয়া 'আমিত্ব প্রত্যয়মাত্র অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইলে কেবল যে জাজ্জ্বল্যমান 'আমিত্ব প্রত্যয়মাত্র থাকিবে তাহাই পৌরুষ বোধ। বলিতে পার না, তখন কিছুই থাকিবে না কারণ শূন্যাবলম্বন করিয়া ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয় নাই আমিত্বাবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির করিতে শিখিয়া এইরূপ ভাবনা করিলে ইহা নিশ্চয় হয়।

তেছে। প্রত্যেক জীবেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযুক্ত ভাব দেখা যায়, কারণ তদ্ব্যতীত জীবত্ব হইতেই পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি-বিদ্যমান পদার্থ বলিয়া সেই সংযোগভাবও অনাদি। পুরুষখ্যাতি বা স্বাত্মবোধভাবে অবস্থান করিলে সংযোগোৎপন্ন করণাদি বিলীন হয়। আর করণগণ ব্যক্তভাবে ক্রিয়াশীল থাকিলে (অর্থাৎ সংযোগাবস্থায়) পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য-প্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে সংযোগের অভাব এবং পুরুষের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যরূপ অযথাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও তৎক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া সেই পুরুষের অযথাখ্যাতি বা বিপরীত জ্ঞান বা অবিদ্যাই সংযোগের হেতু বলিতে হইবে। সংযোগ যেমন অনাদি, সেইরূপ অবিদ্যাও* অনাদি। সংযোগ অনাদি বলিয়া তজ্জনিত জীবভাব (কর্ম্মাদি অদৃষ্টের সহিত) অনাদি। "ধর্ম্মী সকলের অনাদি সংযোগ হেতু ধর্ম্মমাত্রেরও অনাদি-সংযোগ আছে," মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য এ বিষয়ে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব অনাদি করণ সকলের লয় ও উৎপত্তি কেবল অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। গোপবন শ্রুতিতে আছে—"অবিনষ্টা এব বিলীয়ন্তে, অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্তে"। স্মৃতি যথা—"ভূত্বা ভূত্বা বিলীয়ন্তে" ইত্যাদি (গীতা)।

২৪। ব্যক্তাবস্থার পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দুই কারণ। এক অবিকারী †

---

* অবিদ্যা অর্থে বিপরীতজ্ঞান, জ্ঞানাভাব নহে। জ্ঞান সকল বৃত্তিস্বরূপ, অতএব বিপরীতজ্ঞান-বৃত্তি সমূহের নাম অবিদ্যা হইল। অন্তঃকরণে যেরূপ অবিদ্যা আছে, সেইরূপ বিদ্যা বা স্বরূপখ্যাতির বীজও আছে। বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যার প্রাবল্য হেতু স্বরূপখ্যাতিভাব অতি অস্ফুট। দুই বৃত্তির অন্তরাল অবস্থায় স্বরূপখ্যাতি থাকে, কিন্তু অবিদ্যার প্রাবল্যে বৃত্তি সকল এত দ্রুত উঠিতে থাকে যে, অন্তরাল অলক্ষ্যবৎ হয়। নিরোধ বলে খ্যাতি বা বৃত্তান্তরালকে প্রবল বা বর্দ্ধিত করিলে অবিদ্যা মন্দীভূতা হইয়া কৈবল্য হয়।

† পুরুষার্থের দ্বারাই পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ হয়। পুরুষার্থ কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সাংখ্যমতে—"পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে"। সেই পুরুষাধিষ্ঠান হইতে প্রকৃতি যে প্রেরণা পাইয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুইপ্রকার, ভোগ ও অপবর্গ। ঐ উভয়ের ভোক্তা পুরুষ। "পুরুষার্থস্তু ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।" পুরুষসিদ্ধির এই দুই হেতু বিচার করিলে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। আমি চিত্তে ত্রয় লীন করিলে 'কেবল আমি' হই। সেই চিত্তালয়ের শেষ ফল 'আমার' কৈবল্য। সে ফল চিত্তবৃত্তিতে পঁহুছায় না, কারণ তাহারা লীন হয়। তাহা "কেবল আমিত্বে" যাইয়া পর্য্যবসিত হয়। অতএব 'নহি তৎফলস্য ভোক্তা' (যোগভাষ্য)। পুরুষকে মোক্ষফলের

ভোক্তা স্বীকার না করিলে কে তাহার ভোক্তা হইবে ? বুদ্ধ্যাদিরা হইতে পারে না, কারণ তাহারা লীন হয়। বুদ্ধ্যাদির লয়ই যখন মোক্ষ, তখন নিজেদের লয়ের মূলহেতু বুদ্ধ্যাদিরা হইতে পারে না। সুতরাং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তির (এবং সেই কারণে ভোগের জন্য প্রবৃত্তির) মূলহেতু পুরুষার্থ। পুরুষকে ভোক্তা না বলিলে কাহার মোক্ষ ? তাহারও কিছু ব্যবস্থা থাকে না। মুক্তির সাধনাদি সব বৃথা হয়। তজ্জন্য বদ্ধাবস্থায় পুরুষকে সুখ দুঃখের অপারমার্থিক ভোক্তা এবং কৈবল্যাবস্থায় শাশ্বতী শান্তির পারমার্থিক ভোক্তা স্বীকার না করিলে বাতুলতা হয়। এই ভোক্তৃত্বের জন্যও পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। অর্থাৎ যখন কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়, তখন তাহাদের ভোক্তা পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন, ইহা লাঘবতঃ স্বীকার্য। যখন রাম ও শ্যাম মুক্ত হইবে, তখন রাম ও শ্যামের এরূপ বোধ হইবে না যে, আমরা এক হইয়া গেলাম। কারণ রাম শ্যামাদি সমস্ত দ্বৈত পদার্থকে ভুলিয়া কেবল নিজেকে দেখিলে তবে মুক্ত হইবে, এবং শ্যামও তদ্রূপ করিলে মুক্ত হইবে। যখন তাহাদের পরমার্থতঃ 'এক হইয়া যাওয়া' বোধ হওয়া অসম্ভব, তখন তাহারা যে এক হইবে এরূপ বলিবার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। বলিতে পার, তাহারা যে বহু হইবে, এরূপও ত কোন প্রমাণ নাই। অবশ্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন মুক্ত পুরুষ অন্য বহু মুক্ত পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করিবে না বটে কারণ তা থামতে তখন কেবল নিজেকেই শুদ্ধ বুদ্ধ অনন্ত চিন্মাত্র দেখিবে, তবে ব্যবহারদৃষ্টিতে যে বহুত্বের বিশেষ কারণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ দোষ হয়, তাহা ৬ পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ বলিবেন এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু শ্রুতি কখনও অপ্রমেয় বিষয় উপদেশ করেন না, আর শ্রুত্যর্থ যে সাংখ্যপক্ষেও সুসঙ্গত, তাহা ৭ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য। অনেকে 'বহু অনাদি সত্তা অসম্ভব' বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেন অসম্ভব, তাহার কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত দেন যে, 'এক সূর্য্য যেমন বহু জলে প্রতিবিম্বিত হয় এক পুরুষও তদ্রূপ', ইহা দৃষ্টান্তমাত্র সুতরাং প্রমাণ নহে। সূর্য্যের দৃষ্টান্ত সাংখ্যেরাও বহুত্ব-বিষয়ে দেন। তাঁহারা বলেন 'যেমন সূর্য্য মণ্ডল বহুরশ্মি অথচ একরূপে প্রতীয়মান, পুরুষগণও তদ্রূপ'। সূর্য্য একরূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ বহু বিম্বের সমাবেশমাত্র। প্রত্যেক স্থান হইতে সেই এক এক বিম্ব দেখা যায়। আর প্রত্যেক স্থান হইতে এক একটী দর্পণ দিয়া যদি এক স্থানে সমস্ত সূর্য্যপ্রতিবিম্বকে উপর্য্যুপরি ফেলা যায় তাহা হইলে তথায় এক সূর্য্য হইবে। অতএব সূর্য্যকে একত্র সমাবিষ্ট বহু বহু একরূপ বিম্বসমষ্টি বলা যাইতে পারে, পুরুষও তদ্রূপ। অনেকের পক্ষে দৃষ্টান্ত ব্যতীত বুঝিবার আর উপায় নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে তত্ত্ব অবগত হইতে চান তাদৃশ পাঠকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন এইপ্রকার সূক্ষ্ম বিষয়ে বাহ্য দৃষ্টান্তকে প্রমাণস্বরূপ না জানিয়া ও তাহা ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। সম্যগ্দর্শনের পক্ষে অর্থাৎ মোক্ষসাধনের পক্ষে পুরুষের বহুত্ববাদ বা একত্ববাদ ইহার মধ্যে যে কোন বাদই তুল্য উপযোগী। উহার কোন

নিমিত্তকারণ, আর এক বিকারী উপাদানকারণ। এই বিরুদ্ধ কার্যদ্বয় থাকাতে ব্যক্তভাবে ত্রৈবিধ্য দেখা যায়, যথা পুরুষাশ্রয়ী প্রকাশশীল, অব্যক্তাশ্রয়ী স্থিতিশীল এবং উভয়সঞ্চারী ক্রিয়াশীল ভাব (১৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে প্রাথমিক ব্যক্তি কি হইবে, তাহা দেখা যাউক। অব্যক্ত অনাত্মভাব, পুরুষের চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইলে অবশ্য ব্যক্ত হইবে। অনাত্মভাব ব্যক্ত হওয়া অর্থে তাহার বোধ হওয়া অর্থাৎ চেতনাবৎ হওয়া। আত্মচৈতন্য সেই বোধের অবিকারী হেতু, সুতরাং অনাত্মবোধ তাহাতে আরোপিত হয় যাহা ইহাতে 'আমি' (বোদ্ধা কর্তাদিযুক্ত) এইরূপ ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি হয়। ব্যক্ত কারণের লিঙ্গ, অতএব বুদ্ধিতেও স্বকীয় হেতু ও উপাদান উভয়ের লিঙ্গ থাকিবে, তন্মধ্যে আত্মচৈতন্যরূপ হেতুর আমিত্বরূপ লিঙ্গ তাহাতে পাওয়া যায় এবং 'বাহ্যবোধ' বা 'অনাত্মের বুদ্ধভাব' রূপ অব্যক্তের লিঙ্গও তাহাতে পাওয়া যায়। আদিম লিঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গমাত্র। আর বোধ এবং সত্তা অবিনাভূত বা অবিবেক্তব্য বলিয়া তাহার নাম সত্তামাত্র বা সত্ত্ব। অনাত্মবোধের আত্মবোধে আরোপের নাম উপচার। চৈতন্যের দিক্ হইতে ইহা বুঝাইলে ইহাকে চিচ্ছায়া বা চিদাভাস বলে।* বাহ্যবোধ স্বপ্রকাশ আমিতে যাইয়া শেষ হয়, কিন্তু শেষ আমিত্ব স্বাত্মবোধস্বরূপ, সুতরাং তখন অনাত্মবোধের লয় হয়। তজ্জন্য অনাত্মবোধ চঞ্চল বা পরিণামী। অর্থাৎ

তাকে মোক্ষের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ মোক্ষসাধনে কেবল নিজেকে 'চিন্মাত্র শুদ্ধ অনন্ত' বলিয়া জানিতে হয়, পর বা সমস্ত অনাত্মের জ্ঞান ছাড়িতে হইবে। উভয় মতেই প্রত্যেক জীব 'চিন্মাত্র শুদ্ধ অনন্ত,' সুতরাং মোক্ষবিষয়ে কোন বাধাক হয় না। কিন্তু জগৎ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য পুরুষবহুত্ববাদ সমধিক ন্যায্য।

* এবিষয়ের বাহ্য উদাহরণ না থাকাতে উক্ত দৃষ্টান্তের (উদাহরণ নহে) দ্বারা বুঝান হয়, ...নি উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাকে নিজের ভিতর দেখা উচিত। মনে কর, আমি সমস্ত ...হ্যজ্ঞানবৃত্তি রোধ করিলাম। বৃত্তিরোধ হইলে আত্মস্বরূপের নাশ হয় না, কারণ কোনও ...ব্য নিজেই নিজের নাশক হইতে পারে না। তজ্জন্য তখন আমি কর্তৃত্বাদিশূন্য হই। ...ই ভাবের ধারণা করিতে করিতে তবে উপলব্ধি হয়। বিপরীত আর এক প্রকারের দৃষ্টান্তের ...রাও ইহা বুঝান যায়, যথা জবাস্ফটিক বা [illegible]। এই দৃষ্টান্তের ভেদ লইয়া ...হ কেহ অনর্থক গোল করেন। ইহা দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের ভেদ বুঝা উচিত।

কর্ম্মশক্তির বিষয়ক প্রতিনিয়ত অনুভবের গোচর করে। তাহাতে অস্মিতা পরিণাম প্রবাহ অগত্যা হইতে বাহ্য আইসে।

বাহ্যক্রিয়ার মধ্যে যাহা বোধোৎপাদক, তাহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া অস্মিতা যে প্রতিনিয়ত তাদৃশী ক্রিয়াবতী হইতে থাকে, তাহাই বোধের অধিষ্ঠান ধারক প্রাণনশক্তি। তন্মধ্যে যাহা বাহ্যোদ্ভবস্ফুটবোধের অধিষ্ঠান ধারণ করে, তাহা প্রাণ ও যাহা ধাতুগত অস্ফুটবোধাধিষ্ঠান ধারণ করে তাহা উদান। যাহা স্বতঃ কার্য্যের হেতুভূত, প্রবলভাবে উত্তম্ভনোন্মুখ ক্রিয়া ধারণ করে, তাহা ব্যান। প্রাণাদির ক্রিয়াই সঙ্কোচ বিকাশশীল বা Pulsative (ইহার কারণ ১২৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। সেই উত্তম্ভিত ক্রিয়ার সঙ্কোচভাব-সম্পৃক্ত অস্মিতা পরিণাম অপান *। এবং অনুকম্পন-যোগ্য জাড্যতাপ্রধান ক্রিয়া সম্পৃক্ত অস্মিতা পরিণাম সমান। এইরূপ বাহ্যক্রিয়া সম্পর্কে পরিণত হইয়া অস্মিতা বাহ্যকরণ স্বরূপ হয়।

২৬। অতঃপর অস্মিতা হইতে চিত্ত নামক আভ্যন্তর করণ কিরূপে হয়, দেখা যাউক। বাহ্যকরণের কোন ব্যাপার বা বিষয় (২০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য) হইলে তাহা বুদ্ধ হয়, কারণ বোধ সর্ব্বকরণেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। সেই বুদ্ধভাব অন্তঃকরণের স্থিতিবৃত্তির দ্বারা বিধৃত হইবে, কারণ ধারণ করাই স্থিতিবৃত্তির কার্য্য। সেই সর্ব্বধারক (করণ ও বিষয় ধারক) স্থিতি বৃত্তির বা তামস অস্মিতার(মনের বাহ্যার্পিত বিষয় ধারণরূপ যে পরিণাম হয়, তাহাই চৈত্তিক স্মৃতিবৃত্তি। পূর্ব্বধৃত ভাবের অনুভব সহযোগে বাহ্যভাব (গৃহ্যমাণ বা গৃহীষ্যমাণ) নিশ্চয়কারিকা অস্মিতাপরিণামের নাম প্রমাণ বৃত্তি। তদ্রূপ করণগত ভাবের (পূর্ব্বধৃত [স্মৃতি] অথবা জায়মান [সুখাদি]) বোধ স্বরূপিণী অস্মিতা অনুভব। পূর্ব্বানুভবযোগে প্রকাশ্য কার্য্যাদি বিষয়ের সহিত আত্মসম্বন্ধকারিণী অস্মিতা যাহাতে শক্তি সক্রিয় হয়, তাহাই চেষ্টা বৃত্তি। ইহাও পূর্ব্বধৃত (যেমন সঙ্কল্পে ও কল্পনায়) এবং জানিষ্যমাণ (যেমন অব ধান চেষ্টায়) উভয়বিধ বিষয় ব্যবহারকারী। বস্তুর ব্যবহার সিদ্ধ্যর্থ অবান্তর

---

* শরীরের পেশী প্রভৃতি শক্তিস্থান তাহা উত্তম্ভিত হইয়া ক্রিয়া হয় ক্রিয়া হইলে পেশ্যাদি বিশ্লিষ্ট হয় অতএব সেই বিশ্লিষ্ট দ্রব্য যাহা হইতে শক্তি ক্রিয়ারূপে কতক অপগত হইয়াছে তাহা পেশ্যাদি বিধান তন্ত্র সঙ্কোচবহ। তাহাই অপান নামক অস্মিতার বিষয়। অতএব যখন কুঞ্চিতক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বা অপক্রিয় সম্পৃক্ত অস্মিতা-পরিণাম হইল।

বিষয়ক শব্দানুপাতী অস্মিতা-পরিণাম বিকল্প। তাহাতে এইবৃত্তি অবস্তু-স্থায়ী, ইহা বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়বিধ বিষয় ব্যবহার করে (যেহেতু বিদ্যমান বিষয় আশ্রয় করিয়া অবাস্তব বিষয়কে লক্ষ্য করে।) গৃহ্যমাণ, গৃহীত ও গৃহীয়মাণ এবং অগৃহ্যমাণ, এইপ্রকারে বিষয় ত্রিবিধ বলিয়া চিত্তের ক্রিয়া বা ব্যবসায় মূলতঃ ত্রিবিধ; যথা, সদ্ব্যবসায় বা বর্ত্তমানবিষয়ক, অনুব্যবসায় বা অতীতানাগতবিষয়ক এবং অপরিদৃষ্টব্যবসায় বা অগৃহ্যমাণবিষয়ক। প্রথম =গ্রহণ, দ্বিতীয়=চিন্তন, তৃতীয়=ধারণ।

২৭। প্রমাণাদি বৃত্তি সকলের বিষয় ত্রিবিধ, যথা, বোধ্য, প্রবর্ত্তনীয় ও ধার্য্য। সেই বিষয় ব্যাপার কালে চিত্তে যে গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্ভাবাবহিত চিত্তই অবস্থাবৃত্তি বা গুণবৃত্তি। ক্রিয়া ও জাড্যতার অল্পতা এবং প্রকাশের আধিক্য সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। অতএব যে বিষয় ব্যাপার স্বল্পক্রিয়া বা স্বল্পায়াস-সাধ্য অথচ খুব স্ফুট, তাহাই সাত্ত্বিক হইবে। এইরূপ বিষয়-ব্যাপার হইলেই সুখ হয়। অনুকূল বেদনার তাহাই অর্থ। সেইরূপ রাজস বা ক্রিয়াবহুল বিষয়ব্যাপারে চিত্ত অবস্থিত হইলে দুঃখ বা প্রতিকূল বেদনা হয়। আর যে বিষয় ব্যাপার অনায়াস সাধ্য কিন্তু যাহাতে বোধ অস্ফুট, তাহা সুখ দুঃখ-বিবেক শূন্য মোহাবস্থা। এক্ষণে উদাহরণ দিয়া ইহা দেখা যাউক। মনে কর, তোমার পৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে। প্রথমতঃ তাহাতে বেশ সুখ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে করা হয়, তখন যন্ত্রণা হইতে থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপারে (শেষের তুলনায়) ক্রিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকার স্ফুট বোধ সুখময় ছিল। সেই ক্রিয়া বৃদ্ধিতে অর্থাৎ বোধ-ব্যাপার যখন বহুল ক্রিয়া যুক্ত হইল, তখন দুঃখময় বেদনা হইতে লাগিল। পরে আরও হাত বুলাইতে থাকিলে যন্ত্রণা অত্যধিক হইয়া শেষে নিঃসাড় হইয়া আর যন্ত্রণা অনুভবেরও শক্তি থাকিবে না। তখন সেই বোধ-ব্যাপারে গ্রহণক্রিয়াধিক্য ও তজ্জনিত সুখ বা দুঃখের অনুভব থাকিবে না (এজন্য অতিপীড়ার শেষে আর দুঃখ বোধ থাকে না)। সেই ক্রিয়াধিক্য ও স্ফুটতা-শূন্য (সুখ দুঃখের তুলনায়) বোধাবস্থার নাম মোহ। এই জন্য বলা হয়, সত্ত্ব হইতে সুখ, রজঃ হইতে দুঃখ এবং তমঃ হইতে মোহ। সাধারণ বিষয়-ব্যাপারে (সাধারণ-বিষয়-গ্রহণে) সুখ, দুঃখ ও মোহ অস্ফুটভাবে থাকে (যেমন সাধারণ খাওয়া শোয়া ইত্যাদিতে)। যখন অসাধারণ

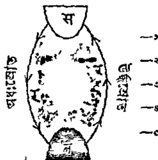
অর্থসিদ্ধি বা মিষ্টান্নাদি সংযোগ হয়, তখনই আমরা সুখ হইল বলি। সেইরূপ স্বার্থের সম্যক্ ব্যাঘাত বা শরীরের স্বভাবতঃ (অন্যোদ্রেক গাধ্য) যে অনুভব আছে, তাহার বোপোত্থ অত্যুদ্রেকজনিত পীড়া প্রাপ্তিতে আমরা দুঃখ হইল বলি। এবং অতিদুঃখের শঙ্কাজাত ভয় অথবা গুরুতর শারীর পীড়ায় বোধ চেষ্টা লোপ হইলে আমরা মোহ হইয়াছে বলি। সুখাদিরা বোধেরই এক একপ্রকার অবস্থা বলিয়া তাহাদের নাম বোধগতাবস্থাবৃত্তি। সুখ ইষ্ট বলিয়া তদনুস্মৃতিপূর্ব্বক তল্লাভে চেষ্টা করি, সেইরূপ দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে চেষ্টা করি, আর মুগ্ধ হইয়া অস্বাধীনভাবে চেষ্টা করি। এই ত্রিবিধ চেষ্টাবস্থার নাম রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার চিত্তাবস্থা হয়, তাহাদের নাম জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। জাগ্রৎকালে প্রতি নিয়ত চিত্তেতে বাহ্যকরণজন্য বোধবৃত্তি হইতেছে। যদিচ আমাদের অঙ্গ সকল যুগ্ম এবং তাহাদের এক একটীতে পর্য্যায়ক্রমে ব্যাপার হয় কিন্তু চিত্তে নিয়তই ব্যাপার চলিয়াছে। গুণের অভিভাব্যাভিভাবক স্বভাবে এই গ্রহণ ব্যাপারেরও অভিভব হয়, তখন ইন্দ্রিয়াভিমুখ অবধানবৃত্তি (যাহা গ্রহণের মূল) অভিভূত হইয়া যায়। ইহা হইয়া কেবল চিন্তন ব্যাপার থাকিলে তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। পরে চিন্তন ক্রিয়াও সমস্ত রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবস্থা বলে। জাগ্রদবস্থায় সমস্ত করণাধিষ্ঠানই অজড় থাকিয়া চেষ্টা করে। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কতক পরিমাণে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও জড় হয় এবং অবধানবৃত্তির অতিরিক্ত যে সকল চিত্তাধিষ্ঠান, তাহারা সক্রিয় থাকে। সুষুপ্তিকালে তাহারাও জাড্যতা পায়। সেই জাড্যতাবলম্বী বৃত্তির নামই নিদ্রা। নিদ্রাকালেও একপ্রকার অস্ফুট বোধ থাকে, যাহাতে পরে 'আমি নিদ্রিত ছিলাম এইরূপ স্মৃতি হয়, কারণ অনুভব ব্যতীত স্মৃতি সম্ভব নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রাণের তদ্রূপ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা নাই, যাহা আছে, তাহা তামসত্ববিধায় আমাদের গোচর হয় না। এক নাসায় এককালে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয় দেখিয়া জানা যায় যে শরীরের বাম ও দক্ষিণ অঙ্গদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য করে। সেইজন্য সমানাদির অধিষ্ঠানভূত অংশ সকল কতক ক্ষণ কার্য্য করে ও কতক ক্ষণ স্থির বা জড় থাকে। হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস যন্ত্রের সেই জাড্যতা অল্পকালস্থায়ী, অর্থাৎ কতক কালের জন্য ক্রিয়া ও পরে জাড্যতা প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে চলে। প্রাণন ক্রিয়া তামস বা

জ্ঞানেচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়া নিদ্রাকালে জ্ঞানেচ্ছা রদ্ধ হইলেও উহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয় না। আদিম গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাবক স্বভাব হইতেই শরীরাদির প্রত্যেক ক্রিয়াই সঙ্কোচ-বিকাশী। চিত্তের সঙ্কোচ-বিকাশ (বৃত্তিরূপ) অতিদ্রুত, সুতরাং জাড্যাক্রান্ত স্থূলেন্দ্রিয়ের সঙ্কোচ-বিকাশ-ক্রিয়ার সহিত তাহা অসমঞ্জস। কতকগুলি চিত্ত-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে স্থূলেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি বা অভিভব প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিত্তের হয় না। তখন চিত্ত স্থূলেন্দ্রিয়ের একাংশ ত্যাগ করিয়া অন্যাংশের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করায়। এই নিমিত্তের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল যুগ্ম যুগ্ম করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। চিত্তের সেই দ্রুতক্রিয়া যুগ্মাধিষ্ঠান সকলের দ্বারা কতকক্ষণ সুসম্পন্ন হইলেও, চিত্তাধিষ্ঠানধারণকারিণী স্থূলাভিমানিনী প্রাণনশক্তি ক্লান্ত বা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাতেই স্বপ্ন ও নিদ্রা হয়। এই-জন্য যাঁহারা বিষয়জ্ঞানপ্রবাহ বদ্ধ করিয়া চিত্ত স্থির করিতে থাকেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ অল্পাল্পপরিমাণ নিদ্রার প্রয়োজন হয়, অথবা মোটেই হয় না।

২৮। বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গশরীর *।

---

* বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত করণ সকলের যে জাতি ও ব্যক্তির বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল সত্ত্বাদি গুণানুসারেই কৃত হইয়াছে ইহা জ্ঞাতব্য। নিম্নস্থ পরিলেখ বা Diagram দ্বারা করণ সকলের জাতি ও ব্যক্তিতে কিরূপ গুণসংযোগ, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। চিত্রের শ্বেতাংশ সত্ত্বগুণ, কৃষ্ণাংশ তমোগুণ, এবং তদুভয়সকারী শররচিহ্ন রজোগুণের নিদর্শন। একটী শর ঊর্দ্ধস্রোত বা তমঃ হইতে সত্ত্বাভিমুখগত বা অপ্রকাশিত ভাবের প্রকাশক, আর একটী অধঃস্রোত বা তমোঽভিমুখ বা প্রকাশিতের আবরক বা ধারক। এক্ষণে চিত্রটীকে অন্তঃকরণের নিদর্শন ধরিলে, স আমিত্বরূপ বুদ্ধি, র অভিমান এবং ত ধারক মন হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বকরণধারক, শক্তিভূত মন বিষয়ের দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে সেই উদ্রেক স-তে যাইয়া প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রখ্যা। সেইরূপ ত-স্থিত আবৃত অবস্থায় সেই প্রখ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাই স্থিতি। এই গ্রহণে ও ধারণে যে আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ভাব হয়, তাহাই প্রবৃত্তি বা বৃত্তি সকলের উদয় ও লয়রূপ ক্রিয়া-প্রবাহ।



তাহার পর, ঐ চিত্রকে গ্রাহকরণত্রয়ের নিদর্শন ধরিলে, ত প্রাণ অর্থাৎ প্রাণেরঃ অধিষ্ঠান বা স্থিতি

তাহাদের অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক উদ্রেকের আবশ্যক। বৈষয়িক উদ্রেকের অভাবে তাহাদের ক্রিয়া থাকে না; ক্রিয়া না থাকিলে শক্তি অলক্ষ্য বা লীনভাব ধারণ করে। তজ্জন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ লিঙ্গশরীরের অভিব্যক্তির জন্য অহার্য্য-নিমিত্ত। লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানভূত বৈষয়িক বা ভৌতিক শরীরের নাম ভাবশরীর। ভাবশরীর স্থূল বা পার্থিব এবং পারলৌকিক হইতে পারে। সাংখ্যশাস্ত্রে আছে—

ভাব, র কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রাণরূপ-শক্তি অবস্থার উদ্রেক বা ক্রিয়াভাব, এবং স জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রধানতঃ উদ্রিক্ত শক্তির প্রকাশভাব।

একণে করণজাতি ত্যাগ করিয়া চিত্রটীকে করণব্যক্তির নিদর্শন ধরা যাউক। প্রথমতঃ চিত্রটীকে বুদ্ধির নিদর্শন ধরিলে স সাত্ত্বিকবুদ্ধি বা 'জ্ঞাতা আমি,' র রাজসবুদ্ধি বা 'কর্ত্তা আমি,' এবং ত তামসবুদ্ধি বা 'ধর্ত্তা আমি' হইবে। সেইরূপ অহংকারের নিদর্শন ধরিলে, স বোধগত অভিমান, র চেষ্টাগত এবং ত স্থিতিগত অভিমান হইবে। উহাকে মন ধরিলে, সেইরূপ স জ্ঞানশক্তি, র কর্ম্মশক্তি এবং ত প্রাণনশক্তি অর্থাৎ মন বৈকারিক বা অন্তঃকরণাতিরিক্ত করণের মূলশক্তি। (শ্রবণাদিশক্তির) 'ধর্ত্তা আমি' উদ্রিক্ত হইয়া উর্দ্ধস্রোত হইলে জ্ঞান বা 'জ্ঞাতা আমি' হয় এবং 'জ্ঞাতা আমির' আবরিতভাবে প্রত্যাবর্ত্তনই "ধর্ত্তা আমি"। অহংকার ও মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

একণে চিত্রকে বাহ্যকরণের কর্ণরূপ ব্যক্তির নিদর্শন ধরা যাউক। তাহাতে স শব্দজ্ঞানস্থান, র জ্ঞানস্রোত, এবং ত কর্ণগোলক। উর্দ্ধমুখ স গ্রহণস্রোত এবং অধোমুখ র কর্ণাবধান-স্বরূপ। অন্যান্য বাহ্য করণও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে এবং প্রাণে যে চেষ্টা আছে, তাহা অধঃস্রোত এবং তজ্জাত আনেষাদিবোধ উর্দ্ধ স্রাত।

একণে উক্ত চিত্র হইতে কিরূপে ত্র্যঙ্গশক্তি হইতে পঞ্চশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্রটীকে পুনশ্চ অন্তঃকরণ ধর, স বুদ্ধি, র অহং ও ত মন। বৈরাজ্যাভিমানের ক্রিয়া র দ্বারা অভিহত হইলে অন্তঃকরণ বাহ্যকরণে পরিণত হয়, অতএব ধর ১, ২, ৩, ৪, ৫ হইতে ৫টী ক্রিয়াবেগ ঐ চিত্রটীকে অভিহত করিতেছে। স ও ত তে প্রকাশ ও জাড্যতা অত্যধিক, ক্রিয়া খুব কম অর্থাৎ ঐ দুই কোটি অত্যল্প-পরিবর্ত্তনীয় এবং স ও ত হইতে দূর মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনীয়, বা ক্রিয়াশীল, বা ক্রিয়াগ্রাহক। অতএব যে ক্রিয়াবেগ স-তে অভিঘাত করিবে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্ফুটরূপে গৃহীত হইবে, সেইরূপ ত তে সর্ব্বাপেক্ষা অস্ফুটরূপে গৃহীত হইবে, এবং র-তে সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীলরূপে অভিহত বেগ গৃহীত হইবে। ২ ও ৪ স্থানে মধ্যমরূপে অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজস ও রাজস তামস ভাবে গৃহীত হইবে। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরা পঞ্চ পঞ্চ করিয়া উৎপন্ন হয়।

'চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যশ্চ বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥'

অর্থাৎ চিত্র যেমন পট ব্যতিরেকে বা স্থাণ্বাদি ব্যতিরেকে যেমন ছায়া থাকিতে পাবে না, সেইরূপ বিশেষ (তান্মাত্রিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান) বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। অতএব করণশক্তির অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক ক্রিয়ার যোগ থাকা চাই। আমাদের পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই বাহ্য বৈষয়িক ক্রিয়াকে পঞ্চভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্বাপেক্ষা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, অপরেরা ক্রমশঃ জাড্যতাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে (৪০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাহ্যক্রিয়া বিরাট্নামক পুরুষবিশেষের অস্মিতা-প্রতিষ্ঠিত; সেই ক্রিয়ার ভেদভাবই পঞ্চ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতত্ত্ব। ইহাও গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। বিরাট্ পুরুষের নিকট অবশ্য ভূতরূপ বাহ্যখ্যাতি থাকিবে না; কারণ স্বকীয় আভিমানিক ক্রিয়া গ্রহণরূপেই প্রতিভাত হয়, গ্রাহ্যরূপে নহে।

এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্য বিশ্লেষ ও সমবায় এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। এইরূপ মননের পর নিদিধ্যাসন করিলে তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া কৃতকৃত্যতা ও ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ মুক্তি হয়।

স্বপর-পক্ষ-বিচার।

২৯। দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি মোক্ষ-প্রতিপাদক। তন্মধ্যে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের নাম আস্তিক মুক্তি-দর্শন। আস্তিক দর্শনের মধ্যে কেহ কেহ জগতের ঈশ্বরকর্তৃকত্ব স্বীকার করেন, এবং সাংখ্যশাস্ত্র জগৎকে প্রকৃতি-পুরুষ-প্রজাত কর্ত্তৃশূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করেন। সাংখ্যীয় ঈশ্বর মুক্ত-পুরুষবিশেষ, সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য। সাংখ্যগণ শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ে যে যুক্তি দেন, তাহার সার এই—আত্মা, নিরোধ-সমাধি প্রভৃতি অলৌকিক পদার্থ যদিও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু সেই যুক্তি-প্রবর্ত্তনার জন্য অগ্রে প্রতিজ্ঞা চাই। অগ্রে প্রতিজ্ঞা না জানিলে

ওরূপ অলৌকিক পদার্থে যুক্তি প্রবর্তিত করা যায় না। সেই প্রতিজ্ঞা সকল আমরা পরম্পরাগত শাস্ত্র হইতে পাই, পরে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিয়া উপপত্তি করি। কিন্তু যিনি আদিম উপদেষ্টা, যাঁহার উপদেশক ছিল না, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় পাইলেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, আদিম উপদেষ্টা সেই সকল অলৌকিক বিষয় সাক্ষাৎকার করিয়া তবে উপদেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব শাস্ত্র আদিতে সাক্ষাৎকারকারী বা জীবনমুক্ত ('জীবন মুক্তশ্চ'—সাংখ্যসূত্র) পুরুষ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে—'ইতি শুশ্রুমো ধীরাণাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে'। যাঁহারা আদিতে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিরূপে ওরূপ অলৌকিক বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল? ইহার উত্তরে প্রাগ্‌ভবীয় প্রবল সংস্কার বলিতে হইবে। কথিত আছে, কপিলর্ষি মোক্ষ সাধনোপযোগী স্ফুট জ্ঞান সহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে সাক্ষাৎকার করিয়া আসুরি মুনিকে উপদেশ করেন। পূর্ব্ব সর্গের জ্ঞান এইরূপে এই সর্গে প্রকাশিত হইতে পারে। যাঁহারা বেদ শব্দার্থে বিদ্যা বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্প হইতে আগত ব্রহ্মবিদ্যাকে অনাদি বলিতে পারেন। প্রচলিত দুই তিনপ্রকারের ভাষাতে রচিত গ্রন্থ সকলকে বেদ বলিলে নানা গোল হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের উপদেশ কিরূপ অনবদ্য হইবে, তাহার কতক জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জন্য প্রচলিত শাস্ত্র সকলকে আদিম ধীরগণের উপদেশাবলম্বনে রচিত বলা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। 'ইতি শুশ্রুম' এই শ্রুতিতে উহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। যে সাধনে জীবন্মুক্ত হয়, তাহাতে সমস্ত বাহ্যবিষয়ে চরমবৈরাগ্য করিতে হয়। তাঁহারা বাহ্যজগৎকে কিরূপ দেখেন, তাহা ভূত তন্মাত্র সাক্ষাৎকারে উক্ত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাদের বাক্যার্থ সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তিও ত্যাগ করিতে হয়, এবং তাঁহাদের ব্রহ্মাদিলোক করতলগত হয়। অতএব বুঝিতে পারিবে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ও মতামত খণ্ডনাদি বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ অভিরুচি (অভিরুচি বৃত্তিও তাঁহারা পূর্ব্বেই ত্যাগ করেন) হইতে পারে। তাদৃশ পুরুষ প্রায়শঃ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বাহ্যজগৎকে লক্ষ্য না করিয়া কৈবল্য আশ্রয় করেন। কেহ কেহ বা কারুণ্যবশতঃ (তাঁহারা পূর্ব্বে কারুণ্য মৈত্র্যাদির দ্বারা চিত্তের পরিকর্ম্ম করেন, চিত্ত অভিব্যক্ত হইলে স্বভাবতঃ কারুণ্যযুক্ত হইয়াই হয়) দীর্ঘনাশ চিত্ত অথবা নির্ম্মাণ চিত্ত আশ্রয়

করিয়া আত্মোপলব্ধি উপদেশ করেন। শ্রোতৃপুরুষগণ তাহা ছন্দোবন্ধে বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্র আদিতে এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সাংখ্যশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। উহা ব্যতীত সাংখ্যতত্ত্ব সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, (প্রচলিত) 'সাংখ্যাদিদর্শনান্যের অস্যৈবাংশেযু কৃৎস্নশঃ'। পঞ্চশিখাচার্য্যই সাংখ্যের আদিম সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। সেই এক এক উজ্জ্বল মহারত্ন-স্বরূপ সূত্র যোগভাষ্যকার স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া স্বোক্তি-সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চশিখাচার্য্যের গ্রন্থ অধুনা লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধৃত বচনে আছে—"আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ"। এইরূপে সাংখ্যশাস্ত্র আদিতে কথিত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন কপিল 'লিখিয়াছেন' কি না বলিয়া মস্তক ঘর্ম্মাবিত করেন, তাঁহাদের ইহা অনুচিন্তন করা উচিত। পঞ্চশিখাচার্য্য মিথিলাধিপ জনক-বংশীয় নৃপবিশেষের গুরু ছিলেন। তাঁহার কাল জানিতে হইলে মহাভারতস্থ প্রাচীন ইতিহাসের শরণ লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাহাতে জানা যায়, তিনি যুধিষ্ঠিরাদির বহুপূর্ব্বের লোক। বস্তুতঃ পাণ্ডবদের সময় মিথিলা-রাজ্য ছিল না। তাঁহাদের দিগ্বিজয়ে কোশল, উত্তর-কোশল, মল্লদের দেশ প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু মিথিলা পাওয়া যায় না। পঞ্চশিখ আসুরির শিষ্য, আসুরি কপিলের শিষ্য। কপিলর্ষির ও সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ উপনিষদেও পাওয়া যায়, যথা—'ঋষিং কপিলং প্রসূতং পুরাণম্,' 'তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্'। আত্মজ্ঞান বেদের সংহিতাভাগেও দৃষ্ট হয়; যেমন ঋক্‌সংহিতার বাগাম্ভৃণি ঋষি দৃষ্ট সূক্ত, যাহা দেবীসূক্ত নামে প্রচলিত। অতএব কপিলর্ষির পূর্ব্বেও কোন কোন জীবন্মুক্ত ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহা মন্ত্রাকারে শ্রুত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন উপদেশ পদার্থোল্লেখমাত্র, সযুক্তিক নহে। কপিলর্ষিই প্রথমে সেই চরম পদার্থে উপনীত হইবার নিম্ন সোপান সহ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সোপান অবশ্য দ্বিবিধ—যুক্তিমার্গ, যাহা দ্বারা শ্রুত প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হয় এবং সাক্ষাৎকারমার্গ বা যোগ, যাহা দ্বারা সেই উপপন্ন বিষয়ের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম মার্গই সাধারণতঃ সাংখ্যনামে অভিহিত হয়। অঙ্ক শেখা ও অঙ্ক কষাতে যে ভেদ, সাংখ্য ও যোগেতে সেই ভেদ। পল্লব-

প্রাহিগণ 'সেশ্বর' ও 'নিরীশ্বর' বলিয়া যে সাংখ্য ও যোগের ভেদ করেন, তাহা বালকতা মাত্র। বস্তুতঃ উভয়ের তত্ত্বে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই এবং হইতেও পারে না। প্রাচীন মনীষিগণ, যাঁহাদের সত্য ও জ্ঞান প্রধান অবলম্বন ছিল, যাঁহাদের অন্ধ বিশ্বাসের তত আবশ্যকতা ছিল না, তাঁহারা প্রায়শঃ ঐ সাংখ্যতত্ত্বের দ্বারা জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতেন।

৩০। তজ্জন্য সমস্ত প্রাচীন মোক্ষশাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগ ভূরি ভূরি স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং মন্বাদিশাস্ত্রও তদবলম্বি দেখা যায়। সাংখ্যশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উদ্ভব-লয়ের ও কারণের তত্ত্ব যেরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা যে অদ্যাবধি জগতে অতুলনীয় ও গভীরতম, তাহাতে যে অন্ধ বিশ্বাস ও অজ্ঞেয়বাদের অবকাশ নাই, তাহা বোধ হয় পাঠক মাদৃশ নিষ্প্রতিভ লেখনীর দ্বারাও কতক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু গভীর জ্ঞান জগতের অল্পসংখ্যক লোকেরই রুচিকর হয়। পরে রুচি বৈচিত্র্যে নানাপ্রকারে জগতের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নানা দর্শন উদ্ভাবিত হইল। তন্মধ্যে উত্তর মীমাংসা মোক্ষশাস্ত্র বলিয়া আদৃত। তাহা অবশ্য বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান শ্রুত্যর্থের সমন্বয়ের জন্য রচিত হয়। ব্রহ্মসূত্র সকল অতি অস্পষ্ট বলিয়া নানা ব্যাখ্যাকার তাহার বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আর তাহার প্রাচীন ব্যাখ্যাও নাই। অধুনাতন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে শঙ্কর মায়াবাদের পক্ষে, রামানুজ-মাধ্বাচার্য্যাদি বৈষ্ণববাদের পক্ষে ও বিজ্ঞানভিক্ষু কতক সাংখ্যবাদের পক্ষে, ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এতন্মধ্যে মায়াবাদ অথবা মায়াবাদ অপেক্ষা তৎকর্ত্তাই সাংখ্যের প্রধান প্রতিপক্ষ। মায়াবাদে এক মহামায় পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের মূলতত্ত্ব। তিনি স্বীয় মায়া বা স্বেচ্ছার দ্বারা এই জগদ্রূপ মায়া-প্রদর্শন করিতেছেন। যেমন ঐন্দ্রজালিক নানারূপ মায়া প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। তাঁহাদের মতে মায়া বা ঐশী ইচ্ছা পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, অতএব জগতের মূলতত্ত্ব অদ্বৈত। ইহাতে কয়েকটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। যথা—(১ম) কর্তৃত্বভাবে কর্ত্তা ও করণ থাকে, উহারা স্বতন্ত্র পদার্থ, অতএব ঐ ঐশী ইচ্ছা কিরূপে পরমেশ্বরের অস্মৎপ্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন হইবে? তাহা হইলে চৈতন্য ও অন্তঃকরণ এক হয়। ইহার উত্তরে কোন মায়াবাদী বলিয়াছিলেন, ও বিষয় অনির্ব্বাচ্য, অর্থাৎ জানি না। (২য়)

মায়াপ্রদর্শন করিতে হইলে মায়াবী হইতে স্বতন্ত্র দর্শকের প্রয়োজন। নিজেই নিজেকে মিথ্যা মায়া দর্শন করাইতে পারে না। অতএব এই যুক্তি হইতে মহাভূতরূপ মায়া পরমেশ্বর কাহাকে প্রদর্শন করান? উত্তর—অবশ্য জীবকে। সেই জীব কে? তন্মতে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু মায়ার দ্বারা ভিন্নবৎ। অতএব জীবত্ব যখন মায়া-মূলক হইল, তখন গোড়ায় পরমেশ্বর নিজেকেই মায়া-প্রদর্শন করাইতেছেন, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। অতএব কাহাকে যে মায়া-প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞান কাহার, তাহার উত্তর নাই। (তন্মতে কর্ম্মাদি অনাদি, সুতরাং জীবত্বও অনাদি। অতএব বলিতে পার না যে জীব পূর্ব্বে পরমেশ্বর ছিল, পরে জীব হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে যদি জীব পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, তবে অনাদি ব্রহ্ম ও অনাদি জীব-রূপ স্বতন্ত্র তত্ত্বদ্বয় স্বীকার করিতে হয় (বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এইপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না)। এইরূপে মায়াবাদের মূল বহুদোষযুক্ত দেখা যায়। অনাত্মজ্ঞান যে সমস্তই মায়াস্বরূপ বা বিপর্য্যয় (অর্থাৎ বিপরীতজ্ঞান), ইহাঁতে সাংখ্যের ও মায়াবাদের ঐকমত্য আছে। কিন্তু সেই বিপরীতজ্ঞান যে ঘটিয়াছে, তাহা ত সত্য। সেই সত্য ঘটনার মূল কারণও অবশ্য সত্য হইবে। অজ্ঞান দেখিবার সেই মূল কারণ কি? মায়াবাদী বলিবেন, পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা মায়া। অতএব মায়া বা পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে, সত্য। এখন বিচার্য্য, ইচ্ছা ও পরমেশ্বর কি এক পদার্থ? পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম; তাহার দুই মূল কারণ, এক চিন্মাত্র পুরুষ ও অপর অব্যক্ত; তাহাদের সংযোগেই ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব (ইচ্ছাযুক্ত) পরমেশ্বরেও চিৎ ও অব্যক্ত-রূপ দুই মূলভাব পাওয়া গেল। কর্ত্তৃত্বাদি সমস্ত ভাবই ঐ দুই মূলভাবের সংযোগ হইতে হয়। তন্মধ্যে চিৎ নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টৃস্বরূপ এবং অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক; তাহাদের সংযোগই ইচ্ছাদি সকল ভাবের মূল। ইচ্ছা কখনও মূল হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে—

"দেবস্যৈব (চিন্মাত্রস্য) স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।"

"নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ।"

"নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ॥"

ইত্যাদি স্মৃতিও উহার প্রতিপাদক।

সঙ্কল্পাদি চিত্তবৃত্তি বাহ্যবিষয়োপজীবী। বাহ্যবিষয়ের স্মৃতি না হইলে ইচ্ছাদি হইতে পারে না। অতএব ইচ্ছার দ্বারা কখনও অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে না। আর সৃষ্ট পদার্থ পূর্ব্বজ্ঞাত হইলে তাহারা অনাদি বর্ত্তমান বলিতে হয়, সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বর জগতের একমাত্র কারণ হইতে পারেন না।

সাংখ্যের ঈশ্বর।

৩২। "বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান মাত্রে প্রতিষ্ঠিত চিত্তের সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়"—এই যোগসূত্র হইতে জানা যায়, চিত্তের অবস্থাবিশেষে সর্ব্বজীবেরই সার্ব্বজ্ঞ্য ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ হইতে পারে। এইজন্য সমস্ত মুক্ত পুরুষই যে উপাধি রুদ্ধ করিয়া মুক্ত হন, সেই উপাধি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিযুক্ত হয়। সংসার যেমন অনাদি, তেমনি মুক্ত পুরুষও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান থাকিবে (৮৩ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। সেই অনাদি মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (১৩১ পৃষ্ঠ) যে, ইচ্ছা বিশ্বের মূলকারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা সংযোগজ দ্রব্য। ঈশ্বর হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের মূলকারণ চিৎ ও অব্যক্ত। তাহাদের সংযোগে বিশ্বের সমস্তই হইতে পারে। মনে হইতে পারে, ঈশ্বর বিশ্বের মূল উপাদানের স্রষ্টা না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বিশ্বের রচয়িতা হইতে পারেন। পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু চিৎ ও প্রধানই বিশ্বোৎপাদনে সমর্থ। বিশেষতঃ, এই দুঃখবহুল সংসার উৎপাদন করা কোন মহৎ পুরুষের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি বল, দুঃখ না হইলে সুখের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না, তাই ঈশ্বর দুঃখ সৃজন করিয়াছেন। তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, দুঃখ ব্যতীত সুখ বুঝাইবার ক্ষমতা ঈশ্বরের নাই, অর্থাৎ তিনি অল্পশক্তি। নচেৎ তিনি ত দুঃখ না দিয়াও কেবল সুখ বুঝাইতে পারিতেন। যদি বল, তিনি যদি আমাদের স্রষ্টা না হইলেন, তবে তাঁহার দ্বারা আমাদের কি হইবে? কেন?—যে স্রষ্টা সর্ব্বশক্তি হেতু তোমাকে কেবল সুখে রাখিতে পারিলেও, নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তোমার ভালবাসার পাত্র? যদি সরল যুক্তি অনুসারে চল, তবে সাংখ্যানুসারে বলিতে পারিবে, 'হে প্রভো! তুমি আমার এই দুঃখ ভোগের কর্ত্তা নহ, কিন্তু তোমাকে উপাসনা করিলে সমস্ত দুঃখ অপগত হয়, তাই তুমি আমার প্রিয়তম'। ঈশ্বর যদি নিষ্ক্রিয়,

তবে তাঁহার উপাসনার দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় কেন? তোমার যাহা অভীষ্ট সিদ্ধি, তাহাতে প্রায়ই অপরের অনিষ্ট সিদ্ধি হয়। তুমি চাকরি পাইলে, কিন্তু তাহাতে ৫ জন উমেদার বিফল মনোরথ হইল। ঈশ্বর তোমার ভাল করিতে যাইয়া ৫ জনের মন্দ করিলেন, ইহা বিবেচনা না করিয়া কর্ম্মের উপর ফলপ্রাপ্তি ন্যস্ত করা কি যুক্ত নহে? বস্তুতঃ ঈশ্বরোপাসনাও একরূপ কর্ম্ম, তদ্দ্বারা সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। শাস্ত্রে (অবশ্য প্রাচীন মূলশাস্ত্রে) যে বহুস্থলে ঈশ্বরে কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহার গতি কি? শাস্ত্রোপদেশ দুই দিক্ হইতে কৃত হইয়াছে, তত্ত্বের দিক্ হইতে ও সাধনের দিক্ হইতে। ইহা না বুঝিলে শাস্ত্রার্থের বিষম গোল হইয়া উঠে। মনে কর—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ইহা যদি তত্ত্ব হয়, তবে কত গোল। আর সাধনের দিকে তোমার অনাগত ঈশ্বরতাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া নিজের মধ্যে যদি ঈশ্বর প্রকৃতির আপূরণ করিতে চেষ্টা কর এবং তোমার যাবতীয় কর্ম্মে নিজকে অভিমানশূন্য ধ্যান কর, তবে কত মঙ্গল। ঐ দুই ব্যাখ্যানপ্রণালী বুঝিলে আর কিছুই গোল থাকিবে না, নচেৎ অনেক গোল। ফলতঃ যত আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা জগদ্ব্যাপারে কোন পুরুষের ক্রিয়াশীলতা দেখিতে পাই না কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই। সাংখ্যগণ বিশ্বের মূল পর্য্যন্ত সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করাতে, করামলকবৎ এই বিশ্বকে সমস্তই কার্য্য-কারণপরম্পরা দেখেন, কোথাও না বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরেচ্ছার উপর চাপাইয়া উদ্ধার পাইতে হয় না। কিন্তু লোকে যাহা না বুঝে, তাহাই ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া কাটাইয়া দেয়। উহা অজ্ঞানতার তুল্যার্থক। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অক্ষমা প্রভৃতি যাহা মনুষ্যেরই পক্ষে দোষ, তাহাও অজ্ঞলোকেরা ঈশ্বরে আরোপ করিতে ক্রটি করে না। তুমি মনে কর, ঈশ্বর তোমার কত উপকার করিবার উদ্দেশে এই নদী সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু পর্ব্বতের জল গড়াইয়া যাইয়া যখন ঐ নদী হয় তখন তাহাতে যে সকল প্রাণী প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, "কোন অসুর আমাদের এই বিষম দুঃখ দিতেছে"। যাহা হউক, এইরূপে সাংখ্যযোগিগণ ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়মুক্তাত্মরূপ স্বরূপতত্ত্ব সুমার্জ্জিত যুক্তি-বলে অবধারণ করিয়া বাহ্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনন্যচেতা হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। ইনি মুমুক্ষুসেব্য নির্গুণ ঈশ্বর

(সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবশীভূত)। এতদ্ব্যতীত আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভরূপ ঈশ্বরও সাংখ্য-সিদ্ধ। মুক্তির এক পদ নিম্ন সোপানের নাম সাস্মিত সমাধি; ইহাতে বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকৃত হয়। তাদৃশ পুরুষ আত্মাভিমুখ হইয়া অবস্থান করিলে তাঁহাকে প্রকৃতিলীন বলে। তাঁহারা মোক্ষের স্থায় অবস্থায় থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিত্তের পুনরুত্থান হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণ মুক্ত চিত্তের ন্যায় সর্ব্বকাল অব্যক্তভাবে থাকে না, কিন্তু সর্গকালে আদিম ব্যক্তির যে বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাতে অবস্থিত থাকে। সেইরূপ ব্যক্তভাব থাকিলে যোগোক্ত নিয়মে (৯৪ পৃষ্ঠ) তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বজ্ঞ্য থাকে। সার্ব্বজ্ঞ্য থাকিলে সর্ব্বব্যাপিত্বেরও ভাব থাকিবে। ব্রহ্মাণ্ডের উপর তাদৃশ পুরুষের ঈশিতৃত্ব থাকে। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতম যে সত্য বা ব্রহ্মলোক, তথায় সম্যক্ অভিব্যক্ত থাকেন। অবশ্য যে যে পুরুষ সাস্মিত সমাধি আয়ত্ত করেন, তিনিই তাদৃশ-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া সেই লোকে যান। মনে হইতে পারে, তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন বহু পুরুষ থাকিলে কেহ না কেহ ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন। যে সাধনে ঐরূপ পদলাভ হয়, তাহা ভাবিলে আর উহা মনে হইবে না। মৈত্রীকরুণাদির দ্বারা চিত্তকে যাঁহারা সম্যক্ সুপরিষ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রজালকল্প বিষয়কে চিত্ত হইতে বিধূনিত করিয়াছেন, যাঁহারা নিস্তরঙ্গ মহাম্বুধিকল্প পরমানন্দময় মহদাত্মভাবেই সদা অনুষক্ত, তাঁহারাই সেই পদস্থ হন এবং তাঁহারা যে বালোন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না, তাহা নিশ্চয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (১০৯ পৃষ্ঠ), ব্রাহ্মণোপনিষদের প্রজাপতি, শিব, বা বিষ্ণুই এই সাংখ্যীয় হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ অর্থে যাঁহার গর্ভ বা অন্তর হিরণ্ময় বা মহাদাত্মজ্ঞানময়। এই সগুণ বা সত্ত্বগুণপ্রধান ভগবান্‌কে উপাসনা করিয়া সাধকগণ তাঁহার আভিমুখ্য লাভ করিতে পারেন। নব্য বৈদান্তিকদের বিশ্ব, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ, সাংখ্যীয় গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার কতক তুল্যার্থক। সাংখ্যীয় ঈশ্বর (অনাদিমুক্ত), হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ পুরুষ, বৈদান্তিকদের ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের সহিত কতক ভিন্ন। সাংখ্যমতে ঐ তিনই স্বতন্ত্র পুরুষ। কারণ মুক্ত ঈশ্বর বুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষাৎকারী মাত্র হইতে পারেন না, আর সূক্ষ্ম সমাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভ ও স্থূল অন্তঃকরণ ক্রিয়া-শালী বিরাট্ এক হইতে পারেন না। অতএব

তাহারা বিভিন্ন পুরুষ। নব্য বৈদান্তিকগণ হিরণ্যগর্ভকে সমষ্টিবুদ্ধির অভিমানী বলেন। সমষ্টিবুদ্ধির কোন বাস্তব অর্থ নাই, কারণ বুদ্ধি অমিশ্র-প্রত্যয়-স্বরূপ, তাহার বৃক্ষসমষ্টির ন্যায় কিরূপে সমষ্টি হইবে? বুদ্ধির অর্থ জ্ঞানশক্তি ধরিলেও তাহা প্রত্যয়-বেদনীয় জীব করণ হইবে, হিরণ্যগর্ভের করণ হইবে না। বস্তুতঃ বৃক্ষের সমষ্টি বন, এরূপ সমষ্টি বাচনিক মাত্র, বাস্তব একত্ব নাই। শ্রুতির তুরীয় আত্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব ঈশ্বরাদি সর্বপুরুষে সাধারণ।

লোকসংস্থান।

৩৩। শাস্ত্রমতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। কারণ ব্রহ্মাণ্ড সসীম। অসীম কারণ-পদার্থকে সসীম কার্য্যের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল অসংখ্য হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৭৩ পৃষ্ঠ), সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের মূলাশ্রয়-স্বরূপ বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারিগণ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্ব্বকরণের আধার, সত্যলোক সেইরূপ সর্ব্বলোকের আধার। বাহ্য-দৃষ্টিতে দেখা যায়, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবদ্ধ, পৃথিবী সূর্য্যে নিবদ্ধ (সূর্য্য যে পৃথিব্যাদির ধারক, তাহা যজুর্বেদ ২০।২৩, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২ প্রভৃতি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়), সূর্য্যও সচল; এইরূপে এক মূল কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া সমস্ত নিবদ্ধ রহিয়াছে। যে শক্তির দ্বারা গ্রহতারকাদি বিধৃত রহিয়াছে, তাহার নাম শেষনাগ বা অনন্ত। নাগ বন্ধনরজ্জুর রূপকমাত্র, যেমন নাগপাশ।

"নমস্তে সর্পেভ্যঃ যে কে চ পৃথিবীমনু। যে চান্তরীক্ষে যে দিবি"

ইত্যাদি শ্রুতিতেও সর্প কি, তাহা জানা যায়। শেষনাগ সেইরূপ ব্রহ্মের ধারণ-শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭৪ পৃষ্ঠ)।

"মণি-ভ্রাজৎ-ফণা-সহস্র বিধৃত বিশ্বম্ভর-মণ্ডলানন্তায় নাগরাজায় নমঃ"

অনন্তের এই নমস্কার হইতেও স্বরূপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সহস্র সহস্র ফণায় যে ভ্রাজৎ মণি সকল রহিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত (৭২ পৃষ্ঠ) স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচয়, যাহার দ্বারা এই আকাশ নিরুদ্ধ। নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে আছে, নৃকেসরী অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ক্ষীরোদার্ণবে বা সত্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"যোগিবদাসীনং শেষভোগমস্তকপরিবৃতম্।"

অতএব সত্যলোকাশ্রয় করিয়া যে শক্তি এই সকল লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অনন্ত। যে প্রাচীন মনীষী প্রত্যক্ষ করিয়া এই সূক্ষ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্পরূপক গ্রহণ করিবার আরও কারণ আছে। সর্পের গতি যেমন তরঙ্গায়িত, তেমনি সমস্ত ক্রিয়াই তরঙ্গায়িত, অর্থাৎ স্ফুরৎসংহরণাত্মক বা উচ্চাবচ (Pulsative or Saltatory) (১২৫ পৃষ্ঠা)। সত্যলোক হইতে তরঙ্গায়িত ক্রিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইয়া সর্বলোক বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য সর্প তাহার সুন্দর রূপক *। যাহা হউক, সত্যলোকের নিম্নশ্রেণীতে যথাক্রমে তপঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ ও ভূ। শুদ্ধ পৃথিবীটা ভূলোক নহে, এতৎসংলগ্ন এক মহান্ সূক্ষ্মলোকও ভূলোক এবং ঐজাতীয় অন্যান্য লোকও ভূলোক †। দিব্যলোক বিরাটের সাত্ত্বিকাভিমানে এবং স্থূললোক রাজসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত, আর তামসাভিমানে নিরয়-

* অনন্ত যদি বিশ্বধারক শক্তি হয়, তবে অনন্তবিরোধী গরুড়ও তাহার বিরুদ্ধ শক্তি হইবে। একটা যদি সাত্ত্বিক Centripetal force হয়, অন্যটা Centrifugal force হইবে। একটা সাংভৌতিক Cohesion ও আর একটা Diffusion হইবে। অভিমানেরও দুই-প্রকার ক্রিয়া-প্রবাহ উক্ত হইয়াছে, একটী অন্তঃস্রোত ও অন্যটী বহিঃস্রোত।

† ভূলোকের সহিত সপ্তদ্বীপ, সুমেরু পর্বত প্রভৃতি বর্ণিত হয়। তাহারা সমস্তই সূক্ষ্মলোক। অথর্ববেদে পরলোক-বর্ণনায় আছে, "ঘৃতহ্রদা মধুকুল্যাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না" ৪।৩৪।৬ তাহাই বোধ হয় পৌরাণিক সপ্তসমুদ্রের মূল। কামচার নিম্ন দেবতাদের জন্য এতাদৃশ লোক থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তাহা সম্ভবপর হইলেও পৌরাণিক সমস্ত বর্ণনা সঙ্গত না হইতে পারে, কারণ আদিম প্রকৃত আর্ষ উপদেশ বহুসংবাদে পড়িয়া এবং কবিত্বের সংযোগে যে বদলাইয়া যাইবে,তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' Psychical Research Societyর Proceedings হইতে Dr Wiltse নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি কতক সময় মৃতবৎ ছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের অনুভূতির কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি (১৪ পৃষ্ঠা), এখানেও কতক বলিতেছি। পাঠকগণ ১৮৯১ সালের ঐ সমিতির পত্রিকায় সবিশেষ দেখিতে পাইবেন। তিনি শরীর হইতে বিযুক্ত হওয়ার পর এক সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করিয়া আকাশমার্গে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন দুইটী হস্ত তাঁহার পার্শ্বদ্বয় ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে (ইহা বোধ হয় শাস্ত্রোক্ত আতিবাহিক দেবতা)। পরে তিনি দুর্দ্ধর্ষ প্রস্তরময় এক বর্ত্ম পাইলেন এবং তদুপরে তিনি দেখিলেন "Three prodigious rocks blocking the road There were four entrances, one very dark, the other three led into cool, quiet and beautiful country"

লোক প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে অথবা যেখানে জাড্যতা অধিক, তথায় অন্ধতামিস্রাদি নিরয়লোক*। বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপী যে অতি সূক্ষ্মতম মূলভাব, তাহাই সত্যলোক; তন্নিবাসি দেবগণের নিকট, তজ্জন্য অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদপেক্ষা স্থূলতর ব্যাপী লোক তপঃ। অন্যান্যও সেইরূপ। নিম্ন-লোক-নিবাসিগণের উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তদপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহ-তারকাদি ও তাহাদের বস্ত্যাদিপূর্ণ স্থূললোক অতিস্থূল বৈরাজাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তদনুরূপ স্থূলক্রিয়াত্মক বলিয়া আমাদের সূক্ষ্মলোক সকল অগোচর থাকে। যে অবস্থায় জাড্যতা অধিক, তাহাই নিরয় লোকের অধিষ্ঠান। নিম্নস্থ দেবগণ ইন্দ্রিয়ের যথাভিলষিত তর্পণ প্রাপ্তে সুখী, আর উচ্চস্থ দেবগণ ধ্যানাহার এবং তাঁহারা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক সুখে সুখী।

ইহাতে বোধ হয় সুমেরু, নন্দন, মিশ্রবন প্রভৃতি নিতান্ত কাল্পনিক নহে। বস্তুতঃ আমরা স্থূলদৃষ্টিতে যাহা অন্তহীন বলিয়া দেখি, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা বিচিত্র-লোক হইতে পারে।

* শরীর ও শরীরসম্বন্ধীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলে নিরয়যোনি হয়। তাহাতে প্রেতশরীর গুরুবৎ বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মত্বহেতু পার্থিব ধাতুর দ্বারা বাধিত না হইয়া পৃথিব্যাভ্যন্তরে নিমজ্জিত বা পতিত হইতে থাকে। এক সময় আমাদের গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া-জনিত ক্লান্তিকালে তামসভাব অর্থাৎ স্থূল শরীরভাব প্রবল হইয়া সূক্ষ্মশরীর স্থূল হইতে বিযুক্ত হয়। আমার স্পষ্ট স্মরণ হয়, সেই কালে আমার নিম্নতল যে গুহা ছিল, তাহার দ্বারদেশে আসিয়া পড়িলাম। তখন আমার শরীর বিশেষতঃ হৃদয়প্রদেশ নিম্নাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং আমার পদতল যেন অরোধক পদার্থে বা বায়ু বা শূন্যে স্থাপিত বোধ হইতে লাগিল। তখন চিত্তের চাঞ্চল্য কিছু অধিক হইয়াছিল এবং বোধ হইতে লাগিল যেন প্রত্যেক বৃত্তির সহিত আমার মুখের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কি ঘটিতেছে, তাহা আমি তখন বেশ লক্ষ্য করিতেছিলাম, এবং যখন বেশী কষ্ট হইতে লাগিল, তখন বলপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া আত্মধ্যান অবলম্বন করিলাম। তন্মুহূর্ত্তে আমার শরীর লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। অতএব পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম নিরয়লোক আছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহা অযুক্ত নহে। ধর্ম্মকর্ম্মের লক্ষণ শরীর ও তৎসম্বন্ধীয় অভিমানের বিরোধি কর্ম্ম এবং অধর্ম্মের লক্ষণ সেই অভিমানের বর্দ্ধক কর্ম্ম। তাহা হইতে প্রেতশরীরের গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধভাব এবং অত্যধিক অপূরণীয় বাসনা বশতঃ মানসিক-চাঞ্চল্য জনিত মহান্ বিষাদ আসে।

কর্ম্মতত্ত্ব।

'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।'

'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।'

"ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

১। লক্ষণ।

সূত্র ১। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, ইহাদের যে নিয়ত চেষ্টা হইতেছে, যাহা হইতে তাহাদের পরিণামান্তর উৎপন্ন হয়, তাহা দুই-প্রকার; (১ম) জীব যে চেষ্টা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক করে, অথবা কোন করণবৃত্তির প্ররোচনায় করে, (২য়) যে চেষ্টা অবিদিতভাবে হয়, অথবা জীব যে চেষ্টা কোন প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে।

সূ ২। প্রথমজাতীয় চেষ্টার নাম কর্ম্ম বা পুরুষকার। দ্বিতীয়জাতীয় চেষ্টার নাম অদৃষ্টফল বা ভোগ। যাহা করিলেও করিতে পারি, না করিলেও করিতে পারি, তাহা পুরুষকার, আর যে চেষ্টা স্বরসবাহী বা যাহা করিতেই হইবে, তাহার নাম ভোগ বা অদৃষ্টফল। মানবের অনেক চেষ্টা পুরুষকার, এবং পশুদের অনেক চেষ্টা ভোগ।

ভোগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক—অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ, আর এক—সুখ ও দুঃখ ভোগ।

সূ ৩। গুণত্রয়ের চলত্বহেতু ভূত ও করণ সমস্তই নিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। করণ সকল গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ সংযোগ মাত্র। পরিণাম অর্থে সেই সংযুক্ত ভাগের পরিবর্তন। এই অস্বাধীন স্বাভাবিক পরিণামই ভোগ বা অদৃষ্টফলা চেষ্টা।

সূ ৪। কর্ম্ম বা পুরুষকারের দ্বারা সেই স্বাভাবিক পরিণাম দ্রুত হয়, অথবা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্দ্দিশেষে মিলিত, সেইরূপ পুরুষকার ও ভোগেরও মধ্যের ব্যবধান অনির্দেশ্য; তবে উভয় পার্শ্ব বিভিন্ন বটে।

সূ ৫। কর্ম্ম দুইপ্রকার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। এই বিভাগ ফলের সময়ানুযায়ী। যাহার ফল বর্ত্তমান জন্মে আরূঢ় হয়, তাহা

অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। তাদৃশ কর্ম বর্তমান বা পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত হইতে পারে। যাহার ফল ভবিষ্যৎ জন্মে আরব্ধ হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। এতাদৃশ কর্মও বর্তমান বা পূর্বজন্মের হইতে পারে।

সূ ৬। সুখ দুঃখ রূপ ফলানুসারে কর্ম চতুর্ধা বিভক্ত, যথা—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। সুখফল কর্ম শুক্ল, দুঃখফল কর্ম কৃষ্ণ, মিশ্রফল কর্ম শুক্ল কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম সুখ দুঃখ শূন্য শান্তিফল।

প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত, এই তিন প্রকারেও কর্ম বিভক্ত হয়। যাহার ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ, যাহা বর্তমান জন্মে কৃত হইতেছে, তাহা ক্রিয়মাণ এবং যাহার ফল বর্তমানে আরব্ধ হয় নাই, তাহা সঞ্চিত।

২। কর্মসংস্কার বা বাসনা।

সূ ৭। প্রত্যেক কর্মই অন্তঃকরণের ধারিণী শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে। কর্মের এই আহিত অবস্থার নাম সংস্কার বা বাসনা। মনে কর একটী বৃক্ষ দেখিলে, পরে চক্ষু মুদিয়া সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অনুরূপ ভাব ধৃত হইয়া থাকে।

সূ ৮। অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ্ম ভাবই বাসনা। সমস্ত অনুভূত বিষয়ই বাসনারূপে থাকে। যদি বল, কোন কোন বিষয় স্মরণ হয় না দেখা যায়, ইহা ঐ নিয়মের অপবাদ মাত্র। চিত্তের ধৃতিশক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয়ই ধৃত হয়, বিস্মৃতির কারণ থাকিলে কোন কোন স্থলে সেই ধৃত বিষয়ের স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির কারণ যথা—(১) অনুভবের অতীব্রতা, (২) দীর্ঘকাল, (৩) অবস্থান্তর পরিণাম, (৪) বোধের অনিয়তা, (৫) উপলক্ষণাভাব। বিস্মৃতির কারণ না থাকিলে, অর্থাৎ তীব্র অনুভব, স্বল্প কাল, সদৃশ চিত্তাবস্থা, সমাধি নিয়ত বোধ এবং উপলক্ষণ, এই সকল স্মৃতির বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলে সমস্ত অন্তর্নিহিত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে (১২ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

সূ ৯। জীব যেমন অনাদি, তেমনি এই সংস্কার বা বাসনাও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ—স্মৃতিফল এবং জাতি, আয়ু ও ভোগ ফল বা ত্রিবিপাক। যে সংস্কার কেবল উত্তরকালে নিজের অনুরূপ স্মৃতি উৎপাদন করে, তাহা স্মৃতিফল, আর যাহা শক্তিস্বরূপ হইয়া বহু চেষ্টা উৎপাদন করে এবং করণবর্গের প্রকৃতি পরিবর্তন করে, তাহাই ত্রিবিপাক।

৩। কর্ম্মাশয়।

সূ ১০। অনাদিকাল হইতে জন্মকাল পর্য্যন্ত প্রচিত বাসনার মধ্যে যে সকল বাসনা কোন একটী জন্মের কারণ, তাহা সেই জন্মের কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় একভবিক অর্থাৎ প্রধানতঃ একজন্মসঞ্চিত। কোন একটী জন্মের আচরিত কর্ম্মের সংস্কারসমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মীয় সংস্কারাপেক্ষা স্ফুটতা নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই তৎপরবর্ত্তী জন্মের বীজস্বরূপ হয়, ঐ বীজই কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় একভবিক, ইহা স্থূল নিয়ম। বস্তুতঃ পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারের কিছু কিছু কর্ম্মাশয়ের অন্তর্ভূত হয়। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মীয় সংস্কার কর্ম্মাশয় হয়, তেমনি যে জন্ম কর্ম্মাশয়ের প্রধান জনক, সেই জন্মেরও কিছু কিছু সংস্কার কর্ম্মাশয়ে প্রবেশ করে না, তাহা সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

সূ ১১। কর্ম্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্র জাতীয় বহুসংখ্যক কর্ম্মবাসনার সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান বা সহকারী। যে বলবান্ কর্ম্মাশয় প্রথমে ও প্রভূতরূপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান। যে কর্ম্মাশয় স্বীয় অনুরূপ এক প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহকারিরূপে ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম্ম হইতে বা তীব্ররূপে অনুভূত ভাব হইতেই প্রধান কর্ম্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্ম্মাশয় হয়।

সূ ১২। কর্ম্মাশয় মৃত্যুর সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। মরণের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই জন্মে আচরিত কর্ম্মের সংস্কার সকল চিত্তে যুগপৎ উদিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কার সকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন কোন অনুরূপ সংস্কার আসিয়া যোগ দেয়, এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিসদৃশ সংস্কার অভিভূত হইয়া যায়। বহু সংস্কার যুগপৎ এককালে উদিত হওয়াতে তাহা যেন পিণ্ডীভূত হইয়া যায়; সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারসমষ্টি বা কর্ম্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদিত হইয়া মরণ সাধনপূর্ব্বক একটী অনুরূপ শরীর উৎপাদন করে, ইহা একটী জন্ম। এইরূপে কর্ম্মাশয় জন্মের কারণ হয়।

মরণকালে প্রমাণবৃত্তি বহির্বিষয় হইতে অপসৃত হওয়া হেতু কেবলমাত্র অন্তর্বিষয়াবলম্বিনী হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এক বিষয়াবলম্বিনী হইলে সেই বিষয়ের অতিস্ফুট জ্ঞান হয়, সুতরাং মরণ কালে অন্তর্বিষয় সকলের স্ফুটজ্ঞান হয়। অন্তর্বিষয়ের জ্ঞান অর্থে সংস্কারাহিত

বিষয়ের অনুভব অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। অর্থাৎ জীবনকালে জ্ঞানশক্তি দেহাভিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে, কিন্তু মরণের সময় দেহাভিমানের দ্বারা অসঙ্কীর্ণ হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অতীব বিশদ হয়। সেই বিশদ জ্ঞানশক্তি তখন বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য হওয়াতে অন্তর্বিষয় সকল স্ফুটরূপে অনুভূত হয়। মরণকালে আজীবনের ঘটনা স্মরণ হইবার ইহাই কারণ।

মরণকালে যাহা হয়, ভগবান্ যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তস্মাৎ জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতপুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো * * প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি।" প্রাচীন এই আর্ষবাক্যের ঘটনা প্রমাণ অর্থাৎ Phenomenal proof গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠের টিপ্পনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। De Quincey তাঁহার Confessions of an English Opium-Eater গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়া বালিকা কালে জলে ডুবিলে উত্তোলিত হন। জলমগ্না মৃতবৎ হইলে তাঁহার আজীবনের সমস্ত কার্য্য অন্ধকারের মধ্যে যেন যুগপৎ স্মরণ হয় ("She saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten incidents, * * not successively *but simultaneously*) Night Side of Nature পুস্তকে Seeress of Prevorst নামক এক অতি উচ্চদরের ক্লেয়ারভয়াণ্ট, যিনি মৃত্যুর পরেও সকল লোকের চৈত্তিক ঘটনা যথাযথ দেখিতে পাইতেন তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে যথা—"And this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst and other somnambules of the highest order, namely, that the instant the soul is freed from the body it sees its whole earthly career *in a single sign* and *pronounces its own sentence*" (Chap X) কর্ম্মতত্ত্বে অজ্ঞ খৃষ্টান দর্শকগণের উক্তির দ্বারা উক্ত আর্ষ বাক্যের এরূপ সম্যক্ পোষণ সকলের দ্রষ্টব্য। সকলের মনে রাখা উচিত তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা মরণকালে যথাযথ উদিত হইবে, এবং যদি পাশব কর্ম্মের বাহুল্য সেই কর্ম্মাশয়ে থাকে, তবে পশুপ্রকৃতির আপূরণ হইয়া তিনি পরে পশু হইবেন। যদি দেবপ্রকৃতির উপযোগী কর্ম্মের বাহুল্য থাকে, তবে দেব এবং সেইরূপ নারক জন্ম পাইবেন। অতএব গীতার "যং যং বাপি" ইত্যাদি উপদেশ স্মরণ করিয়া সদা তদ্ভাব ভাবিত থাকিতে চেষ্টা করা উচিত যেন মৃত্যুকালে কোন সদ্ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়। শ্রুতিতেও আছে—"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।"

৪। কর্ম্মফল।

সূ ১৩। কোন কর্ম্মের সংস্কার যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থায় আবদ্ধ হয়, তজ্জন্য শরীরাদিতে যাহা ঘটে, তাহাকে সেই কর্ম্মের ফল বলা যায়। তন্মধ্যে স্মৃতিফল কর্ম্ম কেবলমাত্র স্বসদৃশ স্মরণবোধ উৎপাদন

করে ; আর ত্রিবিপাক কর্ম্মের সংস্কার আরূঢ় অবস্থায় আসিলে সেই কর্ম্মের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুগুণ জাতি, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করে। স্মৃতিফল ও ত্রিবিপাক, এই উভয়বিধ সংস্কারের মধ্যে যাহা দৃষ্টজন্মেই আরব্ধ হয়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আর যাহা ভবিষ্যজন্মে আরূঢ় হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। চর্ম্ম অত্যধিক ঘৃষ্ট হইলে কড়া হয়, বা ঘর্ষণ-কর্ম্মের দ্বারা চর্ম্মের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। এতাদৃশ কর্ম্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয়। আর বর্ত্তমান আবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে যে কর্ম্মের ফল ইহজন্মে আরূঢ় হইতে পারে না, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

সূ ১৪। কর্ম্মের ফল বা সংস্কারের ব্যক্ততা জনিত ঘটনা প্রধানতঃ তিন-প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সংস্কার হইতে করণ সকলের যে যে বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকাশ হয় এবং তৎসঙ্গে শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতির যে ভেদ হয়, তাহাই জাতিফল। সংস্কারের বলানুসারে বা অন্য কারণে যত কাল জাতি ও ভোগ আরূঢ় থাকে, তাহার নাম আয়ু। আর সংস্কারের প্রকৃতি অনুসারে যে সুখ বা দুঃখ সম্প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম ভোগ।

৫। জাতি।

সূ ১৫। করণ সকল গুণত্রয়ের সন্নিবেশ বিশেষ মাত্র। সেই সংযোগের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন করণ উদ্ভূত হয়। অতএব করণে গুণসংযোগের ভেদই জাতিভেদের কারণ। গুণসংযোগের ভেদ অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে বলিয়া জাতি অসংখ্যপ্রকারের, অর্থাৎ বিশ্বে যতপ্রকার জীবযোনি আছে, তাহা সংখ্যাতীত। জাতির অসংখ্যেয়ত্বের আর এক হেতু এই যে, জীবনিবাস লোক সকল অসংখ্য এবং তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। সেই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক সকলে অসংখ্যপ্রকার প্রাণী থাকাই সম্ভবপর।

জাতি স্থূলতঃ দ্বিবিধ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। উদ্ভিজ্জ হইতে মানব পর্য্যন্ত প্রাণিগণ ইহলৌকিক। দেবগণ ও নিরয়বাসিগণ পারলৌকিক জাতি। পার্থিব জাতি তিনপ্রকার, উদ্ভিজ্জাতি, পশুজাতি ও মানবজাতি। উদ্ভিজ্জাতিতে তামসিকতার ও মানবজাতিতে সাত্ত্বিকতার সমধিক প্রাদুর্ভাব। পশুজাতি উদ্ভিদ্ সদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবদেশীয় উন্নত যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সূ ১৬। অন্তঃকরণ ও ত্রিবিধ বাহ্যকরণ শক্তির বিকাশের তোদানুসারে

যদি কোন মানব জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক কর্ম্ম করে ও আকাঙ্ক্ষা করে, তবে মানবশরীরের অসাধ্যতা নিবন্ধন তাহার মনোদুঃখ হয়। পরে মৃত্যুকালে জননেন্দ্রিয়-বিষয়ক প্রবল ভাব উদিত হইয়া কর্ম্মাশয়কে অনুরঞ্জিত করে। তাহাতে আয়ণত অনুরূপ সঞ্চিত সংস্কারও উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ যে পাশব জাতিতে জননেন্দ্রিয়ের অতিপ্রাবল্য, তাদৃশ প্রকৃতির আপূরণ হইয়া তদনুরূপ করণব্যক্তি হওত মানবের পশুজন্ম হয়।

সূ ১৯। স্থূলশরীর-ত্যাগের পর প্রায়শঃ জীব এক সূক্ষ্ম ভোগ দেহ ধারণ করে। এই ভোগ দেহ দৈব ও নারক-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মাশয়ে যদি সাত্ত্বিক বাসনার প্রাবল্য থাকে, তবে জীব যে সুখময়, সূক্ষ্ম ভোগ-দেহ ধারণ করে, তাহা দৈব, আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলে যে কষ্টময় দেহ ধারণ করে, তাহা নারক। ভোগক্ষয়ে জীব পুনরায় স্থূলদেহে জন্মগ্রহণ করে। সেইকালেও কর্ম্মাশয় হয় (৭৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। তাহাই স্থূলজন্মের পূর্ব্বতন 'বীজ-জীব'।

দেহ সকল ঔপপাদিক ও সাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। আর সাধারণ দেহ মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন হয়।

সূ ২০। পশুজাতি ও পারলৌকিক জাতি ভোগ-শরীরী জাতি, মানবজাতি কর্ম্ম-শরীরী জাতি। ভোগ-শরীরী জাতি সকলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় বা প্রাণ, এই শ্রেণীত্রয়ের কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকশিত থাকে, এবং অপর এক বা দুই শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথবা উক্তশ্রেণীস্থ পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত থাকে, এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে।

২০ সূত্রের এক অপবাদ আছে। পারলৌকিক জাতির মধ্যে সমাধিসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর দেবগণ, যাঁহাদের সমাধি বল থাকাতে পুনরায় স্থূলশরীর-গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তাঁহারা অবশিষ্ট চিত্তপরিকর্ম্ম শেষ করিয়া বিমুক্ত হন বলিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ ভোগ-শরীরী না বলিয়া, ভোগ ও কর্ম্ম উভয় শরীরী বলা সঙ্গত।

সূ ২১। ঐরূপ করণ-বিকাশের অসামঞ্জস্যই জাতির ভোগ-শরীরত্বের কারণ। যেহেতু কোন শ্রেণীর কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অন্যান্যাপেক্ষা অতি-প্রবল হয়, তবে জীবের করণ-চেষ্টা সেই প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীনভাবে নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং ২য় সূত্রানুসারে সেই চেষ্টা ভোগমাত্র হইবে। সুতরাং তাদৃশ অসমঞ্জস-করণ-বিকাশযুক্ত শরীর, ভোগ-শরীর হইবে।

দেবা৭ অঙ্গ, ক্বণপ্রধান। শাস্ত্রে আছে, ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ উঁহাদের কার্য্য সিদ্ধ

হয়। যেমন তাঁহারা যদি মনে করেন শত ক্রোশ দূরে যাইব, অমনি তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর তথায় উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ সুতরাং ইচ্ছা শক্তি প্রবল)। কিন্তু মানবের সেরূপ হয় না। তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই গমন সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহাদের গমনশক্তি ইচ্ছার মত ভূয়োবিকশিত বলিয়া ইচ্ছার তত অধীন নহে, বরং দেবতাদের গমনশক্তি তাঁহাদের প্রবলবিকশিত ইচ্ছার অধীন। সুতরাং মানব মনোরথের পরও সে কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত, তাহা বিচার করিয়া প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণের মনোরথমাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা থাকে না। তাই তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা হয় সুত্রানুসারে ভোগ হইবে, কর্ম্ম হইবে না। তাই তাঁহারা ভোগশরীরী। তির্য্যক্ জাতিদের কাহাতে হয়ত গমনশক্তি অতিবিকশিত, কাহাতে হননশক্তি অতিবিকশিত (যেমন পুত্তিকাদির রাজ্ঞী), তজ্জন্য তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাহাদের কার্য্য (অর্থাৎ ভোগ) হয়। তজ্জন্য তাহাদের স্বাধীন কর্ম্ম যত্যল্প বা তাহারা ভোগশরীরী।

সূ ২২। সর্ব্ব শ্রেণীর ও শ্রেণীস্থ সকল করণের বিকাশের সামঞ্জস্য হেতু মানবশরীর কর্ম্মশরীর। মানব করণ সকলের বিকাশের সামঞ্জস্য দেব ও তির্য্যক্ জাতীয় করণ বিকাশের সহিত তুলনায় জানা যায়।

৬। আয়ু।

সূ ২৩। জাতি ও ভোগ রূপ কর্ম্মফলের অবস্থিতিকালের নাম আয়ু। ফলের কাল যদি আয়ু হইল, তবে উক্ত ফলদ্বয়ের উল্লেখে আয়ুও উক্ত হইবে; অতএব তাহা স্বতন্ত্র ফলরূপে গণনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি ও ভোগের অবস্থিতি-সময়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক উপাদান জন্মের সঙ্গেই উদ্ভূত হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে।

যেমন কর্ম্মবিশেষে মানবজাতি ও তদনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল; কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ স্বল্পকাল কি দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত স্বল্পজীবী বা চিরজীবী শরীর যাহা হইতে হয়, তাহাই আয়ু।

কর্ম্মের দ্বারা আশয় সঞ্চিত হয়, আর সঞ্চিত আশয় হইতে ভোগ হয়। অর্থাৎ জাতি-হেতু কর্ম্মফলের জাতি, ভোগ হেতু কর্ম্মের ফল-ভোগ মাত্র, কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীর্ঘকাল বা অল্পকাল থাকিবার যে কারণ, তাহাই আয়ু হেতু কর্ম্মফল। ইহা জন্মকালেই প্রাদুর্ভূত হয়।

সূ ২৪। জন্মকালে আয়ুর প্রাদুর্ভাব সাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। ফলতঃ দৃষ্টজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা আয়ুর পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতির এবং ভোগেরও ভেদ হইতে পারে।

৭। ভোগফল।

সূ ২৫। সুখ ও দুঃখ বোধ, কর্ম্মসংস্কারের ভোগফল। যাহা অভিমত বিষয়ের অনুকূল, সেইরূপ ঘটনায় সুখবোধ হয়। যাহা তাদৃশ বিষয়ের প্রতিকূল, তাহা হইতে দুঃখবোধ হয়।

অভিমত বিষয় দ্বিবিধ, অনির্দ্দেশ্য ও নির্দ্দেশ্য। অনির্দ্দেশ্য বিষয়—যেমন মাতার নিকট পুত্র কি কি বিশেষ গুণে মাতার অভিমত, তাহা অনির্দ্দেশ্য। নির্দ্দেশ্য বিষয় যথা—ক্ষুধার্ত্তের নিকট অন্ন ক্ষুধা শান্তিরূপ বিশেষ ও নির্ণীত গুণের জন্য অভিমত।

সূ ২৬। সুখই জীবের ইষ্ট। অতএব ইষ্টপ্রাপ্তি সুখের হেতু। সেইরূপ অনিষ্টের প্রাপ্তি দুঃখের হেতু। প্রাপ্তি অর্থে সংযোগ। ইষ্টের ও অনিষ্টের প্রাপ্তি দুইপ্রকার, (১ম) সাংসিদ্ধিক, (২য়) আভিব্যক্তিক। যাহা জন্মকাল হইতে আবির্ভূত থাকে, তাহা সাংসিদ্ধিক, আর যাহা পরে অভিব্যক্ত হয়, তাহা আভিব্যক্তিক।

সূ ২৭। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপ্রাপ্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ, স্বতঃ ও পরতঃ। যাহা নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, উদ্যম প্রভৃতির বৈশারদ্য এবং অবৈশারদ্য হইতে হয়, তাহা স্বতঃ। যাহা নিজের প্রকৃতিগত ঈশ্বরতা (যে গুণের দ্বারা ইচ্ছাপ্রাপ্তি ঘটে), নির্ম্মৎসরতা, অহিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা,—অথবা অনীশ্বরতা, মৎসরতা, হিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা,—অপর ব্যক্তির মৈত্রী, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি, বা দ্বেষ অপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহা পরতঃ।

সূ ২৮। ইষ্টপ্রাপ্তির প্রধান হেতু উপযুক্ত শক্তি, অতএব শক্তির বৃদ্ধিতে ইষ্টপ্রাপ্তিরও বৃদ্ধি, সুতরাং সুখেরও বৃদ্ধি হয়। শক্তি অর্থে সমস্ত করণশক্তি। যথা—অন্তঃকরণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তির বৃদ্ধি অর্থে প্রকৃতি ও পরিমাণ উভয়তঃ উৎকর্ষ।

সূ ২৯। কর্ম্মকে করণ-চেষ্টা বলা হইয়াছে। করণ-চেষ্টা হইলে তাহার সংস্কার হয়। চেষ্টা পুনঃ পুনঃ হইলে সেই সঞ্চিত সংস্কার শক্তিস্বরূপ হইয়া, সেই চেষ্টাকে কুশলতার সহিত নিষ্পন্ন করে। যেমন পুনঃ পুনঃ বর্ণমালা লিখনচেষ্টার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া হস্তে লিখনশক্তি জন্মে, অর্থাৎ হস্ত শক্তি লিখনরূপ অধিকগুণবিশিষ্ট হইয়া পরিণত হয়। কর্ম্মজনিত এই করণশক্তির পরিণাম সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিনপ্রকার। সাত্ত্বিক পরিণাম-

কারক চেষ্টার নাম সাত্ত্বিক কর্ম, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মও তদ্রূপ পরিণামজনক।

সূ ৩০। বাহ্যকরণ সকলের নিয়ন্তৃত্ব হেতু ও সাত্ত্বিকতার প্রাবল্য হেতু, অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাহ্যকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যে জাতিতে যত শ্রেষ্ঠ করণ সকলের অধিক বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাতিতে উৎকৃষ্ট শক্তির সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকৃষ্ট, সুখকর ও অভীষ্ট।

প্রত্যেক জাতিতে করণশক্তি বিকাশের একটা সীমা আছে। সুতরাং সেই সকল শক্তি সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুখোৎপাদন করিতে পারে। অতএব যদি সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সুখ ইষ্ট হয় তবে সেইজাতীয় করণশক্তির অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা কর্ম্মের দ্বারা) ইষ্টপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহা ২৯শ নিয়মের অপবাদ। ২৯শ নিয়মের আর এক অপবাদ এই গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব স্বভাব হেতু কোন এক গুণীয় কর্ম্মের অত্যধিক আচরণ হইলে সেই গুণের অভিভব হইয়া সাক্ষাৎ ফল প্রদান করে না এই জন্য কোন বিষয়ের অধিক ও অযুক্ত আকাঙ্ক্ষা বা লোভ্য করিলে তাহার প্রাপ্তি ঘটে না। আকাঙ্ক্ষা করা কেবল ইষ্টপ্রাপ্তি কল্পনা করা মাত্র। কল্পনায় ইষ্টপ্রাপ্তি বা সাত্ত্বিকতার বা ঈশ্বরতার অতিভোগ হইলে বাস্তবিক ইষ্টপ্রাপ্তির সময় উপযোগী সাত্ত্বিকতার অভিভব হইয়া প্রাপ্তি ঘটে না। আমাদের জীবন প্রধানতঃ আকাঙ্ক্ষাবহুল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিলে তাহাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়া আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধি করে। যেমন লাফাইতে হইলে পেছন হইতে সরিয়া বেগ সঞ্চয় করিতে হয় এ নিয়মও তদ্রূপ। তজ্জন্য আমাদের প্রবৃত্তি বহুল জীবনে সংযম (দানাদিও একপ্রকার সংযম) কামনাসিদ্ধি বা সুখকর।

সূ ৩১। প্রকাশ ও সত্ত্বার অনুগত কর্ম্ম, সাত্ত্বিক কর্ম্ম। অতএব যে যুক্তকল্পনাবতী ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে বা যাহা সতী হয়, তাহা সাত্ত্বিক, সেইরূপ যে বিবেচনা যথার্থ হয়, তাহাও সাত্ত্বিক। সমস্ত চেষ্টা সম্বন্ধে এই নিয়ম। যে ইচ্ছা কল্পনা-বহুল এবং স্বল্পপ্রাপ্তিকরী তাহা রাজসিক। যে ইচ্ছা অযুক্ত-কল্পনাবতী, সুতরাং সফল হয় না, তাহা তামসিক। বিবেচনাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

ক, খ ও গ তিনজন বণিক। ক বিবেচনা করিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করিল, তাহা হইতে পরে প্রভূত লাভ হইল। ক-এর সেই বিবেচনা সাত্ত্বিক, অর্থাৎ সেই সময় পূর্ব্বকর্ম্মের ফল স্বরূপ সাত্ত্বিকতা তাহার চিত্তে উদিত ছিল এবং বিবেচনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল বলিয়া তাহার বিবেচনা যথার্থ হইল।

খ যে দ্রব্য ক্রয় করিল, তাহাতে সে যেরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, সেরূপ লাভ না হইয়া স্বল্পপরিমাণে লাভ হইল। অতএব খ এর বিবেচনা সেই সময়ে পূর্ব্বকর্ম্মের রাজসিকতা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট ছিল বলিতে হইবে। তাহার কল্পনা যত বড়ল ছিল, ফল তত বড় হইল না।

গ যে দ্রব্য বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিল এবং তাহাতে যেরূপ লাভ করিবে বিবেচনা করিয়াছিল, ফলে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। অতএব তাহার সেই সময়কার বিবেচনা তামসিক ছিল, বলিতে হইবে। তমোগুণের উদ্রেকে তাহার বিবেচনা অসৎ বা বিপরীত হইল।

সূ ৩২। ইচ্ছাপূর্ব্বক জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইচ্ছা দুইপ্রকারে হয়, (১ম) বিবেচনা বা বিচারপূর্ব্বক, (২য়) স্বারসিক নিশ্চয়পূর্ব্বক। বিদিত হেতু-মূলক নিশ্চয়ের নাম বিবেচনা বা বিচারপূর্ব্বক, আর যে নিশ্চয় মনে স্বতঃ হয়, যাহার কোন নির্ণীত হেতু বিদিত হওয়া যায় না, তাহা স্বারসিক নিশ্চয়।

সূ ৩৩। পূর্ব্বে যেরূপ বিবেচনার ত্রিগুণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বারসিক নিশ্চয়েরও সেইরূপ ত্রিগুণত্ব আছে। যে স্বারসিক নিশ্চয় ফলে যথার্থ হয়, তাহা সাত্ত্বিক, যাহা কতক পরিমাণে যথার্থ হয়, তাহা রাজসিক, যাহা বিপরীত হয়, তাহা তামসিক।

দূরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে যে অনেকের দোঃস্বপ্ন অথবা মৃত্যু জ্ঞান দৃষ্ট হয় তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের উদাহরণ। অনেক ব্যক্তি যে আকস্মিক নিশ্চয় হইতে নৌকারোহণাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিপদাদি হইতে উত্তীর্ণ হয় দেখা যায়, তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের সাত্ত্বিকতার উদাহরণ। বির্দ্বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া যে অনেক বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের তামসিকতার উদাহরণ (১২০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

সূ ৩৪। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ, (১) সদ্ব্যবসায়জাত, (২) অনুব্যবসায়জাত, (৩) রুদ্ধব্যবসায়জাত। যে সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষ ও শারীরানুভব সহগত, তাহা সদ্ব্যবসায়জাত। যাহা অতীতানাগত বিষয়ের চিন্তা সহগত (শঙ্কা আশাদি-জনিত), তাহা আনুব্যবসায়িক। আর যাহা নিদ্রাদি রুদ্ধাবস্থার অনুগত এবং অস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়, তাহা রুদ্ধব্যবসায়িক, যেমন সাত্ত্বিক নিদ্রাজাত সুখ। প্রত্যুত সমস্ত বোধই হয় সুখকর, নয় দুঃখকর, নয় মোহকর (মোহও দুঃখের অন্তর্গত)।

সূ ৩৫। সদ্ব্যবসায়িক সুখ যাহা শারীর ও ঐন্দ্রিয়ক বোধসহগত, তাহা ঐ ঐ করণের সাত্ত্বিক ক্রিয়া হইতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাধিক, অতএব যে শারীরাদি ক্রিয়ার ফল খুব স্ফুটবোধ অথচ যাহা অল্পক্রিয়াসাধ্য ও অল্প

জাড্যতাসম্পন্ন, তাহাই সাত্ত্বিক শারীরাদি কর্ম্ম হইবে। সুখকর ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্তলক্ষণ কর্ম্ম হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। সকলেই জানে যে, সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তি চালনা করিতে না হয়, তাহা হইতেই সুখ হয়; ১২৯ পৃষ্ঠে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এস্থলে প্রযোজ্য। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ যাহাতে জাড্যতার অত্যধিক অভিভব করিতে হয়, তাদৃশ রাজস বা জাড্যতা ও প্রকাশের অল্পতা যুক্ত করণ কার্য্যের বোধ হইতে দুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জাড্যতার আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অল্পতা, তাদৃশ তামস করণ-কার্য্যের বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজতঃ করা যায় ততক্ষণ সুখবোধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়তার অবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

সূ ৩৬। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অপর বৃত্তি সকলও প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে আসে যায়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্ত্বিকতা, তৎপরে রাজসিকতা ও তৎপরে তামসিকতা, তৎপরে পুনশ্চ সাত্ত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্ত্তন হইতেছে। তজ্জন্য কোন সময় চিত্তের প্রসাদাদি, কোন সময় বা বিক্ষেপাদি আসে। কথায়ও বলে—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। সাত্ত্বিককর্ম্মের বহুল আচরণে সাত্ত্বিকতার ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। রাজস ও তামস কর্ম্মেরও তদ্রূপ নিয়ম। শুদ্ধ সত্ত্বাব্যবসায়িক নহে, আত্মব্যবসায়িক ও রক্ত-ব্যবসায়িক সুখ দুঃখেও উপরি উক্ত (৩৫।৩৬ সূত্রস্থ) নিয়ম প্রযোজ্য। সাত্ত্বিকতাদির বৃদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা করিতে হয়, একবারে উহা সাধ্য নহে।

সূ ৩৭। দৃষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই শরীরেন্দ্রিয় ক্রিয়াজনিত সুখ দুঃখ হয়। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম হইতেও তাদৃশ সুখ-দুঃখ হয়; তবে পূর্ব্বসংস্কার হইতে প্রায়শঃ গৌণ উপায়ে সুখ দুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে ঐশ্বর্য্য (যে শক্তির দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐশ্বর্য্য) বা অনৈশ্বর্য্য প্রারব্ধ (বা উদিত) হইয়া তন্মূলক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সুখ দুঃখ সম্পাদিত করায়।

৮। ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম।

সূ ৩৮। কৃষ্ণ, শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ, দুঃখ সুখ ফলানুসারে কর্ম্ম এই চতুর্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্ম্মের নাম পাপ বা অধর্ম্মকর্ম্ম এবং শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধারণতঃ ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহার ফল অধিক দুঃখ, তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম। যাহার ফল সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, তাহার নাম শুক্ল কৃষ্ণ, যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি। আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে সুখ, তাহা শুক্ল কর্ম্ম। যাহার ফল সুখদুঃখশূন্য শান্তি, যাহা গুণাধিকারবিরোধী, তাহা অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম।

সূ ৩৯। "যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম্ম," ধর্ম্মের এই লক্ষণ গ্রাহ্য। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অভ্যুদয় বা ইহামুত্রের সুখলাভ হয়, তাহা অপর-ধর্ম্ম (শুক্ল ও শুক্ল-কৃষ্ণ)। এবং যাহা দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহা পরম-ধর্ম্ম (অশুক্লাকৃষ্ণ), "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্"।

সূ ৪০। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা [করণে আত্মতাখ্যাতি], রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) সমস্ত দুঃখের মূল কারণ (সাংখ্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য)। অতএব অবিদ্যার বিরোধী কর্ম্ম দুঃখনাশক বা ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে। আর অবিদ্যার পোষক কর্ম্ম অধর্ম্মকর্ম্ম হইবে।

সমস্ত ধর্ম্মের প্রশংসনীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই এই মূল লক্ষণের অন্তর্গত। সর্ব্বধর্ম্মেই এই কয়প্রকার কর্ম্মকে প্রধানতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম বলা হয়, যথা, (১) ঈশ্বর বা মহাত্মার উপাসনা, (২) পরদুঃখমোচন, (৩) আত্মসংযম, (৪) ক্রোধাদি ত্যাগ।

উপাসনার ফল চিত্তস্থৈর্য্য ও সদ্ধর্ম্মোৎপাদ। চিত্তস্থৈর্য্য = চাঞ্চল্য বা রাজসিকতা নাশক = বিষয়গ্রহণবিরোধী = আত্মপ্রকাশকারক = অনাত্মাভিমান সুতরাং অবিদ্যার বিরোধী। সদ্ধর্ম্মোৎপাদ = ঈশ্বর বা মহাত্মাকে সদ্‌গুণের আধার স্বরূপে অনুক্ষণ চিন্তা করাতে চিন্তাকারীতেও সদ্‌গুণ বা অবিদ্যাবিরোধী গুণ বর্দ্ধায়। অতএব উপাসনা ধর্ম্মোৎপাদক কর্ম্ম হইল। পরদুঃখমোচন = অবিদ্যাজনিত আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ = (১) দান বা ধনগত মমতাত্যাগ, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী + (২) সেবা বা শ্রমদান, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। দান ও সেবায় কিরূপে সুখ হয়, তাহা ৩০শ সূত্রে দ্রষ্টব্য। আত্মসংযম = বিষয়ব্যবহারবিরোধী, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। ক্রোধাদিরা আবদ্যাঙ্গ, সুতরাং তদ্বিরোধী ক্ষমা অহিংসাদি ধর্ম্মকর্ম্ম হইল।

এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মেই 'অবিদ্যার বিরোধিত্ব' লক্ষণ পাওয়া যায়। ভগবান মনু মূল ধর্ম্ম সকল এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এই দশ ধর্ম্ম যাঁহাতে আছে, তিনি ধার্ম্মিক এবং ঐ সকল যিনি

নিজে ত অনিবর চেষ্টা করেন তিনি ধর্ম্মচারী। ঈশ্বরারাধনা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম নহে তবে উহা ধর্ম্ম সকলকে আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাই মনু উহা গণনা করেন নাই।

ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্মই পাপকর্ম্ম তদ্দ্বারা অধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়। হিংসা, ক্রোধ বিষয়-চিন্তাদি সমস্ত দুঃখকর অধর্ম্মকর্ম্মই ঐলক্ষণ ক্রান্ত।

সূ ৪১। তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম বাহ্যোপকরণ নিরপেক্ষ বা যাহাতে পরের অপকারাদির অপেক্ষা নাই তাহা শুক্ল কর্ম্ম, তাহার ফল অবিমিশ্র সুখ। আর যজ্ঞাদি যে সমস্ত কর্ম্মে পরাপকার অহার্য্য, তাহাতে দুঃখ ফলও মিশ্রিত থাকে। যজ্ঞাদিতে যে সংযমদানাদি অঙ্গ থাকে, তাহা হইতে ধর্ম্ম হয়।

যজ্ঞাদি হইতে যে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল হয়, তাহা সেই কর্ম্মের স্বতঃ ফলস্বরূপ। তাহার কোন ফলবিধাতা পুরুষ নাই। পূর্ব্বমীমাংসকগণ মন্ত্রের অতিরিক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা স্বীকার করেন না। অতএব মন্ত্রই উঁহাদের মতে ফলদাতা। মন্ত্র কেবল সঙ্কল্পের ভাষা মাত্র। অতএব সংযত হোতৃমণ্ডলীগণের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে যজ্ঞীয় দৃষ্টফল সকল হয়। একপ্রকার রোগ আছে তাহাকে ভূতে পাওয়া বলে। তাহাতে রোগী নিজেকে এক অন্য (মৃত) ব্যক্তি মনে করে। যাহাদের কিছু মেস্‌মেরিক শক্তি আছে তাহারা নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ রোগ আরাম করিতে পারে। তন্মধ্যে এক প্রক্রিয়া অগ্নিতে আহুতিপ্রদান। প্রত্যেক আহুতি প্রদানে রোগী (দূরে থাকিলেও) হোতার সঙ্কল্পানুযায়ী বেদনা অনুভব করিতে থাকে লোকে মনে করে মন্ত্রবিশেষের দ্বারা ঐরূপ হয় কিন্তু আমরা যোড়া গাথা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা না করিয়া কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা ঐপ্রকার ফল উৎপাদন করিয়াছি। অতএব হোতার সঙ্কল্প ও শক্তিবিশেষই যজ্ঞফলের প্রধান জনক। প্রাচীন তপস্বী ঋষিগণের দ্বারা ঐরূপে আশ্চর্য্য ফল উৎপাদিত হইত। তজ্জন্য জৈমিনির দর্শনে ফলবিধাতা ইন্দ্রাদি দেবতা অস্বীকৃত। যজ্ঞাঙ্গভূত সংযমাদির দ্বারা যজ্ঞের অদৃষ্টফল উৎপন্ন হয়।

শাস্ত্রে সামান্য সামান্য কর্ম্মে অসাধারণ ফলশ্রুতি আছে (যেমন ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ)। তাদৃশ ফল কার্য্যকারণঘটিত হইতে পারে না তজ্জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে কর্ম্মফলদাতা স্বীকার করেন। ঐরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদ মাত্র বলিয়া বিজ্ঞগণ গ্রহণ করেন, কারণ উহা যথাযথ গ্রহণ করিলে সকল শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। যেমন তীর্থবিশেষে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ইহা যদি অর্থবাদ বলিয়া না ধরা যায়, তবে উপনিষদ্ ধর্ম্ম ব্যর্থ হয়। তজ্জন্য ঐপ্রকার ফলশ্রুতির উদাহরণ লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণয় বা কোন তত্ত্ববিচার করা যাইতে পারে না।

সূ ৪২। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং তাহাদের সাধক কর্ম্ম সকল অশুক্লাকৃষ্ণ। তদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল শাশ্বতী শান্তি লাভ হয় বলিয়া তাহার নাম পরম ধর্ম্ম।

সুতরাং ত্রিবিধ কর্ম্মের সংস্কার বন্ধনবর্গের পরিস্পন্দকারক, আর অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্মের সংস্কার চিত্তেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকারক। মুমুক্ষু যোগিগণের কর্ম্মই অশুক্লাকৃষ্ণ। যোগ দুই-প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সাধারণতঃ চিত্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমক। কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত (শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা) এক বিষয়ের স্মরণ অভ্যাস করা যায়, তবে চিত্তের যে একবিষয়প্রবণতা স্বভাব হয়, তাহাকে একাগ্রভূমিকা বলে। বিক্ষিপ্তাদি ভূমিকাতে অনুমান বা সাক্ষাৎকার করিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তের বিক্ষেপস্বভাবহেতু সদাকালস্থায়ী হইতে পারে না। যখন জ্ঞান উদিত থাকে, তখন জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে, পরে অজ্ঞানের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সদাকালস্থায়ী হয়; কারণ তখন চিত্তের এরূপ স্বভাব হয় যে, তাহা যাহা ধরিবে, তাহাতেই অনবরতঃ থাকিতে পারিবে। এরূপ ধ্রুব স্মৃতি যুক্ত চিত্তের তত্ত্বজ্ঞানের নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহাই ক্লেশমূলক কর্ম্ম-বাসনা-নাশকারী প্রজ্ঞা বা 'জ্ঞান' (জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন)। কিরূপে সেই জ্ঞান অনাদি-কর্ম্ম-বাসনা নাশ করে, বলা যাইতেছে। মনে কর, তোমার ক্রোধের সংস্কার আছে। সাধারণ অবস্থায় তুমি ক্রোধ হেয় বলিয়া বুঝিলেও সেই সংস্কার বশে সময়ে সময়ে ক্রোধের উদয় হয়। কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যদি তুমি ক্রোধ হেয় 'জ্ঞান' করিয়া অক্রোধভাবকে উপাদেয় 'জ্ঞান' কর, তবে তাহা তোমার চিত্তে নিয়তই থাকিবে, অথবা ক্রোধের হেতু হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্মরণারূঢ় হইয়া ক্রোধকে আসিতে দিবে না। অতএব ক্রোধ যদি কখনও না উঠিতে পারে, তবে বলিতে হইবে, সেই প্রজ্ঞার বা 'জ্ঞানের' দ্বারা ক্রোধবাসনার ক্ষয় হইল। এইরূপে সমস্ত দুষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম বাসনা সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা নষ্ট হয়। সমস্তপ্রকারের বাসনা (প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার দ্বারা) নষ্ট হইলে নিরোধ-সমাধি যখন প্রতিনিয়ত চিত্তে উদিত থাকে, তাহাকে নিরোধভূমিকা বা 'অসম্প্রজ্ঞাত যোগ' বা কৈবল্যমুক্তি বলে।

চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা অব্যক্তে লীন হয়, তখন তাহাকে নিরোধ সমাধি বলে। একবার নিরোধ হইলেই যে তাহা সদাকালের জন্য থাকিবে, তাহা নহে। নিরোধেরও সংস্কার প্রচিত হইয়া পরে সদাস্থায়ী বা নিরোধ ভূমিকা হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সিদ্ধগণ যদি একবার নিরোধের দ্বারা প্রকৃত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

"যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্।
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবত্যসৌ॥"

পরে নিরোধ-ভূমিকা আয়ত্ত হইলেই তাঁহাদের বিদেহকৈবল্য হয়। যখন চিত্তনিরোধ সম্যক আয়ত্তাধীন হয়, তখন সঞ্চিত কর্ম্মবাসনার ন্যায় ক্রিয়মাণ কর্ম্মের বাসনাও আর ফলবতী হইতে পারে না। যেমন চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহা কতক্ষণ নিজবেগে ঘুরে, সেইরূপ যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া শেষ হয়। ইহাকে 'ভোগের

যাহা কর্মক্ষয় বলে। একাগ্রভূমিক ও নিরোধাবস্থাবলম্বী যোগীদেরই একূপ হয়, সাধারণ মানবের হয় না।

এই কয়টী সাধারণতম নিয়মের দ্বারা কর্মতত্ত্ব উদ্দিষ্ট হইল। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিচার ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইল না। কেবল কর্মের দ্বারা কিরূপে মানবের জীবনের ঘটনা সকল ঘটে তাহা এই নিয়ম খাটাইয়া সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষ জ্ঞানের জন্য যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক।



॥ ॐ नमः परमर्षये ॐ ॥

सांख्ययोगनिधानस्य श्रीभास्करारण्ययोगिनः ।
आसीत् परंब्रह्मारण्यः शिष्यो योगविदां वरः ॥
ततस्त्रिपुरारण्यश्च भूषयामास मेदिनीम् ।
तस्य शिष्यवरोऽभूच्च श्रीत्रिलोकी मुनीश्वरः ।
कार्य्यनिष्ठां यस्य पुण्यां ज्ञानमाप ह्यतीन्द्रियम् ॥
स आत्मावहितत्वादि अकुर्व्वन्नपि सर्व्वदा ।
भोक्तुं पाणिनियोगन्तु विचचार महीतले ॥
ध्यानादिभिः समाकीर्णे वने ध्यानमतीन्द्रियम् ।
महीपृष्ठे शयानः स करोति स्म शुचिस्मितः ॥
श्रीपरमगुरुभ्योऽथ त्रिलोकीगुरवे तथा ।
प्रमानन्दाय दीनस्य चाचार्य्याय नमोऽस्तु मे ॥

शुभाश्रमपदं रम्यं कापिलाख्यं सुपावनम् ।
सांख्ययोगश्रुतिज्ञानयज्ञशालेव संस्थितम् ॥
तटे सुरतरङ्गिण्या दधाति मनसो मुदम् ।
मुमुक्षुपदसंस्थानां सतां समदृशा सदा ॥

